telegram/ t.m/BoierSomahar

পরানবন্দি

ডা. শামসুল আরেফীন

সন্দীপন

telegram/ t.m/BoierSomahar

পরানবন্দি

লেখক
ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

telegram/ t.m/BoierSomahar

প্রকাশক : সন্দীপন প্রকাশন লিমিটেড
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
☏ ০১৪০৬ ৩০০ ১০০, ০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯
sondiponprokashon@gmail.com
www.facebook.com/sondiponprokashon
www.sondipon.com

পরানবন্দি

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২৩

১ম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩
অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফিলাইফ, রকমারি.কম, বইসদাই.কম
ই-বুক পরিবেশক : বইটই
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৯২ টাকা

telegram/ t.m/BoierSomahar

সূচিপত্র

তোড়জোড় | ৫
ভালোবাসার রাস্তা | ১৪
দরবারে ইশক | ২১
পরানের কথা | ৩৩
জান্নাতের বাগান | ৪৪
জান্নাতুল বাকী | ৫২
জান্নাতুল বাকী (বর্তমানে) | ৫৫
মদীনা, সোনার মদীনা | ৬১
পূর্ণবৃত্ত মানে নবিযুগের মসজিদ | ৬৭
অপূর্ণ মানে পরবর্তী কালের মসজিদ | ৬৭
বিদায় প্রিয়তম | ৭৬
ইহরাম | ৮০
উমরা | ৮৬
তুমি আর আমি | ৯৫
মক্কা যিয়ারত | ১০০
আবার উমরা | ১১৮
কী জানি | ১২৫

telegram/ t.m/BoierSomahar

তোড়জোড়

ইমিগ্রেশন পার হবার পরগে' শান্তর মনটা একটু শান্ত হলো। এক লহমায় উবে গেল বাসা-থেকে-টেনে-আনা জমাট উদ্বিগ্নতাটুকু। মাথা ভারী ভারী ভাবটা। সিদ্ধান্তটা খুব দ্রুতই নেয়া হয়ে গেছে আসলে। যেদিন ঠিক হয়েছে ওরা যাবে, তার ঠিক ১৪ দিনের মাথায় কীভাবে কীভাবে ভিসা-টিকিট সব কমপ্লিট। ঠিক ১৪ দিন আগেও ওরা কল্পনা করেনি। ঘুণাক্ষরেও না।

এর মাঝে দুয়েকজন বেরসিক আদমি শান্তর কানে ঢেলেছে : ইমিগ্রেশনে নাকি পুলিশেরা কী কী সব জিগ্যেস-টিগ্যেস করে, হেনস্থা করে। যেন রাক্ষসপুরী। দৈত্যদানো বসে-টসে থাকে। এমনিতে বেচারা আগে কখনও বিদেশ যায়টায়নি। এই পয়লা বার ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছে। তাই সকাল থেকেই বুক দুরুদুরু। ফেরতই পাঠিয়ে দেয় কি না ইমিগ্রেশন থেকে। এতোগুলো টাকা তাহলে বিলকুল জলে। জলে গেলে তাও তুলে শুকোনো যায়। একেবারে জলে গুলে নাই হয়ে যাবে। যাক বাপু, যা যা ভেবে ডরাচ্ছিল, তার ছিটেফোঁটাও নেই সেখানে। ইমিগ্রেশন পেরোতেই...আহ শান্তি। ঠেকছে যেন ওজনই কমে গেল আধা-সের। তাহলে আসলেই আমি যাচ্ছি? আমরা যাচ্ছি ওখানে সত্যিই?

এখনও বিশ্বাস হতে চাইছে না শান্তর। এই দ্বিতীয় দফা শান্তর মনে হচ্ছে, স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝে টানাপোড়েনের আসলেই একটা জায়গা আছে। যেখানে মানুষ আউলে যায়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসে হাবুডুবু খায়। যেখানে বাস্তবতা ফিকে ফিকে। প্রথম বার ছিলো বছর দশেক আগে। এমনই এক ঘুমের ঘোর ভেঙে শান্ত ধুম মেরে বসে ছিল। কনফিউজড এবং ফিউজড। এইমাত্র যা ঘটল, তা বাস্তব ছিলো না তাহলে? অনুভূতিটা এতো প্রাণময়! যেন আসলেই ঘটলো এইমাত্র ওর সাথে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

অন্ধকারে পাগলের মতন দৌড়ে বেড়াচ্ছে শান্ত। অন্ধকারে আমরা নর্মালি এভাবে দৌড়াই না। হাতড়ে হাতড়ে চলি। সামনে উঁচু থাকতে পারে, খানাখন্দ থাকতে পারে। কিন্তু এক অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে শান্ত দৌড়োচ্ছে। ঘুরঘুট্টি আঁধারে এভাবে দৌড়োনো যায় চূড়ান্ত অধৈর্য আর পাগলপারা হলে। কেন দৌড়োচ্ছে? কোথা থেকে এক অসম্ভব সুন্দর মায়াবী পুরুষকণ্ঠ শান্তকে কী কী যেন বলছে। বাবার মতো গম্ভীর কিন্তু মায়ের মতো আকুল। বজ্রের ভরাট কিন্তু জ্যোছনার মতো নরম। গমগমে কিন্তু রিনরিনে। ওকেই কী যেন বলছে। কী বলছে তার দিকে খেয়াল নেই। শান্তর শুধু মনে হচ্ছে, এই কণ্ঠ যাঁর সেই মানুষটাকে না দেখতে পেলে শান্ত বুক ফেটে মরে যাবে। এক নজর হলেও, এক ঝলক হলেও দেখতেই হবে। অক্সিজেনশূন্যতার মতো বুক এঁটে আসে শান্তর। এক বার আমাকে দেখতেই হবে। আঁধারের পরোয়া নেই। মরে গেলে যাব। এক বার শুধু দেখতে দিন, কে আপনি। একটা বার। মরীচিকার মতো। এদিকে গেলে ওদিক থেকে আসে। ওদিক গেলে এদিক। কলিজা ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে আসবে দেখতে না পেলে। বাঁচতে হলে দেখতেই হবে। এক নজর। প্লিজ।

না-ই বা যদি দিলে দেখা
কেন স্বপন ভাঙালে?
পিয়াস কেন জাগালে?
নিমেষ তরে মনের ঘরে
আলো কেন জ্বালালে?

ঐ আলোতে, মন ভুলোতে
পেলেম তো না-ই এক পলক
ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে
ঝলসে গেল পোড়ার চোখ।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। বুকচাপা কষ্টটা এতো বাস্তব! ভীষণ কষ্ট। এক নজর দেখতে পারলাম না। আহারে, এতো কাছে পেয়েও হারালাম। কানে এখনও সেই ভরাট কিন্তু জ্যোছনা কণ্ঠের স্বাদ। বুকের ভিতর অসীম শূন্যতার হাহাকার। ইস! পরের ক'দিন একদম এলোমেলো গেল শান্তর। কণ্ঠ শোনার আকুলতা আর ব্যর্থতার তিতে অনুভূতি জীবন্ত রইল ক'দিন। প্রতিরাতে চোখভরা আকুতি নিয়ে ঘুমোতে যায় ও। আরেকবার যদি আসেন উনি। তিনি আর আসেন না। কল্পনাও এতো জীবন্ত! আর বাস্তবও এতো অশরীরী! হতাশায় শান্তর পৃথিবী ছোটো হয়ে আসে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

মসজিদে শ্রীলঙ্কার এক জামাত এসেছিল সেবার। শান্ত একফাঁকে মওলানাকে জিগ্যেস না করে পারলোই না। খানিক থেমে শ্রীলঙ্কান মৌলভী গমগমে গলায় বলেছিল : 'শোনো বৎস! এই চোখে তাঁকে দেখতে পারা যাবে না। নজরের হিফাজত বাড়াও। বহু অবিশ্বাসী তাঁকে দেখে রাস্তা পায়, কতো গুনাহগার তাঁকে দেখে ফিরে আসে। কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না। কারণ তুমি সব বোঝো। সব বুঝেও তুমি করো না। তোমার হিসেব আলাদা। এমনি এমনি পাওয়া তোমার নসিবে নেই।' আহ, পোড়াচোখ। তোর নাশ হোক। তোর জন্য আমি 'সব' হারালাম।

আজকে আবার ঐদিনকের মতো লাগছে শান্তর। স্বপ্ন আর বাস্তবতার সীমানায় কেউ রবার ডলে দিয়েছে। টেনশনের পাহাড়টা নেমে যেতেই এক অদ্ভুত ঘোর। পুরো দেহমন জুড়ে। এ স্বপ্নও না, বাস্তবও না। এ হলো ঘোরের জগৎ।

এ জগতে যার নিত্য বিচরণ, আপন গহনে যার বিচরণের ফুরসত, তার কী ভাগ্যি!। সে সময়টা সংসার আমাদের দেয় একদণ্ড? সকাল থেকে রাত, রাত গিয়ে সকাল। চলছি তো চলছিই। চোখ বুঁজে দেখুন। আপনার ভেতরে এক বিক্ষুব্ধ সাগর। উথালপাথাল। শোঁ শোঁ ঝড়ের শব্দ। বিকট শব্দে বাজ পড়লো কাছেই। পেয়েছেন সেই পাগলা সাগর? হাজারও সমস্যা, ব্যস্ততা, দায়িত্ব, পরিকল্পনার ঝড়ঝাপটা। এবার ডুব দেন। যেতে থাকেন, যেতে থাকেন, যেতে থাকেন। সাগরের একদম তলায় গিয়ে বসেন। দেখেন, এখানে কেনো ঢেউ নেই। সব স্থির, শান্ত। আলো নেই, শব্দ নেই। কেউ নেই। একটা মাত্র জানালা আছে। সেই জানালা দিয়ে অসীম এক সত্তার সাথে বাতচিত করা যায়। কাঁদা যায়, হাসা যায়। প্রাণ খুলে গল্প করা যায়। কষ্ট, স্বপ্ন, আশা, মুগ্ধতা সবকিছুতে মাখামাখি। পেয়েছেন? প্রতিদিন কিছু সময় এখানে গিয়ে হাজিরা দেয়া জরুরি। মালিকের কাছে দাসের হাজিরা। নামাযগুলো পড়া দরকার ছিলো এখানে গিয়ে। হয় না। কাজের কাজগুলো আমাদের কেন জানি হতে চায় না।

বাচ্চা দুটো ওয়েটিং রুম জুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওদের ফ্লাইট এখনও আড়াই ঘণ্টা পর। পয়লা বিদেশযাত্রা। তার ওপর কাচ্চাবাচ্চাসমেত। কখন কী জটিলতা হয়। তাই আগেভাগেই গিয়ে বসে থাকা ভালো। বেশি রাতের ঢাকায় ভরসা নেই।

'চলো খাদীজা, প্লেন দেখে আসি।'

'চলো বাবা। কোথায়?'

'ঐ দেখো, কত্ত বড়ো প্লেন। কাঁচের ভেতর দিয়ে একটু বামে তাকাও।'

telegram/ t.m/BoierSomahar

'হমমম। অনেএএএক বড়। এইটা আকাশে উড়বে? কীভাবে উড়বে? অনেক ভারী তো। আমরা তো পড়ে যাবো। কোথায় পড়ে যাবো? পড়ে গেলে কী হবে?'

কলসি ফুটো হয়ে গেলে যা হয় আরকি। ফুটো কলসের পানি যোগান দিতে দিতে কেটে গেল ওয়েটিং রুমের বাকি সময়টুকু।

রাত একটার ঢাকা। এই শহর নিয়ে আমাদের অভিযোগ-অনুযোগ-ঘ্যানঘ্যানানির শেষ নেই। এই শহরে মানুষ থাকে? জ্যাম, ধুলো, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, আবর্জনা, দুর্গন্ধ। নিয়মকানুন নেই। এই বাসগুলো রাস্তার মাঝে এলোপাথাড়ি যাত্রী উঠাচ্ছে। লেগুনাগুলো রাস্তাই ব্লক করে দিয়েছে। রিকশাগুলো ডানে বাঁয়ে দেয় ঢুকিয়ে। বাইকগুলো বাজিয়ে যাচ্ছে হর্ন, যেন উন্মাদ একেকটা। একটু বৃষ্টিতেই হাঁটুপানি। কিন্তু রাত একটার ঢাকা অন্যরকম। সোডিয়ামের হলদে আলোয় এক জনমদুখী শহর। অসুস্থ মায়ের মতো। রুগি, কাহিল, ঘেয়ো, অচল, পরনির্ভর মা। কিন্তু নিজেরই তো মা। সারাদিন বকি। আর রাত একটায় সোডিয়াম বাতিতে মায়ের ঘুমন্ত মুখখানি ধিক্কার দিয়ে ওঠে। আজ ছেড়ে যাবার কালে হঠাৎ আপন হয়ে এলো হতচ্ছাড়ী শহরটা।

প্লেনে উঠে সেট হয়ে বসেছে ওরা। সাথে শান্তর স্ত্রী আর দুই বাচ্চা। সিট পড়েছে বউবাচ্চা থেকে দূরে একখানে। অনেকেই স্ত্রীর সাথে, মায়ের সাথে বসার জন্য নিজেদের মাঝে সিট বদলে নিচ্ছে। বিমানবালারাই হেল্প করছে অদলবদলে। এক বাঙালি যাত্রীকে একটু রিকুয়েস্ট করেছিলো শান্ত সিটটা একটু চেঞ্জ করার জন্য, যাতে পরিবারের সাথে বসতে পারে। মশাই অম্লানবদনে জানালেন : 'বসে পড়েছি ভাই।' সিটবদলের এই হিড়িকের মাঝে স্বদেশি ভায়ের কাছে 'বসে পড়েছি ভাই' শুনে শান্তর মনটা তিতে হয়ে উঠল। দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে গায় বাধলো বড়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে আপনার সবচে বড় উপকার করবে আপনার দেশের লোক, আবার সবচে বড় ক্ষতিটাও আসবে আপনার দেশি ভায়ের কাছ থেকেই। সহযোগিতাও পাবেন, চূড়ান্ত অসহযোগিতাও পাবেন। যেখানে যাচ্ছে ওরা, সেখানে যেতে নাকি এমন বহু অপছন্দনীয় ঘটনা ঘটে, সব খুশিমনে সয়ে নিতে হয়। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট এসব হওয়া নাকি ভালো। সবারই নাকি টুকটাক হয়টয়।

প্রচণ্ড গতিতে প্লেন ছুটছে রানওয়েতে। ঝাঁকুনি দিয়ে জমিন ছাড়ার সাথে সাথে সব স্থির। গতি আর টের পাওয়া যায় না। মেঘের ভিতর দিয়ে যাবার সময়

telegram/ t.m/BoierSomahar

অবশ্য সামান্য ঝাঁকিটাকি দেয়। বড় বিমানে তাও বোঝা যায় না। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়েছিল শান্ত কক্সবাজার-টু-ঢাকা। সে এক ভয়ানক ব্যাপারস্যাপার। সেবার তওবা হয়েছিল এক্কেবারে খাঁটি। নির্ভেজাল। 'আয় আল্লাহ! এক বার শুধু ভালোয় ভালোয় নামিয়ে দে মালিক। জীবনে যদি আর কোনো গুনাহ করেছি তো বাপের দেয়া নাম বদলে রাখবো।' ভয় পাবে না কেন বলেন? রানওয়েতে যে স্পীডে প্লেন চলে, আর টেক অফ করার সময়টার যে ঝাঁকুনিটা... আবার ধরেন কথা নেই বার্তা নেই, ওদিকে এক বারখুরদার মাইকে রসিয়ে রসিয়ে বলছে : 'সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, আপনারা এখন ৩৩ হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।' আরে, ছেলেখেলা নাকি? পড়ে গেলে কী হবে এখন? পয়লা বিমানে ওঠার অনুভূতি মোটেই সুখকর না। বিভীষিকাময় পরিস্থিতি মশাই।

আসলেই আমি প্লেনে? নাকি নিজের বিছানায় ঘুমাচ্ছি। নাহ, ঠিকই তো আছে। প্লেনেই তো। আসলেই, আমি যাচ্ছি? এ আমি কোথায় যাচ্ছি? না ছিলো ছুটির আশা, না ছিলো টাকার সংস্থান। মাত্র ১৪ দিনের মাথায় কোত্থেকে কোত্থেকে সব হয়ে গেল? এতোগুলা টাকা। ছুটি হবে না নিশ্চিত। ফিরেও যেতে হতে পারতো ইমিগ্রেশন থেকে। হায় হায়। এখানে যেতে হলে তো দিনের পর দিন চোখের পানি ফেলতে হয়। জায়নামাযে দু'হাত তুলে কতো কাকুতিমিনতি করে এখানে যাবার ভিসা মেলে। তত করে চেয়েছে বলে তো মনে হয় না শান্তর। তবে কেন এই আচমকা ডাক? ১৪ দিনের নোটিশে কেন জরুরি তলব? প্রিয়দের তো ডাকা হয় সম্মানিত করতে; আমার মতো ফেরারি আসামিকে কেন এই সমন জারি? ফিরে এলো শান্তর সেই দুরুদুরু ভাবটা। তবে এবার একচিমটি সুখের সাথে মিশে। তাহলে আমি আসলেই যাচ্ছি।

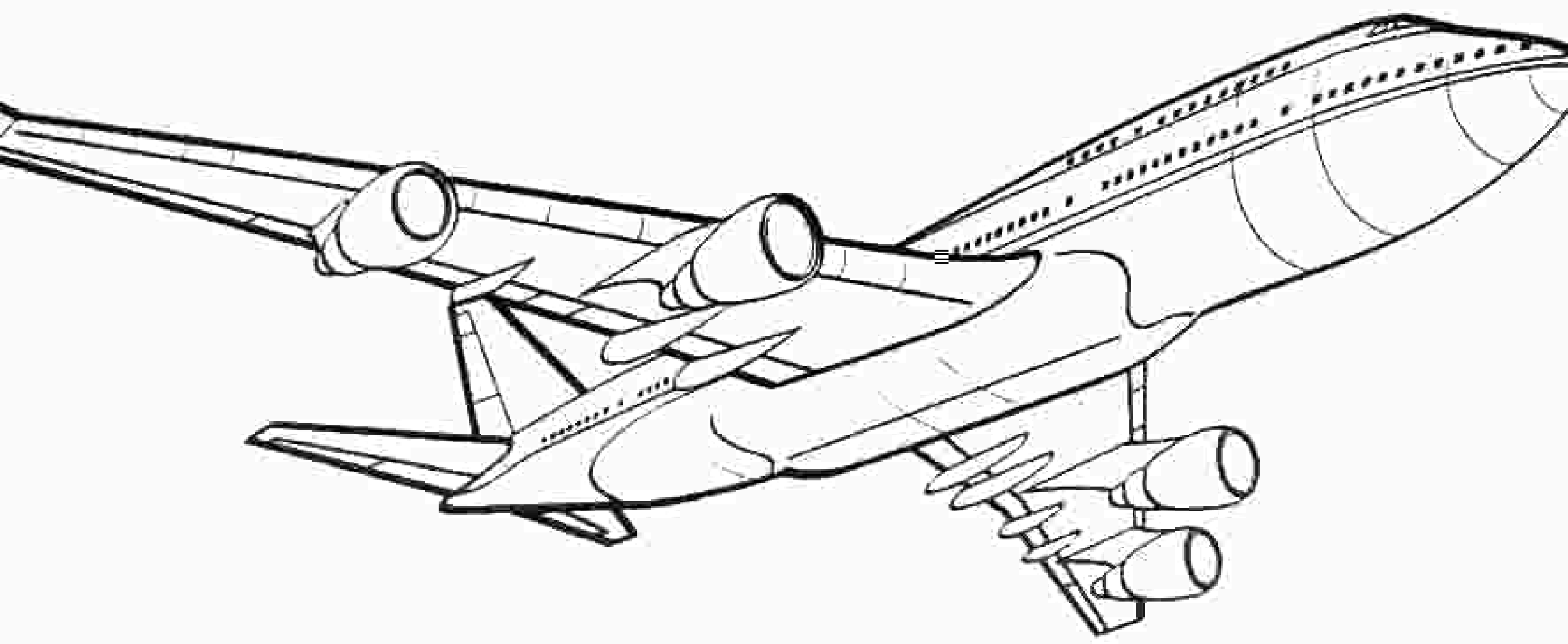

telegram/ t.m/BoierSomahar

অবশেষে প্রিয়তমের শহরে যাচ্ছি। যেখানে প্রিয়রা যায়। যেখান থেকে শুদ্ধরা ফিরে আসে। যেখানে পাগলরা যায়। গিয়ে ফেরত আসে দ্বিগুণ পাগল হয়ে। প্লেনের সিটের সামনে ছোটো একটা স্ক্রীন। সেখানে সফরের গতিপথ দেখা যাচ্ছে। অপলক চেয়ে রইল শান্ত। সেকেন্ডে সেকেন্ডে কমছে দূরত্ব। আমি অবশেষে যেতে পারছি? সত্যিই কবুল হয়েছি, মালিক? ৫০০০ কিলো দেখাচ্ছে। শহরের নাম? শহরের নাম মক্কা। দেড় বিলিয়ন প্রাণের কেবলা মক্কা। জগৎ-জাহানের স্রষ্টার প্রথম ইবাদতগাহ। সেই ইজ্জতওয়ালা রব্বের ইজ্জতদার ঘর। আর কী বলে পরিচয় দেবো? শব্দেরও তো একটা শেষ আছে, না?

দেড় বিলিয়ন পরান বন্দি এখানে। উড়ে বেড়ায় এখানকার বাতাসে। আছাড়িপিছাড়ি করে অলিতে গলিতে। কাঁদে হাসে। দেখার জিনিসগুলোই চোখ দেখতে পায় না। দেখবে যত্তোসব সর্বনেশে অখাদ্য। দেখবে যত নশ্বর, ছলনাময়, ধোঁকাবাজদের। দেখবে শুধু গাড়ি, বাড়ি, নারী, কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি। ওগুলোর দিকেই মন টানে। কিচ্ছু আমার না। রোজাদার যেমন ইফতারের আগে ভাবে পুরো দুনিয়া খেয়ে ফেলবে। আযানের পর এক গেলাস পানি খেলে পেট টইটম্বুর। দুনিয়াও অমনি। যেন সব আমার চাই। খেতে পারে অল্প, ডায়বেটিস-প্রেশার। ডাক্তার বলেছে শক্ত বিছনেয় শুতে। বউও একপিসই। টাকা তো আর চিবিয়ে খাওয়া চলে না। দুই গাড়িতে পা দেয়াও সম্ভব না। কী জীবন। তবুও সব চাই।

নাস্তা শেষে খানিক চোখ লেগে এসেছিল। রাতজাগা চোখ। বাহরাইনে ট্রানজিট আছে আড়াই ঘণ্টা। বাহরাইন থেকে জেদ্দা আরও দুই ঘণ্টা। এখন ঘুমিয়ে না নিলে কপালে দুঃখ আছে। ঘুম আর জেগে থাকার ভিতরে অবশ্য এখন আর পার্থক্য নেই। ঘোরের জগতে সব এক। বাস্তবই যেখানে স্বপ্নের মতো। ঘুমও যেন স্বপ্নের ভিতরে ঘুম। পুরোটাই স্বপ্ন। এর ভেতর জাগাই কী, আর ঘুমই কী।

বাহরাইন এয়ারপোর্ট। কতো দেশের মানুষ। কতো রঙের মানুষ। কতো গড়নের। কতো ধরনের। বিদেশভ্রমণ মানুষের বিচারবুদ্ধি বাড়ায়। আল্লাহর সৃষ্টির কারিশমা অনুভব করা শেখায়। দেশে তো দেখেন একই ধরনের মানুষ। একই ধরনের ল্যান্ডস্কেপ। একই ধরনের জীবনযাত্রা। দেশ থেকে বাইরে পা ফেললেই রকমারি দুনিয়া, রকমারি মানুষ। সেই খালিক কতো নিপুণ, কতো বড় শিল্পী, কতো বড় কারিগর। কতো ডিজাইন তাঁর কাছে, গঠনের কতো ধরন তাঁর ইলমে। কতো রূপ তাঁর কারিগরিতে। দুনিয়া এতো বৈচিত্র্য দিয়ে সাজানো। জান্নাত তাহলে

telegram/ t.m/BoierSomahar

কেমন? ঐ জান্নাতের জন্যই তো প্রতিযোগিতা মানায়।

বাংলাদেশে ইমিগ্রেশনের পরেই পানিটানি জাতীয় জিনিস আটকে দিয়েছে। আর নিতে দেয়নি। ওদিকে তেষ্টা পেয়েছে ভয়াবহ। ট্রানজিটে এটা-ওটা খরিদ করার জরুরত হতে পারে। এজন্য রিয়ালের সাথে সামান্য কিছু ডলারও রেখেছে শান্ত। ছোটো ছেলেটাকে সেরেলাক খাওয়ানোর জন্য গরম পানি দরকার। কী করি কী করি। এয়ারপোর্টে এন্তার কফিশপটপ। স্বর্ণের দামের কাছাকাছি। কফি যেহেতু খাচ্ছি না, মাগনা মাগনা পানি চাবো? দেবে? সংকোচ মাড়িয়ে এক কফিশপে ঢুকে শান্ত গরম পানি চাইলো। ফিলিপিনো মাঝবয়েসি মহিলা। বাচ্চা খাবে শুনে ঢেলে দিলো কফির পানি। মায়ের জাত। হয়তো দেশে রেখে এসেছে টুকরো টুকরো কলিজা। রেখে এসেছে নারীর জীবন।

'পয়সা কতো?'

'লাগবে না। অমনি নাও।'

একেবারে কিছু না কিনলে কেমন হয়। 'বোতলের নর্মাল পানি কতো?'

'৮ ডলার।'

সেরেছে। হাফ লিটার পানির দাম ৮৮৮ টাকা? শুনেই পিপাসা মিটে গেল। থাক বাপু, লজ্জাশরম করে লাভ নেই। ও পানিতে গলা ভিজবে না। পুড়তে পুড়তে নামবে। পরে অবশ্যি ফ্রি পানি মিলেছিল ওয়াশরুমের পাশেই। তাতেই রক্ষে।

এয়ারপোর্ট করিডোরে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দুই শ্বেতাঙ্গ তরুণী। চোখে সানগ্লাস সেঁটে। শান্তর আড়াই বছরের ছেলেটা টুইটুই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর-ওর কাছে গিয়ে আদর-টাদর নিচ্ছে। হঠাৎ মেয়েটা তড়াক করে উঠে বসলো। হামযার হাতে ওর সানগ্লাসটা। আর বলছে 'চ-তে চশমা... সুন্দল চশমা'। আশপাশের মানুষও হেসে উঠলো। মুচকি হেসে গালটা টেনে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে গেল বিদেশিনি। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর শিশুকে চেহারায় আশ্চর্য মায়া দিয়ে পাঠানো হয়। যেন ওরা কারও না কারও মায়ায় টিকে যায়। এই মায়াই ওদের সারভাইভাল টেকনিক। কেউ না কেউ মায়ায় জড়িয়ে তার দায়িত্ব নিয়ে নেয়। এমনই এক এতীম বাপ-মা-হারা শিশুর দায়িত্ব নিয়েছিল এক চাচা। দুনিয়াভরা মায়া তাঁর মুখশ্রী জুড়ো নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি মমতা দিয়ে পালা হতো তাঁকে। এক মুহূর্ত আবডাল হলে চাচা-চাচীর পরান টেকা দায়। দুই বছরের নবিজি কেমন ছিলেন? টুকটুক করে হাঁটতেন। মা আমিনা কলিজার সাথে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠতেন স্বামীশোকে,

telegram/ t.m/BoierSomahar

স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে। দাদা মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতেন চন্দ্রকলার মতো নাতির বড় হওয়ার দিকে। এ শিশু কি সাধারণ কোনো শিশু? এক মুহূর্ত কাছছাড়া করতেন না দাদা। নিয়ে বেড়াতেন সাথে করে। হালিমা টের পেয়েছিল, কী নিয়ে এসেছে ঘরে, কাকে নিয়ে এসেছে ঘরে। যে চিনেছে সে বর্তে গেছে। সে দুনিয়াতেও জিতেছে, মরেও জিতেছে। চেনেনি কেবল অভাগারা। সেই এতীম শিশুর মায়ায় মাতোয়ারা দোজাহান। শত কোটি মানুষ পরানবন্দি সে মায়ায়।

সাথে উমরার একটা গ্রুপও যাচ্ছে। বাহরাইন এয়ারপোর্টে সবাই ইহরাম পরে ফেলেছে ততক্ষণে। মীকাত ক্রস করার সময় ওরা থাকবে আকাশে। মীকাত হলো হজ-উমরাকারীর জন্য ইহরাম বাঁধার সীমানা। এই সীমানার বাইরে থেকে ইহরাম বেঁধে ঢুকতে হয়। ইহরাম বাঁধা মানে হলো পুরুষের ক্ষেত্রে ইহরামের দুই টুকরো সেলাইছাড়া কাপড় পরা, হজ-উমরার নিয়ত করা আর তালবিয়া পড়া শুরু করা (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক)। হজ-উমরাকারী মীকাতের সীমানার বাইরে থেকে ইহরাম বাঁধতে না পারলে, যদি এই সীমার ভিতরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে হজ-উমরা করে, তবে দম ওয়াজিব হবে (পশু কুরবানি)।

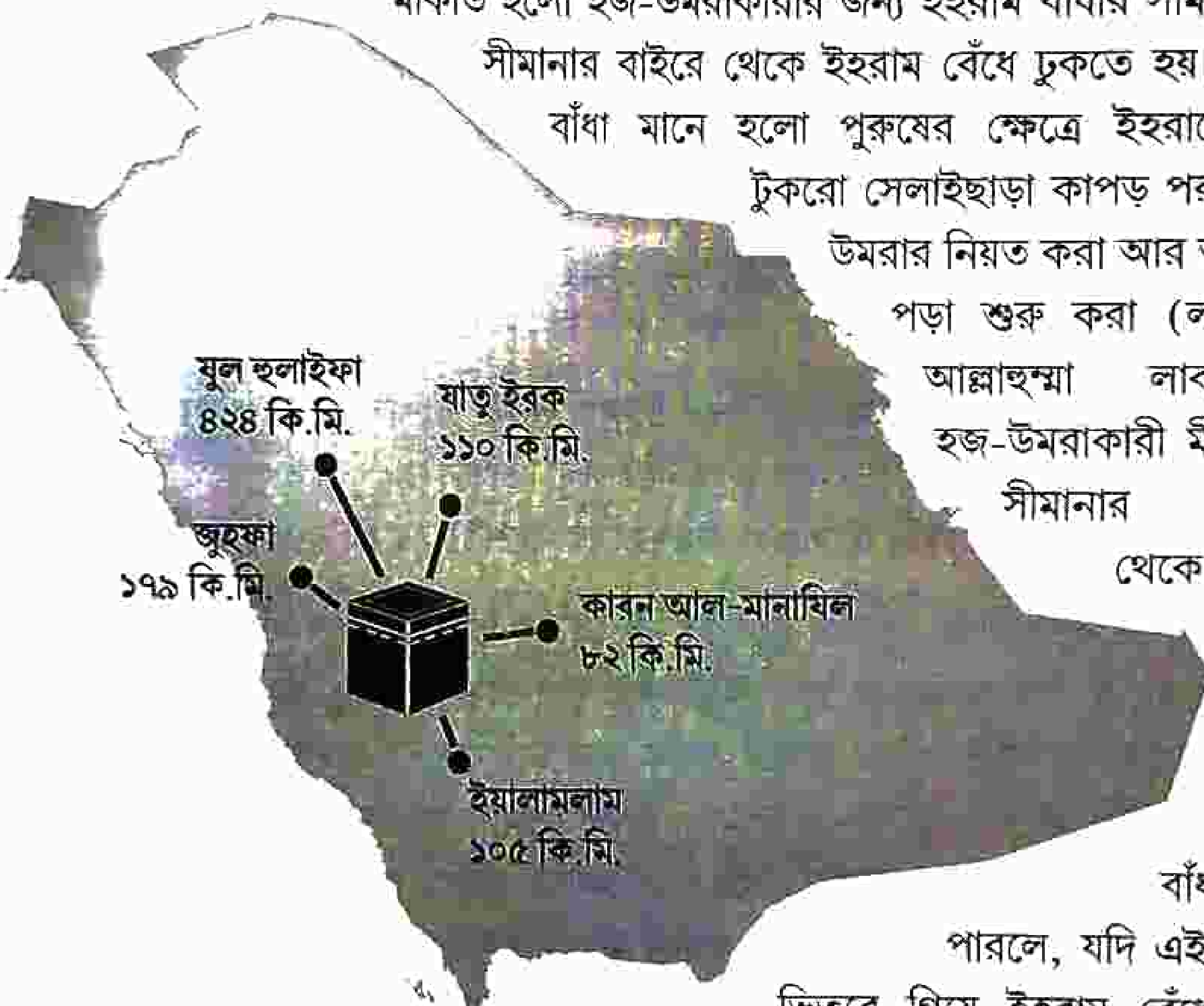

অথবা হজ-উমরার আগে আগে আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। উমরার গ্রুপগুলো এখন ইহরামের পোশাক পরে নিলো, মীকাত ক্রস করার সময় প্লেনে ঘোষণা হবে, তখন জাস্ট নিয়তটা করে ফেলবে। বা অনেকে অলরেডি করেও ফেলেছে। আশপাশে গুনগুন : লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।

telegram/ t.m/BoierSomahar

'হাজির, আল্লাহ আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আর নিয়ামত তোমার জন্য... আর সমস্ত রাজত্বও তোমার জন্য।' তোমার রাজত্বে কেন আমরা কষ্টে আছি, মালিক? আমরা কি তোমার নই? তুমি কি আমাদের নও? তাহলে কেন, মালিক? কেন? আমাদের সম্মিলিত গুনাহের কি কোনো মাফ নেই?

শান্তর মনে অন্য ধান্ধা। জেদ্দা থেকে আগে যাবে মদীনা। মদীনাওয়ালার নকল করে যুলহুলাইফা থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে। মদীনাওয়ালার নকল করে এসে মালিকের দরবারে উবু হয়ে পড়বে। মদীনাওয়ালার কদমে কদম, রঙে রঙ, সাজে সাজ।

শূন্য ঝুলি, শূন্য তরী, অবাধ্যতায় সন্ধ্যা করি'
ভিড়েছি তোর বন্দরে
থরথর অন্তরে
কী দিয়ে তোর মন মানাবো, কী দেখিয়ে রাগ ভাঙাবো
অনেক ভেবে, আর কী হবে? এলাম ফিরে ঘাট 'পরে।
তোর প্রিয়, তার বেশ ধরে,
করুণাতটে জোয়ার ওঠে আজ যদি এই মন্তরে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

ভালোবাসার রাস্তা

ছোট একটা প্লেন ওদেরকে বাহরাইন থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল। জেদ্দা। লোহিত সাগরের পাড়ে টিপটপ শহর। স্কাইলাইন ক্লিয়ার। হাইরাইজ ভবন খুব কম। এপার্টমেন্ট কিছু আছে, তা ঢাকার তুলনায় না থাকার মতোই। ৩-৪ তলা বিল্ডিংই বেশি। গরম বেশি বলে ছোটো ছোটো জানালা। গরমের মওসুমে ৫০ ডিগ্রি খুব স্বাভাবিক তাপমাত্রা। আমাদের দেশে যেখানে ৪০ উঠলেই প্রাণ আইঢাই। জানালার পাশে পাশে এসি। সব বিল্ডিংয়ের বাইরের সার্ফেস মার্বেলের টাইলস। যাতে ঘরের ভিতর গরম কম যায়। রঙবেরঙের বিল্ডিং না। ক্রিম কালারেরই নানান সাদাটে শেড। কোনোটা গাঢ়, কোনোটা হালকা। এই কালারটা বোধ হয় হিট প্রতিফলন করে ভালো।

সামান্য জ্যাম হয় মাঝেসাঝে। তবে রাস্তাগুলো খুব গবেষণা করে বানানো। ঝকঝকে। একবার রাস্তা মিস করলে অনেক দূর গিয়ে ঘুরে আসতে হয়। জমির অভাব নেই, টাকার অভাব নেই৷ ইচ্ছেমতো বানিয়েছে। ফুটপাতের মানুষ হাতে গোনা যাবে। ট্রাফিক আইন না মানার কোনো সুযোগ নেই। খানিক পরে পরে ক্যামেরা। পুরো গাড়ি স্ক্যান হয়ে যায়। সিটবেল্ট না পড়লে সাঁই করে পথ আটকাবে পুলিশের গাড়ি, জরিমানা হাঁকবে ৫০০ রিয়াল।

শান্তর শ্বশুর-শাশুড়ি ৪০ বছর ধরে জেদ্দাপ্রবাসী। কুড়িটা বছর এই জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা বেলি-ঝোপটা উপড়ে নিয়ে নিজের বাসায় লাগিয়েছে শান্ত। এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছেন শ্বশুরসাহেব আর বড় ভায়রা। তুমি শ্বশুরের

telegram/ t.m/BoierSomahar

মেহমান না, শান্ত। তুমি আল্লাহর মেহমান, রাসূলের মেহমান। 'জামাই-আদর' পেতে আসোনি, শাশুড়ির রান্না খেতে আসোনি। মাইন্ড ইট!

প্রায় ২০ ঘণ্টা ঘুম নেই ওর। খেতে বসে ঘুমিয়েই যাচ্ছিল। পরের দিনটাও গেল ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে। ৩ ঘণ্টা সামনে এগিয়ে এসেছে। দিনরাতের রুটিনই উলটেপালটে গেছে।

বিকেল গড়াচ্ছে। লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে মার্বেল পাথরের পার্ক। দূরে সৌদি বাদশাহর প্রমোদভবন নজরে এলো। ঝকঝকে নীল পানি। বেশ বড় বড় ঢেউ। ঠান্ডা স্বাস্থ্যকর হাওয়া। হাঁটার যে একটা মজা আছে, তা ঢাকায় থেকে বোঝা দুষ্কর। রাস্তায় কোনো হর্ন নেই, লিটারেলি জিরো হর্ন। ধুলা নেই, ধোঁয়া নেই। ভিড় নেই, রিকশা-বাইক ঢুকিয়ে দেয় না নাক। একটু পর পর থেমে যেতে হয় না ভিড়ের চোটে। নজরের হেফাজতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয় না। নেই নারীদেহের বিলবোর্ড। সারাদিন হাঁটা যায়। হাঁটতে ইচ্ছে করে। এখানে থেকে যারা অভ্যস্ত, তাদের জন্য দেশে ফিরে এডজাস্ট করা কঠিন। সমস্যা হলো, সৌদিরা বাইরের কাউকে নাগরিকত্ব দেয় না। ইকামা নামে বছরওয়ারি ভিসা ইস্যু করে। রিনিউ করে করে থাকতে হয়। চাইলে আমেরিকার মতো ডিভি লটারি দিতে পারতো। মুসলিম দেশগুলো থেকে টেক-এক্সপার্ট, গবেষকদের রেখে দিতে পারতো। ইউরোপ যেভাবে মেধাপাচার করছে, সেভাবে করতে পারতো। দেশও উন্নত হতো, মুসলিম মেধাগুলোও মুসলিমদের হাতে থাকতো। চাইলে... থাক, ওসব বলে আর কী হবে। চকচকে এই দেশে মুসলিম বিশ্বের জুলুম-নির্যাতন-কষ্টরা ঢোকার সাহস পায় না।

কী হবে আর গেয়ে পুরোনো সে গান?
কী হবে আর বিচার দিয়ে?
করে অভিমান?
কালের আয়নায়
অভিযোগ যত
সব ফিরে ফিরে চায়
আমারই নালিশ শত
অট্টহাসির উপহাসে
... অক্ষমতায়।

telegram/ t.m/BoierSomahar

জেদ্দা বহুজাতিক শহর। কসমোপলিটান। বহু পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি, ফিলিপিনো, আফ্রিকান এখানে চাকরি করে। আর পশ্চিমারা করে ব্যবসা। এমন কোনো ইউরোপীয় ব্র্যান্ড নেই যাদের এখানে দশ কাঠার ওপর দ্বিতল-ত্রিতল শোরুম নেই। যেসবের নাম আমরা বাংলাদেশে জীবনেও শুনিনি। আমাদের মতো গরিব গরিব দেশে ব্যবসাই হয় না এদের। সৌদিদের ভোগের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে এরা। বাস কোম্পানি সব ইউরোপীয়। বিলাসবহুল সব শপিং মল। পশ্চিমা কাটিং-এর পোশাকআশাক। কেনে বলেই রেখেছে নিশ্চয়। এক সিনেমা হলের সামনে দিয়ে ঘুরে এলো ওরা দুই ভায়রা। দেখে বিষিয়ে ওঠল মন। পুরোনো শহর ভেঙে ফেলা হচ্ছে, নতুন সব প্রজেক্ট। শহরের একটা ওয়ার্ড চীনাদের দেয়া হয়েছে। দোকানে-অফিসে ক্যাশে সৌদি মেয়েরা চাকরি করছে। নতুন পলিসি। একজন সৌদি পুরুষের এগেইনস্টে ৪ জন অনারবকে নিয়োগ দেয়া যাবে। আর একজন সৌদি মেয়ে নিলে ৮ জন অনারব আনা যাবে। অনারবের বেতন দিতে হয় কম কম; যত বেশি রাখা যায়, তত লাভ মালিকের। তাই ছোটোবড় সব কোম্পানি-মল এখন দেদারসে নিয়োগ দিচ্ছে সৌদি মেয়েদের।

'ভাই, বামে এই বড় বড় এপার্টমেন্টগুলো কীসের?' খানবিশেক বিশতলা ভবন একসাথে।

'ও এগুলো? সরকার প্রজেক্ট নিয়েছিল গ্রাম্য সৌদিদেরকে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত করার। কাজ হয়নি। ওরা গ্রামেই থাকবে। এখন এসব ফাঁকা পড়ে আছে।' জেদ্দায় সাহাবিদের বংশধরদের ভোগবাদী জীবন দেখে শান্তর মনটা মেঘলা হয়ে আসে। গ্রামীণ সাদাসিধে সৌদি দেখতে হবে। নইলে এ তিতে সারবে না।

'ভাই, সৌদি স্থানীয়রা এমবিএস-এর ওপর খুশি?'

'আগে এই বংশের ওপর খুশিই ছিলো সবাই। কারণ সবাই লাভে ছিল। বাইরের লোক এসে ব্যবসা করতে চাইলে কফিল হিসেবে এরা লাভ পেতোটেতো। এই বছর সব পণ্যে ভ্যাট যুক্ত করেছে। কফিল হবার ওপর বিধিনিষেধ দিয়েছে। নানা আইনকানুন করেছে। এখন কিছুটা নাখোশ।'

বিয়ের সাত বছর পর শান্তর বউ এসেছে মায়ের কাছে। ধানগাছটা ফিরেছে বীজতলায়। খাদীজা এই প্রথম এসেছে নানাবাড়ি। খুশিতে তাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে নানী-খালারা প্রথম বারের মতো ছুঁয়ে আদর করতে পারছে হামযাকে। পুরো ঘরদোর খুশিতে ঝলমল করছে। শান্ত ঝলমল করতে পারছে না। ১৪ দিনের মধ্যে একটা দিন চলে গেল শান্তর। আর মাত্র ১৩ দিন হাতে। আর

telegram/ t.m/BoierSomahar

না। বউবাচ্চা শ্বশুরবাড়িতে ফেলে দিয়ে শান্ত সে রাতেই মেলা করলো। আর এক মুহূর্ত এখানে না। এখানে আরাম করার জন্য তো আসোনি ভাই। মরার ঘুমেই সব খেলো। এইবেলা ভাগো, বাকি সময়টা গিয়ে থাকো তাঁর কাছে। যতক্ষণ সম্ভব, যতবেশি সময় ধরে সম্ভব। প্রিয়সঙ্গ থেকে এক সেকেন্ডও এদিক-সেদিক যেন না হারায়।

তাঁর কাছে দু'দণ্ড থাকবো বলে
পালিয়েছি সারা দুনিয়াকে না-বলে

এতটুকু অনুভবে
ফের মিছে আশা কলরবে
পৃথিবী, চেয়ো না ভাগ
এইটুকু সময় মাঝে
তোমার জীবন তুমি
নিয়ে চলে যাও
আমারে ছেড়ে যাও
মোর বিরহের কাছে।

কেরালার মুসলিমরা ধুন্ধুমার ব্যবসা করছে সৌদিতে। বংশপরম্পরায় ১৪০০ বছর ধরেই ওদের ব্যবসার রিশতা হেজাযে। আরব-দাক্ষিণাত্য বাণিজ্যপথে। জেদ্দায় বিশাল শপিং মলটল, হজ-উমরা সার্ভিস ওদের। তেমনই এক জেদ্দা-মদীনা বাস সার্ভিসে উঠে পড়লো শান্ত। রাত দশটা। শেষ সিটটা মিললো কোনোমতে। মদীনায় নাকি বেশ শীত। ভালোই শীত। টের পাওয়া গেল যাত্রাবিরতি হোটেলটায়। মরুর আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। দিনে রোদের হিট বেশি, রাতে শীতের কাঁপুনি বেশি।

রাত কেটে ছুটে চলেছে বাস। নাহ, আর কোনো তাড়া নেই, সময়ের হিসেব নেই। সময় গোনার দরকার নেই, কোনো প্রতীক্ষা নেই। প্রেমের পথেই তো আছি, তাড়া কীসের? মাঝে মাঝে কেবল সন্দেহরা এসে দোলা দিয়ে চলে যায় : আসলেই আমি যাচ্ছি তো উনার কাছে? আমার মতো পাপী কেন ডাক পেলো? কেন? সেই সন্দেহের মাঝেও অবশ্যি সুখের ছটা। এ যদি স্বপ্নও হয়, দুঃখ নেই। স্বপ্ন হয় হোক, স্বপ্নই চলুক। এমন স্বপ্নই ক'জনের নসিবে জোটে। এই স্বপ্ন আর না ভাঙুক।

ঝিমুনিটা কেটে গেল বাস থামতেই। এসে পড়েছি? এতো তাড়াতাড়ি? রাত

telegram/ t.m/BoierSomahar

৩টা। বাস এসেছে ১২০-১৪০ কিলো বেগে। ৪৫০ কিলো চলে এসেছে মাত্র ৪ ঘণ্টায়। হিন্দিতে গাইড বলে ওঠলো : 'আমরা মসজিদে কুবায়। সবাই নেমে ফ্রেশ হয়ে দু'রাকাত নফল পড়ে নিন। এখানে দু'রাকাত নফল পড়া উমরার সমান সওয়াব।' আরে বলে কী? মসজিদে কুবা? এই সেই মসজিদে কুবা? রাতের ক্যানভাসে সাদা গম্বুজ-মিনার যেন মুচকি হেসে বলছে : হ্যাঁ গো, আমিই। এই যে দেখছো বড় গম্বুজটার সিলিঙে দুইটা ডট, এটাই সেই জায়গা যেখানে প্রিয়নবির উট বসেছিল। যুগ যুগ ধরে আগলে রাখা হয়েছে এই স্মৃতিচিহ্ন।

মদীনার থেকে মাইল তিনেক দূরে বা অদূরে কুবা গ্রাম। মাসখানেক ধরেই মক্কা থেকে দলে দলে লোকে আসছে এ পানে। তাদের মধ্যে বড় অংশটাই চলে যাচ্ছে ইয়াসরিব শহরে। কেউ কেউ গ্রামেও রয়ে গেছে। বনি আমরের মহল্লায় মজলিস বসে রোজ এশার পর। মুহাজিরদের মুখে মক্কার নির্যাতনের গল্প শোনে সবাই। তন্ময় হয়ে। ছলছল চোখে। মজলিস ভাঙে শতশত বুক উদ্বিগ্নতা নিয়ে। এক রাশ অস্বস্তি আর পেরেশানি নিয়ে শুতে যায় পুরো মহল্লা। প্রাণের নবিই যে এখনও শত্রুর মাঝখানে। এতো জুলুম-কষ্ট আর মৃত্যুভয়ের মাঝে। হঠাৎ একদিন মুখে মুখে চাউর হলো : নবিজি মক্কা থেকে নিখোঁজ। তাঁকে ধরতে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে মক্কা।

সেদিন থেকে বনি আমরের চোখে ঘুম নেই। রোজ ফজরের নামায শেষে কুবাবাসী তরুবীথি থেকে মরু-প্রান্তরে বেরিয়ে আসে। ছেলে-বুড়ো সব। মহিলারাও কেউ কেউ। সূর্য যখন আগুনে হয়ে যায়, মাথার তালু গরমে চিড়বিড় করে ওঠে, তখন ফিরে আসে আর না পারতে। কবে আসবেন উনি? এই বুঝি এলেন, কাল নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। এতো দিনে তো এসে পড়ার কথা। রাস্তায় কোনো বিপদ-আপদ... ৪৫০ কিলো রাস্তা, যে-সে ব্যাপার তো না। মরুতে পথ হারানোর ভয়, ডাকাতের ভয়, মুশরিকদের হাতে গ্রেপ্তার হবার ভয়। ইহুদিরাও জানে এরা দৈনিক সক্কাল সক্কাল কোথায় যায়। হাজারও শঙ্কা-উদ্বেগ নিয়ে কুবায় রাতেরা নামে, হাজারও আশা-স্বপ্ন নিয়ে আসে সকালেরা।

আজও এসেছিল সবাই। রোদ তেতে উঠতেই একে একে সবাই ফিরে গেছে যার যার কাজে। চড়ে ওঠলো রোদ। হঠাৎ ছাদের ওপর থেকে ইহুদির চিৎকার : 'কাইলার ব্যাটারা, তিনি এসে গেছেন। তিনি এসে পড়েছেন।' আনন্দে ভেসে যাচ্ছে গাঁও। নবিজি এসে গেছেন। পড়িমরি করে ঘরদোর থেকে বেরিয়ে আসছে

telegram/ t.m/BoierSomahar

মানুষ। খুশিতে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে বুড়োরা, হুল্লোড় করতে করতে শিশুরা, উচ্ছ্বাসে চপলতায় নারীরা। এসেছেন, তিনি এসেছেন। লম্বা করে শ্বাস টেনে নেয় শান্ত। কুবার আকাশে-বাতাসে আজও মিশে আছে সে আনন্দ। নবিজির দর্শন পাবার প্রতীক্ষা। এই তো আর কিছুক্ষণ। আর কিছুক্ষণ পরেই প্রিয়তমের সাথে সাক্ষাৎ। আপনারা হয়ত শান্তর শরীরটাই দেখতে পাচ্ছেন। মনটা ছুটোপুটি করছে কুবার গ্রামবাসীদের সাথে : এসে গেছেন। নবিজি এসে গেছেন। চলো, চলো। এই তো তিনি। একটু পরেই তিনি।

দূরত্বগুলো পরপর গাঁথে
সময়ের মশলায়
হাজার মাইল পুরু এক নিঃসঙ্গ দেয়ালের গায়
স্যাঁতসেঁতে অশ্রুতে শ্যাওলা-ধরা।

আজ সেই মহাক্ষণ
তোমার আমার মাঝে
আজকের পুণ্যসাঁঝে
কয়েকটি মাত্র অসহায় সময়
আর ক'টামাত্র দুর্বল মাইল।

বাস ওদেরকে নিয়ে গেল উহুদের প্রান্তরে। সেই উহুদ। ঐ তো শুয়ে আছেন হামযা রা., মুসআব বিন উমায়ের রা.-সহ কতো কতো সাহাবি। রাতে পাহাড়ের আকার ঠাহর করা গেল না। কবরও কারটা কোথায় লোকেট করা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রটাও বুঝা গেল না। মদীনার শীত, সূঁচের মতো। বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে শান্ত : আমার চোখের সামনে সাহাবিরা? উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো? আল্লাহর রাজিখুশি সার্টিফিকেট পাওয়া শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো? নবিজিকে দেখেছেন, ছুঁয়েছেন, সেই মানুষগুলো এতো কাছে? তাঁদের দেশে আমি এখন? কল্পনা করেছি কোনোদিন?

আসসালামু আলাইকুম ইয়া আসহাবার রাসূল।

আসসালামু আলাইকুম ইয়া খাইরাল কুরুন।

আল্লাহ, আমাদেরকে হামযা রা.-এর নেতৃত্বে শহীদের কাতারে হাশর করুন। আবার দিনে দিনে আসতে হবে এক দফা।

telegram/ t.m/BoierSomahar

বাস সার্ভিস ও হোটেল দুটোই কেরালার মুসলিমদের। ব্যবসার সম্পর্কে সরাসরি আরবদের হাত ধরে ইসলামের প্রবেশ এখানে, শাফেঈ মাযহাবের প্রসার। বিপরীতে উত্তর ভারত ও বাংলায় ইসলামের প্রচার হয়েছে তুর্কীয়-পাঠানদের হাতে, এসেছে হানাফি মাযহাব। ব্যবসা ছিলো মুসলমানের ইবাদত, ব্যবসা মুসলমানের দাওয়াহ, ব্যবসা মুসলমানের শক্তি। আজ ব্যবসাই আমাদের কাছে অস্পৃশ্য। ব্রিটিশরা শুধু চাকরি করতে শিখিয়ে গেছে আমাদের। দুনিয়ার ব্যবসা সব করবে ওরা। আর আমরা করবো ওদের চাকরি। বেলাল মসজিদের রাস্তাটার শেষ মাথায় হোটেলটা। মসজিদে নববি থেকে হাঁটাপথ ঠিক বারো মিনিট। একটা বিছানা বিশ রিয়াল। ফজরের আযানের বেশি বাকি নেই। সময় কাছিয়ে এসেছে।

পাশের বিছানায় এক ইন্দোনেশিয়ান মুয়াল্লিম। তার উমরা গ্রুপ আজকে আসবে প্লেনে, সেই খুশিতে সে আটখানা। ছবিটবি দেখাচ্ছে বের করে। শান্তকে বলল : তুমি তো আগে আসোনি। রেডি হও, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। হাবীবের দরবারে পয়লা হাজিরা। গোসল। নতুন জুব্বা-পাজামা। পাগড়ি, চাদর, আতর। কতো অপেক্ষার পর, কতো আকাঙ্ক্ষার পর, আজন্ম বিরহের পর। হায় হায়! কার কাছে যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? কী বলবো গিয়ে? কোনমুখে যাচ্ছি?

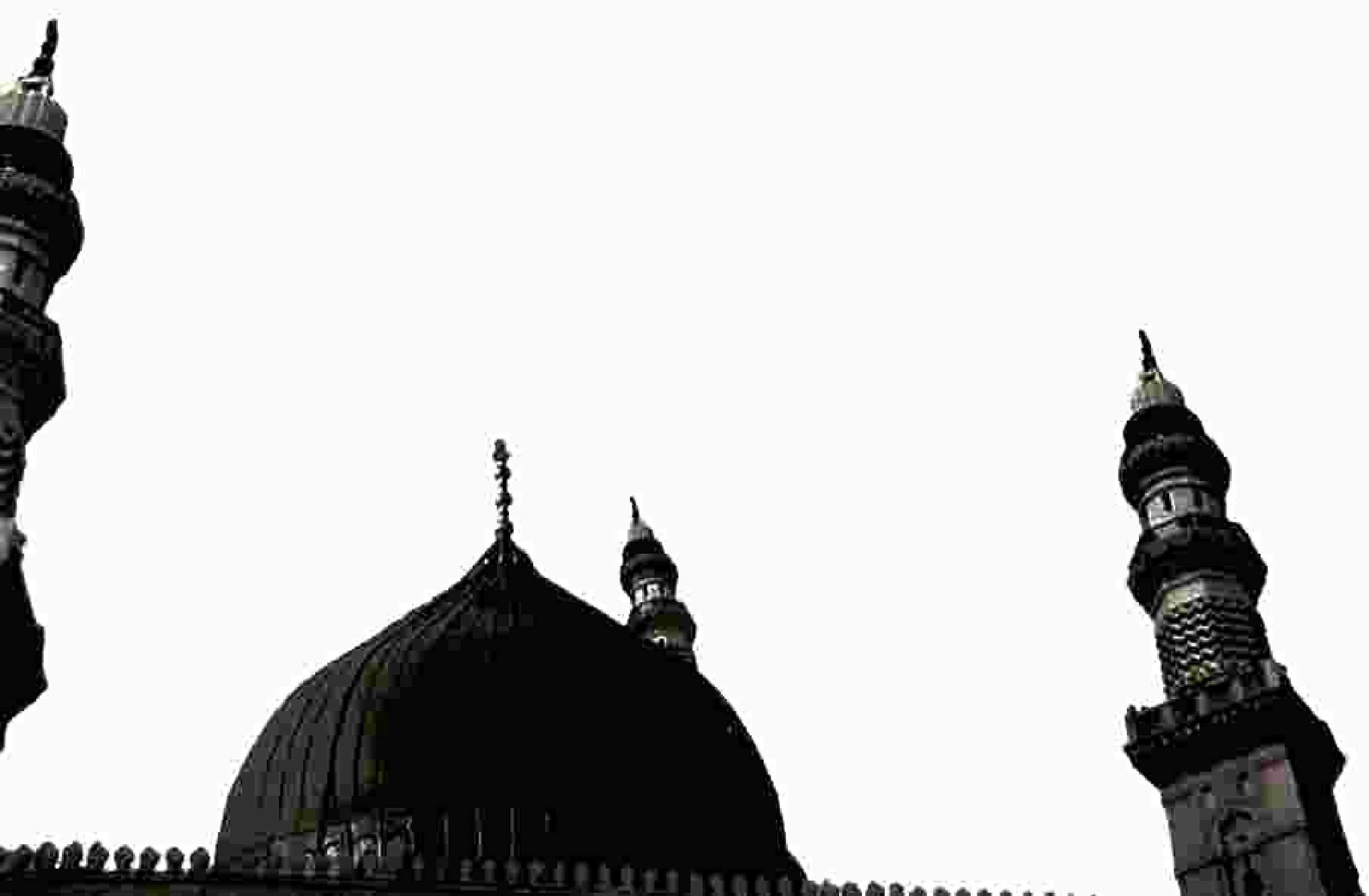

telegram/ t.m/BoierSomahar

দরবারে ইশক

ইন্দোনেশিয়ানের পিছে পিছে শান্ত। একটু পর পর তাড়া দিচ্ছে : 'পিছিয়ে পড়ছো কেন?' মনের অবস্থা তোমাকে কেমনে বলি, মালয়ী? এর কোনো ভাষা নেই। তোমার ইন্দো ভাষায় বললেও তুমি বুঝতে না। তুমি তো বহুবার এসেছো। এই প্রেমের দরিয়ায় আমি আনাড়ি সাঁতারু। এই পয়লা। ভয় হচ্ছে দরিয়ায় নাবতে। প্রতি স্টেপে শান্তর মনে হচ্ছে, কেন এলাম? কী জবাব দেবো গিয়ে? বরং ফিরে যাই। জমে আসে পাপী পা। থেমে আসে পাপী কলব। আবার ওদিকে কীসের এক দুর্নিবার আকর্ষণ কলজেয় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কদমে ভয় আর খুশি। শ্রদ্ধা আর প্রেম। হতাশা আর উচ্ছ্বাস।

হঠাৎই রাতের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে ওঠে সবুজ গম্বুজ। চোখকেও সন্দেহ করা যায়? নাস্তিক হাঁদারা বলে : যা দেখি না, তা মানি না। আচ্ছা ভালো। যা দেখা যায়, তারও কি সব মানা যায়? দেখলেও কি বিশ্বাস হয় সবকিছু? আমি নিজেও কি বাস্তব? নাকি কল্পনা? এই গম্বুজ। কতোবার দেখেছে শান্ত ছবিতে, লাইভ টেলিকাস্টে হজের সময়, ইউটিউবে। কতদিন দুআ করেছে : নবির রওজায় না নিয়ে কবরে ডেকো না, মাবুদ। পিসিতে হোমস্ক্রীন সেট করেছে। মোবাইলে স্ক্রীনসেভার। আজ চর্মচক্ষুতে সেই দৃশ্য? পানিতে ঘোলা হয়ে আসে ভিজ্যুয়াল ফিল্ড। চোখ রগড়ে বড়... আরও বড় করে তাকায় শান্ত। ঠিক তো? ঐ গম্বুজটাই তো? নাকি প্রিয়দর্শন বিভ্রম? হ্যালুসিনেশন? অধিক শোকে মানুষ পাথর হয় শুনেছি। অধিক খুশিতেও হয়। অধিক রাগেও হয়। পাথর হওয়াটা বহুমুখী এক্সপ্রেশন। পাথরের শান্তর পাথরের মুখ অস্ফুটে আউড়ায় :

telegram/ t.m/BoierSomahar

- বিসমিল্লাহি মাশা-আল্লাহু ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।
- রাব্বি আদখিলনী মুদখলা সিদকিওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরজা সিদকিওঁ ওয়া জাআল লী মিল্লাদুনকা সুলতনান নাসীরা।
- আল্লা-হুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রহমাতিক ওয়া ফাদলিক
  ওয়ারযুকনী মিন যিয়ারতি রাসূলিক
  কামা রযাকতা আউলিয়ায়িক ওয়া আহলু তআতিক
  ওয়া আখলিছনী মিনান নার
  ওয়াগফিরলী ওয়ারহামনী ইয়া খাইরা মাসঊল, ইয়া আরহামার রাহিমীন।

সেই ঘোরে ঘোরে মসজিদে প্রবেশ। মোহগ্রস্ত। বিস্ময়াহত। ধকল সামলাতে বসে পড়ল গিয়ে সবজেটে ঐ গালিচায়। এলাম তাহলে শেষ পর্যন্ত? আল্লাহ আমাকে নিয়েই এলো? কোনো আশা ছিলো না। আশা করবার হিম্মতও ছিলো না। শুরু থেকে এই পর্যন্ত রিওয়াইন্ড করলো শান্ত। কী কী ঘটল গত ১৪ দিন। মালিক, নিয়ে যেহেতু এলেনই, খালিহাতে ফেরত দিয়েন না। আয় আল্লাহ! *এটা* আপনার নবির হারাম। একে আমার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকবচ বানান। আমার রক্তমাংসকে আগুনের ওপর হারাম করে দিন।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ، فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ، وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ.

বিশাল মসজিদ। এই অংশটা বানানো হয়েছে পরে। আন্ডারগ্রাউন্ডে দোতলায় টয়লেট, আর তিনতলায় বিশ্বের বৃহত্তম পার্কিং। মার্বেল পাথরের মসজিদ, জটিল সব ডিজাইন। এসব কোনো বিস্ময় জাগায় না শান্তর মনে। মুসলমান যদি সোনা-হীরে দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে, চামড়া দিয়ে এই মসজিদটা হাজারবারও বানায়, তবু তা কমই। নবিজির যে এহসান, নবির যে মাকাম আমাদের অন্তরে, তাতে এসব তুচ্ছ। এ তো প্রিয়তমের মসজিদ। যাঁকে তো ভালোবাসার কথা সারা দুনিয়ার চেয়ে বেশি, নিজ পরিবার, নিজ জীবনের চেয়ে বেশি। দামি নকশাদার মার্বেল আর এমন কী!

ফজরের নামায শেষ। ফোন এসেছে আবদুর রহমানের। মদীনায় আসার আগে ভায়রামশাই একটা সিম দিয়েছিলেন স্থানীয় অপারেটরের।

'ভাই, কই?'

telegram/ t.m/BoierSomahar

'সবুজ গম্বুজের দক্ষিণে। কিবলার দিকে।'

'আমি আসতেসি। আপনি বাবুস সালামের সামনে দাঁড়ান। ১ নং গেট।'

আবদুর রহমান বন্ধু মানুষ। তারও শ্বশুরবাড়ি মদীনায়। শ্বশুর-শাশুড়ি মদীনায়ই মাটি হতে চান। সেও সাল দুয়েক হলো বছরের কিছু অংশ মদীনায় থাকছে। পরিচিতদের মাঝে অনেকেই এখন সৌদিমুখী। নিয়মকানুনও আগের চেয়ে বেশ শিথিল করেছে বিন সালমান। শেষ জমানায় ঈমান এসে আশ্রয় নেবে মদীনায়। দাজ্জালও মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করবে না।

- 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আমার কবর যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে। আর যে মদীনায় বসবাস করবে এবং তার বিপদাপদের ওপর ধৈর্য ধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।'
- 'আর যে ব্যক্তি দুই পবিত্র নগরীর (মক্কা-মদীনা) যেকোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে নিশ্চিন্ত করে ওঠাবেন।'[১]
- অন্য হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব হয়, সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করে। কেননা যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব।'[২]

এমন হাদিস অনেককেই মক্কা-মদীনায় বাস করতে উদ্বুদ্ধ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, খেজুরবাগান লিজ নেয়া, হজ-উমরা ব্যবসা। আসলে, ভালো থাকতে হলে ইউরোপীয় যেকোনো দেশে সিটিজেনশিপ নেয়া অনেক সহজ। ভালো থাকাটা তো উদ্দেশ্য না। মক্কা এখানে, মদীনা এখানে। পরানখানি বন্দি হয়ে আছে এখানে।

বাইরে বেরিয়ে বাবুস সালামের সামনে এসে দাঁড়ায় শান্ত। আলো ফুটেছে। শ'য়ে শ'য়ে প্রেমিকরা ঢুকছে প্রিয়তমকে সালাম পেশ করার জন্যে। বিহ্বল হয়ে বসে পড়ে শান্ত। কেন এলাম এখানে? কী যোগ্যতা আমার? কী এমন করেছি যে এখানে এলাম? কোনমুখে এলাম? কী শোনাবো তাঁকে? কী রিপোর্ট দেবো? বরং না যাই। বরং ফিরে যাই। শাইখ যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. সারাজীবন হাদিসের খেদমত করেছেন হিন্দুস্তানে। লিখেছেন বুখারি-মুয়াত্তা মালিকের ব্যাখ্যা। লিখেছেন মাকবুল গ্রন্থ ফাজায়েল সিরিজ। শেষজীবনে মদীনায় হিজরত করে থিতু হন।

---

১. শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩৮৫৬

২. তিরমিজি, হাদিস : ৩৯১৭

telegram/ t.m/BoierSomahar

বাকীতে হয় শেষ ঠিকানা। দিনের পর দিন তিনি রওজায় সালাম দিতে যেতেন না। লজ্জায়, সংকোচে, দ্বিধায়। কেন যাবো? কোনমুখে? পরে মুফতি শফী রহ. (তাকী উসমানী সাহেবের বাবা) তাঁকে জোর করে নিয়ে যান রওজায় সালাম দেয়াতে। প্রেমের কতো প্রকাশ। কারও প্রকাশ ভালোবাসার কথা বার বার আওড়ানো। কারও প্রকাশ দূর থেকে ভালোবেসে যাওয়া। কারও প্রকাশ উচ্ছল প্রেমালাপে। কারও প্রকাশ নীরব অশ্রুতে।

সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতো দ্বিধায় ভর করে এগোয় শান্ত। আমাকে কি নবিজি চেনেন? ফেরেশতা মারফত উম্মতের হালত তাঁকে জানানো হয় শুনেছি। শান্তকে কি উনি চেনেন? গুনাহের খবরও কি পৌঁছে এখানে? এই পাপের চেহারা দেখাবো কীভাবে? কীভাবে সইব ঐ মায়াবী চোখের হতাশ তিরস্কার?

আবদুর রহমানও একপ্রকার ঠেলে-ঠুলে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে যিয়ারতে নিয়ে গেল শান্তকে। কতো সাধনার, কতো অপেক্ষার, কতো আশার, কতো অশ্রুর মোলাকাত। না-ও তো হতে পারতো। কতোজনের তো হয়নি। বেশির ভাগেরই তো হয় না। কতো প্রেমিক কবরে শুয়ে আছে আশা-অপেক্ষা নিয়েই। নসিবে হয়নি। কতো পুণ্যবানের দীর্ঘশ্বাস এই গুনাহগারের হয়েছে হাসিল! আমি কি বুঝলাম কোন কপাল নিয়ে এসেছি? কান্না আটকানো যায় ভাবলে? উয়াইস বিন আমির আল কারানী রহ.-কে বলা হয় তাবেঈশ্রেষ্ঠ, সাইয়্যিদুত তাবিঈন। একটুর জন্য নবিজিকে দেখতে পারেননি, সাহাবি হতে পারেননি। 'কারান' গ্রামের কাফেলা গেছে মদীনায়। উয়াইস আসতে পারেননি অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। মায়ের অসুখ। দেখার কেউ নেই। নবিজি বললেন :

> 'অবশ্যই তাবিঈনদের মধ্যে সেই লোক শ্রেষ্ঠ, যে "উয়াইস" নামে খ্যাত। তার একমাত্র মা আছেন এবং তার কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। তোমরা তার নিকট অনুরোধ করবে যেন সে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দুআ কামনা করে।'[৩]

সেই থেকে উমার রা. হন্যে হয়ে থাকতেন উয়াইসকে দিয়ে দুআ করানোর জন্য। ইয়েমেনের বাহিনী এলেই শুধাতেন : 'তোমাদের মাঝে কারান গাঁয়ের উয়াইস আছে নাকি?' একবার ঠিক ঠিক পেয়ে গেলেন :

'আরে, তুমিই উয়াইস?'
'জি।'

৩. সহিহ মুসলিম ইফা. ৬২৬০

telegram/ t.m/BoierSomahar

'মুরাদ গোত্রের কারান বংশের?'

'জি, আমিই।'

'তোমার কুষ্ঠ হয়েছিল না? সেরে গেছে?'

'জি।'

'তোমার মা আছেন?'

'জি।'

'আমি উমার। আর এই যে নবিজির জামাতা আলী। তুমি আমাদের জন্য দুআ করো ভাই, আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন। নবিজি বলে গেছেন : "মুরাদ গোত্রের কারান বংশের উয়াইস এমন লোক, সে শপথ করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। তাকে পেলে মাগফিরাতের দুআ করিয়ে নিও।" করো ভাই, আমাদের জন্য দুআ করো।'

কে কে দুআ করাচ্ছে, ভাবুন? কাকে দিয়ে করাচ্ছে? মায়ের খাতিরে সাহাবি হবার মর্যাদাকে কুরবান করলেন। বুকে পাথর চাপলেন। প্রিয়মুখটা এক নজর দেখার পাগলপারা আকাঙ্ক্ষাটুকু ত্যাগ করলেন। কেমন লেগেছিল উয়াইসের, যেদিন শুনলেন : নবিজি আর দুনিয়ায় নেই? আহ, নসিব রে। এক পলকের জন্য নসিবে জুটলো না ঐ চাঁদমুখ। পেয়েও হারালাম, আহারে! কী হারালাম, কাকে হারালাম। এই না-পাওয়া পোষাবো কীসে? এই মলম দুনিয়ার কোন প্রান্তে খুঁজে ফিরি এখন?

উয়াইস তো চাঁদমুখ মিস করেছে। আর এখন কতো অভাগা আমরা। আমাদের সবুজ গম্বুজখানিও চোখে জোটে না। সোনালি ঝরকা (গ্রিল) টুকুও দেখবার সাহস পাই না। ১৪০০ বছর পরে এসে জাতিরাষ্ট্রের কাঁচিতে ছিন্নভিন্ন উম্মত। জাতিরাষ্ট্রের ভিসা-পাসপোর্ট-মুদ্রার দাম আলাদা করে দিয়েছে নবি থেকে আমাদের। একটি বার মদীনায় আসতে না পারার কষ্ট বুকে দাফন করে খোদ দাফন হয়ে গেছি কতোশত জন আমরা। কতো নেক মানুষ এখানে আসতে পারেনি, আমি পাপী কোন পরীক্ষায় পড়লাম। কী কপাল আমার! উম্মতের যারা যারা আপনার দরবারে আসতে পারেনি, তাদের সকলের পক্ষ থেকে সালাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। (আল্লাহর বার্তাবাহক)
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়তম)
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন (রাসূলদের সর্দার)
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রহমাতাল্লিল আলামীন (জগতের প্রতি রহমত)

telegram/ t.m/BoierSomahar

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

হু হু করে কেঁদে ওঠে শান্ত। প্রথম সাক্ষাৎ। প্রিয়তমের সাথে প্রথম দৃষ্টিবিনিময়। সাহাবিরা তাঁর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাতেন না। তাঁর স্বরের ওপর গলা চড়াতেন না। হায়! আজ সেখানে সেলফি আর লাইভের জয়জয়কার। প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো জায়গায় গেলে মানুষ যেমন করে, ঠিক তেমন। যেন এখানে শুধু ইট-পাথর-টাইলসই আছে। আর কেউ নেই। পরিবেশটাই এমন করে রেখেছে, আবেগ নিয়ে কেউ ঢুকলেও ডিফোকাস হয়ে যাবে। তিনি সামনে থাকলে বরদাশত করতেন? করতে পারতাম ভিডিও? তুলতে পারতাম সেলফি? কবরে তো তিনি বিশেষভাবে জীবিতই। রিযিকপ্রাপ্তই। সালাম দিলে তিনি আমাদের চিনতে পারেন, এটাই অধিকাংশ আলিমদের মত। তাহলে আমাদের স্পর্ধা হয় কীভাবে দরবারের আদব ভঙ্গ করার। রওজার কাছে গিয়ে জোরে নিজেদের মাঝে কথাবার্তা বলার? এ কি আর দশটা ট্যুরিস্ট স্পটের মতো স্রেফ ইট-কাঠ-পাথর? আল্লাহর শোকর, আমরা ঐ যুগে ছিলাম না। থাকলে নিশ্চিত মুনাফিকের কাতারে নাম থাকতো। নাউযুবিল্লাহ।

নবিজি যখন রেগে যেতেন, ফর্সা চেহারা লাল টকটকে হয়ে যেত। উমার রা. একবার তাঁর সামনে তাওরাত এনে পাঠ করতে লাগলেন। নবিজির চেহারার রঙ পরিবর্তন হতে লাগল। উমার রা. তাকিয়েই বলে ফেললেন : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ 'আমি আল্লাহর গযব ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে পানাহ চাচ্ছি।' নবিজি বললেন : 'মূসা আ. যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াতের যুগ পেতেন, তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করতেন।'[৪] নিমেষের জন্য যেন শান্ত দেখতে পেল সেই রাগ। আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।[৫] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহকে রব্ব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং আপনাকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পাইপাই করে আদায় করেছেন।

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

৪. হাসান : দারিমী ৪৩৫। মিশকাতুল মাসাবিহ ঈমান (বিশ্বাস) ১৯৪

৫. হাদিস : তোমাদের কেউ যখন আমার কবরের কাছে সালাম পেশ করবে, আমি শুনতে পাব। আর দূর থেকে সালাম পেশ করলে, আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। [বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩/১৪০]

telegram/ t.m/BoierSomahar

ওয়া আশহাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়া রাসূলুহু
ওয়া আশহাদু আন্নাকা কদ বাল্লাগতার রিসালাতা
ওয়া আদ্দাইতাল আমানাতা
ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা
ওয়া কাশাফতাল গম্মা
ওয়া জাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহী

আমাদের আচরণে বেয়াদবি নিবেন না। আমরা আপনার ১৪০০ বছর পরের এতীম নির্বোধ উম্মত, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাদের এইসব কাজকর্মে (ভিডিও-সেলফি) বেয়াদবি নিবেন না। আমাদের জন্য ইস্তিগফার করুন, প্রিয়তম। আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করে দেন।

ডুকরে কেঁদে ওঠে শান্ত। ইয়া হাবীবাল্লাহ! আমরা কুরআনে এই আয়াত পড়েছি -وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا : 'আর তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা আপনার কাছে আসতো, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী এবং মেহেরবানরূপে পেতো।'[৬] আমার নসিবে হয়নি, আমি দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আপনার কাছে আসবো। তবে আমি জানি আপনি কবরে 'বিশেষ অবস্থায় জীবিত' এবং আমার কথা শুনছেন।[৭] আমি এসেছি, ইয়া হাবীব। আমার জন্য, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

এক মজলিসে নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন : 'তোমাদের

৬. সূরা নিসা, আয়াত নং ৬৪

৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : নবিগণ কবরে জীবিত। তারা নামায আদায় করেন। [মুসনাদে বাজ্জার ৬৮৮৮, মুসনাদে আবু ইয়ালা ৩৪২৫, সহীহুল জামে ২৭৯০]
নবিজি ইন্তিকাল করা সত্ত্বেও কবরে তিনি জীবিত, এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকীদা। শুধু তিনি নন, সকল নবিই। তবে তা আমাদের দুনিয়ার জীবনের মত না। একে বলে 'হায়াতে বারযাখিয়া'। বেশ কিছু দিক দিয়ে তার সাথে আমাদের জীবনের সাদৃশ্য আছে। যেমন : নামায আদায় করা, জীবতদের সালাম শুনতে পাওয়া, জবাব দেয়া, উম্মতের ভালো কাজে খুশি হওয়া, বারাপ কাজে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।
[মীযান হারুন, আকীদা ত্বহাবিয়াহ : সালাফ-খালাফের ব্যাখ্যার আলোকে, পৃ.২৮০]

telegram/ t.m/BoierSomahar

পর এমন মানুষ আসবে, যারা নিজেদের সমুদয় মাল-দৌলত, স্ত্রী-সন্তান কুরবান করে হলেও আমাকে এক নজর দেখতে চাইবে। তাদের কদর করবে।' সাহাবিরা তাবেঈদের দেখলে বলতেন : 'মারহাবা, তোমাদের কথাই নবিজি আমাদেরকে বলে গেছেন। মোবারক হোক।' নবিজি আরও বলতেন : 'যে আমাকে দেখে ঈমান এনেছে, তাকে এক বার মোবারকবাদ। আর আমাকে না দেখে যারা ঈমান আনবে, তাদের মোবারকবাদ বার বার।' আমরা কাছে গেলে নবিজি কতো খুশি হন? ঝলমলে খুশিমুখ।

আপনার উম্মত খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে, কাদিয়ানি হয়ে যাচ্ছে, নাস্তিক হচ্ছে। আমি কিছুই করতে পারিনি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার এতীম উম্মতের জন্য আমি কিছু করতে পারিনি। আমি তো নিজেই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারছি না। আমার জন্য ইস্তিগফার করুন, প্রাণের নেতা আমার।[৮]

- আমার খুব মনে চায়, আমার ভাইদের সাথে এক বার দেখা করি।
- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাই তো আপনার ভাই।
- না না, তোমরা আমার সাথি, আমার সঙ্গী। আমার 'ভাই' হলো তারা, যারা আমাকে না দেখে আমার ওপর ঈমান আনবে।

ভাই? নবিজি আমাদের 'ভাই' ডেকেছেন? আয়নার সামনে দাঁড়ান, ও নবিজির ভাই। নিজেকে দেখেন। ছি! এই অবস্থা ভাইয়ের?

---

৮. (একাধিক হাদিস ও আছার উল্লেখ করে লেখক লেখেন)... এসব হাদিস থেকে উলামায়ে কিরাম দলিল দেন যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুমতিতে' রাসূল কবরে আমাদের কথা শুনতে পান (কাছে গিয়ে বললে)। আমাদের সালাম ও অন্যান্য আমল তাঁর কাছে পেশ করা হয়। আল্লাহর দেয়া শক্তি ও তাওফিকে আমাদের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেন। ফলে আমরা যখন তাঁর কাছে শাফায়াত চাইব, সেটা তিনি 'আল্লাহর জানানোর মাধ্যমে' জানবেন এবং আমাদের জন্য দুআ করবেন। এই দৃঢ় বিশ্বাসের তাগিদের সঙ্গে যে, রাসূলুল্লাহর নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই।

(একাধিক হাদিস উল্লেখ করে লেখক লেখেন)... এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু চাওয়াকে অবৈধ মনে করতেন না। কারণ তারা জানতেন, নবিজি কবরে (বিশেষভাবে) জীবিত। হ্যাঁ, এই শর্তে যে, নবিজি নিজে কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না। বরং তিনি কেবল আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারেন। আর সেই দুআ কবুল হবার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশি, যেহেতু আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ। [মীযান হারুন, আকীদা ত্বহাবিয়াহ : সালাফ-খালাফের ব্যাখ্যার আলোকে, পৃ. ২৮৯] কোনো আপত্তি থাকলে আগ্রহীদেরকে বইটি পড়বার অনুরোধ রইল। কোন কোন আলিম বিরুদ্ধমত দিয়েছেন, তাও লেখক সবিস্তারে এনেছেন। এখানে সমস্ত দলিল-প্রমাণ এনে আলোচনাকে জটিল করতে চাই না।

telegram/ t.m/BoierSomahar

কবে একটু ডাক পাবে
পাখিটি আজও সেই ভেবে,
সেই খানে
আর কতকাল কে জানে?
ভালোবেসে যেইনা ডাকলে তারে,
অমনি গেল উড়ে
প্রিয়মুখে এমন সাধের ডাক, ভয় কেন পাস পাখি?
অধম আমি!
অমন ডাকের মান, কেমনে বলো রাখি?

ইয়া নবি! এক যুবক আপনার কাছে এসেছিলো যিনার অনুমতি চাইতে। আপনি তার কলবে হাত রেখে দুআ করেছিলেন : আল্লাহুম্মাগফির যুনুবাহু, ত্বহহির ক্বলবাহু, হাসসিন ফারজাহু। সেই যুবক বলেছে : এরপর যিনার চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছুই ছিল না আমার কাছে। হায় প্রিয়তম! আমার পোড়াকপাল আমি ১৪০০ বছর পরে এসেছি। ঐ যুবকের মতো কপাল আমার হয়নি, নবিজি। প্রতিনিয়ত চোখের যিনা, কানের যিনা, মনের যিনার সাথে যুদ্ধ করে বড্ড পেরেশান হয়ে গেছি। যদি আপনাকে পেতাম, এক বার আমার কলবে হাত রেখে দুআ করে দিতেন, বেঁচে যেতাম। সেই কপাল আমার নেই, ইয়া রাসূলাল্লাহ। উনাদের অভিভাবক ছিলেন আপনি, আর আমরা এতীম। আমাদের জন্য শাফায়াত করবেন না, প্রিয়তম?[৯]

ঘোরের মাঝে কীসব বলেটলে হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো শান্ত। ঠিকমতো তাকিয়ে দেখতেও পারলো না। আবু বকর ও উমার রা.-এর কবরও যে পাশেই, সে খেয়ালের ফুরসত মিললো না। বাইরে বেরিয়েও হেঁচকি থামলো না ওর।

ঝকঝকে রোদ বাইরে। সবুজ গম্বুজের দিকে চেয়ে কেটে গেল সকালটা। সবুজটা কেমন জানি। মায়া মায়া। শান্তি শান্তি। না গাঢ়, না হালকা। জান্নাতে নাকি হুর দেখেই অপলক কেটে যাবে ৪০ বছর। অসম্ভব না। সবুজ গম্বুজ দেখেই তো সাধ মেটে না। মনে হয়, যথেষ্ট আলো ঢুকছে না তো চোখে। আরেকটু ড্যাবড্যাব করে তাকালে, আরেকটু চোখ টান করে তাকালে বোধ হয় ভালো দেখা যাবে।

৯. (একাধিক হাদিস উল্লেখ করে লেখক বলেন) ... এসব বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়, মোটামুটি চার মাযহাবেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা বৈধ। কারণ এটা বাহ্যত তাঁর কাছে পেশ করলেও মূলত প্রার্থনা করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে। [মীযান হারুন, আকীদা ত্বহাবিয়াহ : সালাফ-খালাফের ব্যাখ্যার আলোকে, পৃ.২৮৫]

telegram/ t.m/BoierSomahar

কিন্তু সাধ মেটে না। চোখের পেট ভরে না, তৃষ্ণা মেটে না। সাহাবিদের অবস্থা তাহলে কেমন ছিল। নবিজিকে কীভাবে দেখতেন তাঁরা? ড্যাব ড্যাব করে? দেখে সাধ মিটতো উনাদের?

এক সাহাবি ছুটে এসেছেন পাগলের মতো। এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার কাছে আমার জানের চেয়ে বেশি প্রিয়, আমার স্ত্রী-সন্তান-মাল-দৌলতের চেয়ে বেশি প্রিয়। ঘরে যখন থাকি, আপনার কথা যখন মনে পড়ে, আমার পরান আর মানে না। ছুটে এসে এসে আপনাকে দেখতে মনে চায়। একদিন তো আপনি-আমি দুজনেই দুনিয়া থেকে চলে যাবো। (এখন দুনিয়ার জীবনে তো তাও যখন খুশি এসে আপনাকে দেখতে পারি।) মৃত্যুর পর আপনি তো থাকবেন সবচে আলা বেহেশতে। আর আমি বেহেশতে যাবো কি না তারই ঠিক নেই। আর যদি যাইও, থাকবো নিচে কোনো এক কোণায়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তো আমি চাইলেই আর আপনাকে দেখতে পাবো না। তখন পরানে সইবে কীভাবে?'

রঙের মাঝে দুনিয়া সেঁচে
সুখের আরাধনা
ক্লান্ত দেহে দিনশেষে সুখ যেটুকু হয়,
পরখ করে ওজনে নয়,
থুথু দিয়ে গোনা।

তুমি-ছাড়া-সুখের ধোঁকা,
ও ফেলেছি চিনে।
এতো সুখের প্রলোভনে
তুমিহীন আয়োজনে
র'লাম না হয় বোকা।

এ সাধ মেটে না, এ স্বাদও মেটে না। এই অতৃপ্ত বাসনাই জান্নাতে আমাদের কাছাকাছি আনবে। তাই এই অতৃপ্তিকেও পুষতে হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যত্ন করে জ্বালিয়ে রাখতে হয় এই যন্ত্রণার আগুন। বহুত দামি। বন্দি পরানের ছটফটানি জিইয়ে রাখতে হয়। বড় নিয়ামত এই জ্বালা। সাহাবিরাও ছিলেন একেকজন পরানবন্দি।

এই সুয়াল শুনে নবিজি নিজেই থমকে গেলেন। লা-জবাব হয়ে গেলেন

telegram/ t.m/BoierSomahar

আবেগে। ওহি এলো : وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا [সূরা নিসা, আয়াত নং ৬৯] 'আর যে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে, তখন সেও আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে। অর্থাৎ নবি, সিদ্দিক, শহীদ ও নেক লোকগণ।'[১০]

ফজর ও আসরের পর জান্নাতুল বাকী খুলে দেয়। এই মাটিতেই শুয়ে আছেন আম্মাজানরা, খলিফা উসমান ইবনে আফফান রা.। আছেন ফাতিমা রা., হাসান রা.। আছেন সাহাবাদের সন্তান হাররার শহীদরা। আছেন নবিজির চাচা আব্বাস রা. ও আকীল রা.। আছেন ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর উস্তাদ নাফে রহ.। এই মাটি কতো পুণ্যবানদের স্পর্শে মহীয়ান। হে বাকী! তোমার কোলে আশ্রয় তো কতজনেই চায়। সেই লিস্টে থাকার কথা কল্পনায়ও আসে না। এই নাপাক শরীর নিয়ে বাকীর পবিত্র মাটিতে শোবার ধৃষ্টতা মনে না আনাই শ্রেয়।

আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর।

ইয়া আসহাবার রাসূল। ইয়া উম্মাহাতাল মুমিনীন। ইয়া শুহাদায়ে হাররা। ইয়া খালিফাতার রাসূল। আল্লাহ, বাকীবাসীর সাথে আমাদের হাশর করেন।

লম্বা করে শ্বাস নেয় শান্ত। এই শহরে শ্বাস নিয়েও প্রাণ ভরে না। ফুসফুসটা আরেকটু বড় হলে ভালো হতো। মদীনার বাতাসে কী যেন একটা আছে। দিনে প্রখর রোদেও সেই 'কী যেন'খানি রয়ে যায়। যত হজ-উমরার মুসাফিরকেই শুধাবেন, সবাই গণহারে বলবে। এমনকি মক্কার সাথে তুলনা করে বলবে : মদীনায় বেশি প্রশান্তি। এই 'কী যেন'টা হলো নবিজির দুআ : 'ইয়া আল্লাহ, আপনার খলীল ইবরাহীম আ. মক্কার জন্য বরকত চেয়ে নিয়েছিলেন। আর আমি চাইছি মদীনার জন্য। মক্কার দ্বিগুণ বরকত মদীনায় দিন।'[১১] মদীনায় যতদিন থাকবেন, হাড়ে হাড়ে

---

১০. তাবারানি সগীর ও আওসাত, আবদুল্লাহ ইবনে ইমরান আবদী সিকাহ, বাকি রাবীগণ সহীহ। মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৩৬

১১. আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন এবং তার বাসিন্দাদের জন্য দো'আ করেছেন। যেমনিভাবে ইবরাহীম মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, আমিও তেমন মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। আমি মদীনার সা' ও মুদ-এ বরকতের দো'আ করেছি যেমন মক্কার বাসিন্দাদের জন্য ইবরাহীম দো'আ করেছেন।' [বুখারী : ২১২৯; মুসলিম : ১৩৬০]

আনাস ইবন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন।'[বুখারী : ১৮৮৫; মুসলিম ১৩৬০]

telegram/ t.m/BoierSomahar

টের পাবেন এই বরকত।

এই তো সেই মদীনা। তখন ছিলো ছোট্ট শহর। আজকের লাগোয়া জান্নাতুল বাকীই তখন ছিলো শহরের বাইরে। মদীনার বাজারের জায়গাটা আজ খোলা টাইলস বসানো বিরাট আঙিনা। কান পাতে শান্ত। এই চত্বর জুড়েই ছিলো সাহাবিদের পায়ের শব্দ, কোলাহল, দামদর। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৪০০ বছর আগের শহর। সেদিনের কর্মব্যস্ত মদীনা। সাহাবিদের বিকিকিনি, কৃষক আনসারদের ঘর্মাক্ত কপাল, রাস্তার কিনার ঘেঁষে পর্দাবৃতা নারীদের হেঁটে চলা। হঠাৎ বিলালের আযান। সবকিছু ফেলে মসজিদে ছুটে চলা। খেজুর পাতার ছাউনি, খেজুর কাণ্ডের পিলার, পাথর বিছানো মসজিদ। এই বাতাসেই মিশে আছে তাঁদের শ্বাস। তাঁদের হাসি-কান্না-দুআ-কুরবানি-আবেগ। শান্ত হারিয়ে যায়।

মদীনা থেকে আসতে মন চায় না। হায় মন! কবি-সাহিত্যিকদের আদিখ্যেতাপনার সাথে শান্তর বরাবরই সাপে-নেউলে। সাহিত্যের নামে আবেগ নিয়ে ন্যাকামি ওর অসহ্য। মদীনায় নবিজি আছেন, নবিজিকে নিয়ে গান হতে পারে, নবির প্রেমে মাতোয়ারা হও। শহর নিয়ে গান বাঁধতে হবে কেন? শহর ইটসেলফের মধ্যে কী? শান্ত আগে বেশ অবাক হতো। হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে বেচারা। এই শহর নিজেই একটা ভালোবাসা।

এই শহরে যে এক বার ভুল করে এসে পড়ল, বড়শি-গেলা মাছের মতো দশা তার। এই শহরে যে কখনও আসেনি, তার ব্যথা শান্ত ব্যথা। আর যে এক বার এসেছে, তার ব্যথা কাটা-মুরগির ছটফটানি। না পাওয়ার ব্যথা এক ধরনের। পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা কিন্তু এক কাঠি সরেস। এ আমি আগেই সাবধান করে দিলুম।

telegram/ t.m/BoierSomahar

পরানের কথা

প্রতি ওয়াক্তে নবিজির কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? প্রিয় মানুষকে বার বার দেখতে মন চায়। আমার মতো পাপীর সুরত বার বার? নবিজি যদি বিরক্ত হন। আল্লাহ কুরআনে নিষেধ করে দিয়েছেন নবিকে বিরক্ত করতে।[১২] এদিকে পরানও মানে না। মনে কতো জমাট কষ্ট নবিজিকে বলার। কতো নালিশ নবিজিকে দেবার। কতো আবদার নবির কাছে। একটু দাঁড়াতেও দেয় না। এতদূর থেকে এসে একটু মন খুলে নবিজির সাথে কথা বলবো, তার জো নেই। ইয়াল্লা হাজ্জী, হাররাক। সরো সরো। প্রতি ওয়াক্তের পরেই এক বার করে আসবে শান্ত। একটু একটু করে কথাগুলো বলে যাবে। কতো না-বলা কথা। কতো তিতে তিতে কষ্ট।

কেন এসেছি? নতুন করে কলেমা পড়ে মুসলমান হবার জন্য এসেছি। নবির হাতে হাত রেখে কলমা পড়া, বায়াত হওয়া তো কপালে জোটেনি। কমসেকম নবির রওজায় গিয়ে নবিকে শুনিয়ে শুনিয়ে তো হতে পারে, নাকি? নতুন করে

১২. তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! নবীগৃহে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় খাদ্য গ্রহণের জন্য, (আগেভাগেই এসে পড় না) খাদ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করে যেন বসে থাকতে না হয়। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর তোমাদের খাওয়া হলে তোমরা চলে যাও। কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। তোমাদের এ কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা যখন তার স্ত্রীগণের নিকট কোন কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল হতে তাদের কাছে চাও। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর। তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত নয়। আর তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য কক্ষনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা মহা অপরাধ। [সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৩]

telegram/ t.m/BoierSomahar

ঈমান আনার জন্য এসেছি। হাতটুকু তো পেলাম না, মুখে মুখে বায়াত হবার জন্যই এসেছি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! জানেন, আপনার উম্মত আপনার সুন্নতের চেয়ে নিজের মর্জিপছন্দকে এখন বেশি ভালোবাসে। আমরা তো বহু দূরের। খোদ আরবরাই এখন কাফিরদের ফাঁদে পড়ে ভোগের সাগরে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। আপনি বলে গিয়েছিলেন না, আপনার উম্মত ৭৩ ভাগ হবে? আমরা ঠিকঠিক ভাগ হয়ে গিয়েছি। ১৪০০ বছর পরের সন্তান আমরা আপনার, ইয়া রাসূলাল্লাহ। দ্বীনের নামে যতটুকু পেয়েছি মেনে চলছি।

খুব ফিতনা ইয়া রাসূলাল্লাহ, অনেক ফিতনা। আমরা ফিতনায় পড়ে গিয়েছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাদেরকে আল্লাহর জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন আপনি। আমরা তো আল্লাহকেই 'পর' করে দিয়েছি। এখন আমাদের কী হবে?

আমরা দাঈরাই গুনাহ ছাড়তে পারছি না। গুনাহের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি যদি থাকতেন, আপনার কাছে ছুটে আসতাম, ঈমান বেড়ে যেত। আপনি দুআ করে দিতেন কলবে হাত রেখে, গুনাহের আগ্রহ পরিণত হয়ে যেত ঘৃণায়। আমাদের কেউ নেই, নবিজি। যাকে দেখলে ঈমান বেড়ে যাবে। অনেক কষ্ট, ইয়া রাসূলাল্লাহ। একেকটা গুনাহ, নজরের-জবানের-লজ্জাস্থানের। অনেক কষ্ট। বিরক্ত হয়েন না, ইয়া নবি। কষ্টের কথাগুলো বলার জন্য অনেক দূর থেকে এসেছি। গোস্তাখি হলে মাফ করে দিয়েন।

হারাম শরীফ থেকে বেশ দূরে একটা রেস্টুরেন্ট মতো। বিরাট এলাকা নিয়ে বাচ্চাদের পার্ক, হরেক রকম রাইড। খেজুর গাছের নিচে নিচে টেবিল-বেঞ্চি। হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে গপসপ করার জন্য। সৌদি সৌদি ফীল। সৌদি মেয়েরা আসছে অর্ডার নিতে। খাবার সার্ভ করছে কিন্তু অনারব পুরুষ লোকই। বাঙালি, ভারতীয়। কিন্তু অর্ডার নিয়ে বেড়াচ্ছে সৌদি মেয়েরা। বিন সলমনের ভিশন-২০৩০। গাহওয়া খেতে খেতে আড্ডাবাজি করা হয়। অন্যান্য খাইদাইও চলে। মানুষ আসছেই। বড় একটা অজগর সাপ আছে। সেটাকে কাঁধে নিয়ে ছবিটবি তোলে লোকে। গল্প জমিয়ে দিয়েছে শফি ভাই। আবদুর রহমানের বন্ধু মানুষ, যদিও বেশ সিনিয়র। কথার মাঝে এতো ওজন! কথা বলেন সামান্যই। যেটুকু বলেন, কলজে কেটে ফেলে ধারেভারে। যেমন একদিন গাহওয়ার কাপ হাতে আয়েশী ভঙ্গিতে বললেন। দূরপানে চেয়ে। 'বুঝলে ভায়া, সুখ নিজের ভিতর।

telegram/ t.m/BoierSomahar

অথচ এই একটা জায়গা ছাড়া সুখের তালাশ হচ্ছে বাকি সব জায়গাতেই।'

'ঠিক বলেছেন ভাই। ঐ যে নাসিরুদ্দিন হোজ্জার মতো।'

'নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্পটা কী বলো দেখি? মনে পড়ছে না।'

'একবার এক লোক এসে দেখে, হোজ্জা বাগানে কী জানি খুঁজতেসে। হোজ্জা, কী খোঁজো? বলে, চাবি। সেও খানিকক্ষণ একসাথে খুঁজলো। এরপর বললো, ঠিক কোথায় রেখেছিলে লাস্ট মনে পড়ে? ঘরের ভেতর। ও মা, তাহলে ঘরে না খুঁজে বাগানে খুঁজছো কেন? হোজ্জা বললো, ঘরটা অন্ধকার। যেখানে খুঁজতে সুবিধা, সেখানেই তো খুঁজবো, নাকি?'

'হো হো হো। আমাদেরও একই অবস্থা। সুখ খুঁজছি সবাই অজায়গা-বেজায়গায়।'

শফি ভাই জানা জানা কথা এমনভাবে বলেন দূর দিগন্তে চেয়ে, বুকে ধ্বক করে লাগে।

'আরে তা-ই তো? এজন্যই জেলখানায় বসে ইবনে তাইমিয়া বলেছিলেন : আমার জান্নাত তো আমার সাথেই। শরীয়ত পাইপাই করে মেনে যে চলবে, তার জান্নাত এখান থেকেই শুরু। তিন হাত বডিতে মানলে মনপ্রাণে জান্নাত। পরিবারে প্রতিষ্ঠা হলে পরিবার জান্নাত। সমাজে কায়েম হলে সমাজে জান্নাত। রাষ্ট্রে কায়েম হলে রাষ্ট্র জান্নাত। মানুষ বানানোই তো হয়েছে জান্নাতে থাকার জন্য। জান্নাত ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে গেলেই তৈরি হয় এই সমস্যা সেই সমস্যা। জোরে বলো ঠিক কি না?'

'ঠিক, ঠিক।'

সেদিন চকচকে চোখে বলছিলেন : 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো, জানো?'

'কী?'

'ফিতরাত। ফিতরাত হারালো। ইসলাম ফিতরাতের দ্বীন। ফিতরাত হারিয়ে মানুষ এখন এমন জীবনযাপন করছে, যা তার শরীরের সাথে যায় না, মনের সাথে যায় না, সমাজমানস-সমাজদেহের সাথে যায় না, পরিবেশের সাথে যায় না।'

telegram/ t.m/BoierSomahar

'এজন্যই কি এতো সমস্যা?'

'আলবত। অসুখ-বিসুখ বেশি। যেটা হওয়ার, যেভাবে হওয়ার, যেভাবে চলার, সেভাবে চলছে না। ডিভোর্স বেশি, সন্তানের বেড়ে ওঠা ডিফেক্টিভ। যেভাবে ব্যাপারটা হয়, সেটা থেকে দূরে সরে গেছে সবাই। It doesn't work like this. সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা কেন? কারণ এটা এভাবে হওয়ারই না। শুধু কি তা-ই? আজীব এক সময়ে বাস করছি আমরা। আমাদের ইসলাম পালনও এখন ফিতরাতবিরোধী।'

'মানে কী ভাই? এটার মানে বুঝলাম না। ইসলাম পালনও ফিতরাতবিরোধী?'

'বুঝলে না তো? দলিল-আদিল্লা, তর্কযুক্তি আমাদের আবেগ কেড়ে নিয়েছে। আবেগহীন রোবোটিক ইসলাম আমরা পালন করছি। ইশক, ভালোবাসা, আবেগ,

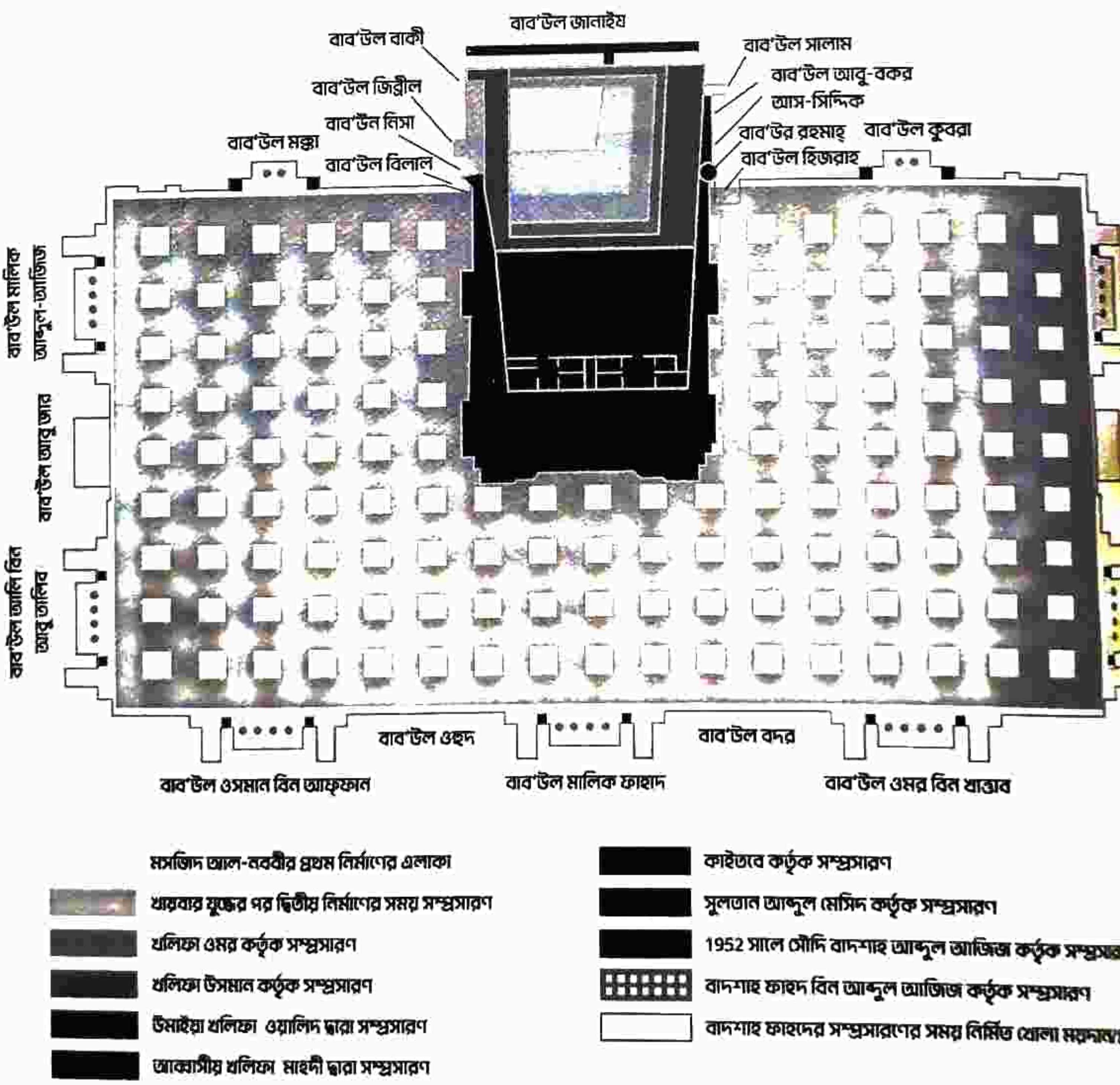

telegram/ t.m/BoierSomahar

প্রেম, অনুভূতি এসবের জায়গা নেই আমাদের এই সহীহ ইসলামে। টেক্সটের নকশার ওপর দিয়েই গটগট করে হাঁটতে হবে। ডানে বাঁয়ে তাকালেই শিরক হয়ে যাবে, বেদাত হয়ে যাবে। সালাফরা এই টেক্সটকে কীভাবে বুঝেছেন, অক্ষরের গভীরে যে বোধ, তার কোনো পরোয়া নেই।'

ভাইয়ের কথা হলো, মানুষ আবেগের বশে বিদাত করে, বিদাত একসময় রূপ নেয় শিরকে। একদল আবেগের দলিল দিয়ে শিরক-বিদাতে লিপ্ত। আরেকদল এজন্য আবেগকেই নাকচ করে দেয়। অথচ আবেগহীন অনুভূতিহীন তোতাপাখি বানানো দ্বীনের উদ্দেশ্য না। আবেগকে নাকচ করা না, বরং মানবীয় আবেগকে সঠিক রাস্তায় চালানোই ইলম পাঠানোর উদ্দেশ্য। ইলম হলো আবেগের গাইড। ইলমকে সহিসে বসিয়ে আবেগের ঘোড়া ছোটানোই দ্বীন। ইলমের সীমানার ভিতর আবেগের চূড়ান্ত স্ফুরণই 'মুহাব্বত'। আল্লাহর সাথে তাঁদের সম্পর্ক স্রেফ জায়েয-নাজায়েযের খোলসে মোড়া ছিলো না। তাঁদের তাওহিদ প্রেমহীন-অনুভূতিহীন ছিলো না।

আহলুস সুন্নাহর আকীদা হলো : নবিগণ কবরে 'বিশেষ অবস্থায়' জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত। কুরআনে শহীদদের ক্ষেত্রে বলা আছে : 'তোমরা তাদেরকে মৃত বোলো না; তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা বোঝো না।' নবিদের মর্যাদা যেহেতু শহীদদের ওপরে, তাই তাঁদের অবস্থা তো ন্যূনতম শহীদদের মতো হতেই হবে। মিরাজের রাতে নবিজি মূসা আ.-কে দেখেছেন নিজ কবরে সালাত আদায় করতে।[১৩]

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পড়া দরুদ নবিজির কাছে পৌঁছে দেয়া হয় ফেরেশতা মারফত। তিনি আমার-আপনার দরুদ পান 'দূর থেকে'।

তৃতীয়ত, 'কাছে গিয়ে' সালাম দিলে তিনি জবাব দেন ও সরাসরি শোনেন।

এই হলো আপনার সীমানা। এখন আপনি আপনার আবেগকে ছোটান এই সীমানার ভিতরে। সালাম দিয়ে নবিজিকে আপনার মনের কথা বলতে পারেন, গল্প করতে পারেন। আপনার জন্য ইস্তিগফারের আবদার করতে পারেন, শাফায়াতের দরখাস্ত করতে পারেন। দুআ চাইতে পারেন, যেভাবে আমরা বড়দের কাছে দুআ চাই: 'দুআ করবেন আমার জন্য', সেভাবে। কিন্তু নবিজির কাছে দুআ করা যাবে না। দুআ করা যাবে শুধু আল্লাহর কাছে।

---

১৩. সহীহ মুসলিম ২৩৭৫, কিতাবুল ফাজায়েল, বাব: ফাজায়েলে মূসা আ.।

telegram/ t.m/BoierSomahar

যে নবি আপনার পিতার মতো। যে নবি আপনার চিন্তায় দুনিয়ায় পেরেশান, হাশরের মাঠে পেরেশান। যে নবি আপনাকে দোযখ থেকে বাঁচাতে হেন সুখ নেই ত্যাগ করেননি। যে নবি আপনাকে 'আমার ভাই' বলে ডেকেছেন। সেই নবির জন্য আপনার আবেগ উথলে ওঠে না। মদীনায় থেকেও বার বার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে না তাঁর কাছে। মদীনা শহর ছেড়ে যাবার সময় এক বার মন বলে না, যাই নবিজির কাছ থেকে এক বার বিদায় নিয়ে আসি। আসলেই তো, নাবালেগ কীভাবে বুঝবে বালেগ হবার মজা?

শয়তানের আরেকটা ফাঁদে আমরা পড়ে গেছি। মুসলিমসন্তানরা আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে, সেখানে আমরা আল্লাহর সিফাত নিয়ে— সিফাত নিয়েও না; সবকিছুতে একমত, শুধু চোখ-হাত-আরশে বসা এগুলো আল্লাহর সিফাত কিনা তাই নিয়ে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত। বিজ্ঞানের নামে পুরো পশ্চিমা জ্ঞানকাঠামো আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা শেখাচ্ছে। মিডিয়া, পত্রিকা, রাষ্ট্র মিলে উঠেপড়ে লেগেছে আল্লাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য। অথচ এগুলোই আমাদের আকীদার আলোচনায় নেই। সেখানে আমরা মুসলিমরা সিফাতের মাসআলারও এক ছোট্ট অংশ নিয়ে পরস্পরকে বাতিল করছি, পর করে দিচ্ছি।[১৪] খুঁটিনাটি নিয়ে উম্মতের মাঝে মতভেদ ১৪০০ বছর ধরেই আছে। মতভেদ-সহই আমরা বিজয়ী ছিলাম। তখন খুঁটিনাটি নিয়ে শাস্ত্রীয় তর্ক মানাতো। এখন ঘর আগুনে পুড়ছে, আর শাস্ত্রীয় বিলাসী আলাপ আত্মঘাতী। এখন মোটা মোটা কুফর-শিরকি দর্শন নিয়ে ফোকাস হোক। আবার উম্মত যখন জয়ী হবে, তখন আবার না হয় ফিরে যাব আকীদা-ফিকহের শাখাগত বিতর্কে। এখন এই ইলম-বিলাসিতা ও আকীদা-রাজনীতি কি না করলেই নয়?

বৃহস্পতিবার রোজা রাখা হলো। মদীনাওয়ালা প্রতি সোম আর বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। সারা দিনই মসজিদে। দুপুরের আরামও হলো মসজিদে সবুজ গালিচায়। ঘুরে ঘুরে দেখা হলো মসজিদের সব কোনা-কানচি। ওয়াক্তিয়া নামাযের

---

১৪. সিফাতের মাসআলার বড় বিবাদটা ছিল মু'তাযিলাদের সাথে। ওরা আল্লাহর সিফাতকেই অস্বীকার করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল: আল্লাহ রহমান-কুদ্দুস-গাফফার এগুলো আল্লাহর সত্তারই অংশ। সিফাত হিসেবে আলাদা আলাদা না, তাহলে আল্লাহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যান। সুতরাং সিফাত সাব্যস্ত করা তাওহীদের পরিপন্থী, তাদের মতে। সুতরাং সিফাতের আসল বিবাদ বহু আগেই শেষ। এখন চলছে হাত-পা-চোখ-বসা আল্লাহর সিফাত কিনা, সেই ১০০০ বছরের পুরনো ব্যাখ্যাগত বিষয় নিয়ে বিবাদ। মূল বাক্য যেটা (আল্লাহর কোনো সদৃশ নেই), তাতে সকলেই একমত। এই বাক্যের ভিত্তিতেই তো একসাথে বিজয়ের জন্য কাজ করা যায়।

telegram/ t.m/BoierSomahar

পর পিলারে পিলারে উস্তাযরা বসেন। একেক উস্তায একেক বিষয়ের দারস দেন। একজন এই হালাকায় বসে বসে হাফেজ হয়ে গেছেন। তাকে অনেক বয়স্ক এক শাইখ সার্টিফিকেট দিলেন। কপালে চুমু দিলেন।

ইফতারের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসছে। কাতারে কাতারে ওয়ানটাইম দস্তরখান পেড়ে দেয়া হলো। প্যাকেটবন্দি ইফতার এসে গেল মসজিদের তরফে। খেজুর, পানি, বনরুটি, বোরহানি টাইপ দই। নানান এনজিও, নানান কোম্পানি ইফতার দিচ্ছে। ওদিকে বিভিন্ন সার্কেল নিজেদের জন্য ইফতার এনেছে। আশপাশেও বিলাচ্ছে। রমজান মাসে নাকি পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, খাবার বাবদ কোনো খরচ না করলেও চলে। এতো এতো খাবারের ছড়াছড়ি সেহরি-ইফতারে। সবাই সবাইকে খাওয়ায়। কেউ ধরেন ১০ ছড়া কলা কিনে বিলিয়ে দিলো। আপনি মনে করেন ২০টা রুটি কিনে আশপাশে দিয়ে দিলেন। সবাই সবাইকে ইফতার করিয়ে সওয়াব বাগানোর তালে থাকে। তার ছিটেফোঁটা টের পাওয়া গেল আজ। ইফতার শেষে মাগরিবের নামায। তারপর গোল হয়ে হয়ে গাহওয়া বিতরণ। গাহওয়া হলো 'এরাবিয়ান কফি', সাথে হরেক পদের মশলা মিক্স। কফিবিনটাই কফি কালারের না। কেমন যেন ফ্যাকাশে-রঙা। ছোট্ট ছোট্ট সৌদি কাপে করে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে গলা ভেজাতে হয়। সাথে আজওয়া খেজুরে কামড়। বেশ চাঙ্গায়নী পানীয়। সৌদিরা এভাবে চিল করে। রাস্তায় হাঁটলে দেখা যায়, বিল্ডিংয়ের নিচে মালিক কার্পেট বিছিয়ে গাহওয়া আর ফলটল নিয়ে আর দু-পাঁচটা বুড়োকে নিয়ে চিল করছে আসরের পর। আয়েশী জাতি। তোমাদের পূর্বপুরুষ সাহাবিরা মেহনত করে গেছে দেখেই আজ আয়েশ মানাচ্ছো। ইসলামের কারণেই এতো সুখ। ইসলাম ছেড়ে দিলে আবার বেদুইন হয়ে যাবা, চাচামিয়া।

জুমআর রাত। নবির মসজিদ। ও মুহাম্মাদের রব্ব! আপনার হাবীবের সাথে আমাকে একটু পরিচয় করিয়ে দেন। স্বপ্নে ঐ চাঁদমুখ এক বার দেখিয়ে দেন। যদিও খেয়ানতে মত্ত পোড়া দুচোখের সে যোগ্যতা নেই। চর্মচোখে দেখার কপাল হয়নি, স্বপ্নে অন্তত এক বার পিয়াস মিটায়ে দেন। কতো কাফির-মুশরিক এক নজর দেখে বর্তে গেছে, হেদায়েত পেয়ে গেছে। আমি কি এতোই 'পর'? অন্তরেই জবাব মেলে : তুই সবকিছু বুঝেও অবাধ্য। তাই তোর কপাল হয়নি।

দিনে দুবেলা খেজুর আর কাজুবাদাম খেয়ে আছে শান্ত। এক বেলা ভারী খানা। শরীর হালকা। পেট হালকা। মসজিদ থেকে বেরোতে হয় কম। ভারী খানা এক

telegram/ t.m/BoierSomahar

বেলাই যেহেতু খাবো, সৌদি বা পাকিস্তানি রেসিপিই খাওয়া যুক্তিযুক্ত। একেকদিন একেক রেসিপি। যেকোনো বিদেশ সফরে এটা জরুরি উসুল। থাকবেন সবচে সস্তা হোটেলে, পারলে রাত কাটবে বাসে। চাখবেন স্থানীয় রেসিপি। তাহলে কম পয়সায় বেশি পোষাবে। যে না ৪-৫ ঘণ্টা থাকবেন রুমে, দামি রুম নিয়ে কী লাভ। ভারী খাবারের মাঝে এক দিন মাদ্বগুত্ব (বাচ্চা উটের বিরিয়ানি), এক দিন মাদফুন (মাটন বিরিয়ানি, মাটির তলে কয়েকদিন ধরে রান্না হয়), এক দিন রুজ বুখারি (আরেক জাতের বিরিয়ানি), আরেকদিন মান্দি (অতিরিক্ত পানি না দিয়ে খাসির গোশতের রসে চাল ফুটানো), ফুলতামিস (হাতরুটি আর একপদের ডাল), আরেকদিন কাবসা ইত্যাদির সদগতি হচ্ছে। আর সারাদিন হ্যান্ডব্যাগের খেজুর-বাদাম।

মদীনায় এলে মদীনাওয়ালাদের ওপর খরচ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন আলেমরা। একঢিলে কয়েকটা পাখি মারলো শান্ত। নবিজির পক্ষ থেকে একটা ছাগল কুরবানি করে মদীনার গ্রাম্য এলাকায় বণ্টনের একটা বন্দোবস্ত করে ফেললো। এখুনি এক দফা যেতে হবে রওজায়। নবিজিকে জানাতে হবে আমলটা। ইয়া রাসূলাল্লাহ, বেশিকিছু পারলাম না। আপনার শহরবাসীর জন্য আপনার তরফ থেকে একটা বকরি কুরবানি করেছি। আপনি খুশি হয়েছেন তো, ইয়া রাসূলাল্লাহ? আপনি আমাদের মাঝে থাকলে দেখতেন, আপনার খুশিমুখ দেখার জন্য জান দিয়ে দিতাম। এখনও রেডি আছি। আমার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করেন একটু। আমার অনেক গুনাহ, প্রিয়তম।

নবিজি খুশি হলে কেমন লাগতো? কাব বিন মালেক রা. বলেছেন : নবিজি যখন খুশি হতেন, চাঁদের মতন ঝলমল করতেন। অনেক সাহাবি জানিয়েছেন তাঁর চেহারা ছিলো লম্বাটে না, গোলাকার, চতুর্দশীর চাঁদের মতো। তিনি নিজেই মুজিযা। তাঁর মুখখানি দেখেই বহু কাফিরের এহসাস হয়েছিল : এমন মায়াকাড়া চেহারার মানুষ মিথ্যে বলতে পারেন না। চেহারা দেখলেই মুমিনের ঈমান বেড়ে যেতো। কাফিরের হেদায়েত হয়ে যেতো। হায় আমরা। ১৪০০ বছর পরের এতীম উম্মত। দীর্ঘশ্বাস। অনেক দীর্ঘ...শ্বাস। অনুভব করার চেষ্টা ছাড়া আমাদের কাছে কিছু নেই। শান্ত যেন পলকের জন্য টের পেলো সেই খুশি। এক পলকেই সবটুকু সুখ। পুরো জীবন কেটে যায় আমাদের। সুখ না চিনেই। ভুল জিনিসকে সুখ ভেবে ভেবে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

জুমআর দিন। আসরের পর দুআ কবুলের সময়। মসজিদে নববির মূল মসজিদে ঢুকেছে শান্ত। একদম পাশেই রিয়াজুল জান্নাহ। এখান থেকে নবিযুগের মসজিদের খুঁটিগুলো দেখা যাচ্ছে। একই দেখতে তিনটা মেহরাব নজরে এলো। একদম রওজার পাশেরটা হলো নবিজির মিম্বর। এর ডানদিকের মেহরাবটা হলো মিম্বরে সুলাইমানী। আর একদম কিবলার দেয়ালে মেহরাবটা হলো উসমান রা.-এর মেহরাব। এটাই এখন ব্যবহার হয়। ঢুকে যেহেতু পড়েছে, এশা পর্যন্ত আর নড়ছে না শান্ত। ইয়া আল্লাহ, তোমার হাবীবের মসজিদ।

ইয়া রব্বা মুহাম্মাদ! উনসুর উম্মাতা মুহাম্মাদ। সাহায্য করো উম্মতে মুহাম্মাদীকে। আল্লাহ! তোমার আয়াত মোতাবেক আমি এসেছি তোমার হাবীবের দরবারে। নিজেও ইস্তিগফার করছি, তোমার হাবীবকেও অনুরোধ করেছি। আমার আসমান-জমিন ভরা গুনাহ মাফ করবা না মালিক? আমি কি তোমার এতোই পর? আমরা কি তোমার কেউ হই না মাবুদ?

তোমার তাওহিদের ধারক এই পুরো দুনিয়ায় তো আমরাই। অথচ তোমারই রাজত্বে আমাদের ওপর সবাই জুলুম করছে। কাফিররা পাখির মতো গুলি করে মারছে। আকাশ থেকে বোমা মেরে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের রক্তের-ইজ্জতের কোনো দাম নেই। মুসলমানের চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভার ভার। মানলাম দোষ আমাদেরই। মাফ করে দেন আমাদের, আমরা শুধরানোর জন্য তৈরি। আমাদের শুদ্ধ করে নেন। আর প্রাণে সয় না। কাফিরদের ষড়যন্ত্র ভেঙে দেন, আমাদেরকে যোগ্য করে দেন বিজয়ের জন্য।

আজ জেদ্দা থেকে শান্তর ছানাপোনাদের নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছে মদীনায়। শনিবার সকালের দিকে ৬ বছরের মেয়েটা আর আড়াই বছরের ছেলেটাকে নিয়ে নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো শান্ত। আড়াই বছরের হামযা দরুদ গাইতে গাইতে ঢুকছে :

সলাতুল্লাহ সালামুল্লাহ
আলা ত্বহা রসূলিল্লাহ
সলাতুল্লাহ সালামুল্লাহ
আলা ইয়াসীন হাবিবিল্লাহ

বেলাল মসজিদের চত্বরে পায়রার ঝাঁক। আহারে পায়রা, তোর কতো সুখ। ঝাপটে বেড়াস নবির আশেপাশে। সোনার মদীনায়। তোর কোনো হিসাবকিতাবও

telegram/ t.m/BoierSomahar

নেই। তুই তো দুনিয়াও পেলি, আখেরাতও হারানোর কিছু নাই। তোর চেয়ে বাদশাহী মেজাজে আর কে আছে! বাচ্চাদুটো এত্তোগুলো কবুতর দেখে মহাখুশি। দানা কিনে খাওয়াচ্ছে। পিছন পিছন ঘুরছে। দুনিয়া কাটানো উচিত শিশুর মতো। অল্পেই খুশি, অল্পেই অভিভাবকের কাছে ছুটে আসে, অল্পেই কেঁদে বুক ভাসায়, অল্পেই জেদ ধরে, অল্পেই কষ্ট ভুলে যায়। শিশুদের থেকেও কতো কিছু শেখার আছে, তা-ই না? অল্প রিযিকেই খুশি, অল্প থেকে অল্পেই আল্লাহর কাছে ফিরে আসা, অল্পতেই চোখে পানি আসা, দুনিয়ার কষ্ট সামান্য মনে করে ভুলে যাওয়া, অল্পেই ক্ষমা করিয়ে নিতে জেদ করা। আল্লাহ, মাফ করো, করো, করো, করতেই হবে। না করলে কোথায় যাবো মালিক। শিশুর মতো হলে আল্লাহও দ্রুত সাড়া দেবেন, মা যেমন দ্রুত সাড়া দেয়, তার চেয়েও দ্রুত।

বাচ্চাদের দেখে পুলিশ মূল লাইন থেকে আরও ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। একদম রওজার কাছে। সোনালি গ্রিল থেকে মাত্র ১ হাত দূরে। এই প্রথম শান্তর হুঁশ হলো, পাশে তো আবু বকর ও উমার রা. শুয়ে আছেন। তাঁদের এক বারও সালাম দেয়া হয়নি। আসলে রওজার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানোই হয়নি। নইলে লেখাই দেখতে পেতো।

‘এই দেখো খাদীজা, এখানে নবিজি। পাশে আবু বকর রা.। তাঁর পাশে উমার রা.। সালাম দাও।’

‘আসসালাতু আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালামু আলাইকা, ইয়া আবা বকর। আসসালামু আলাইকা, ইয়া উমার।’

‘বলো, আমি আপনাকে ভালোবাসি, ইয়া রাসূলাল্লাহ।’

‘আমি আপনাকে ভালোবাসি।’

আনাস ইবনে মালিক রা.-এর মা নিয়ে এসেছেন ছোট্ট আনাসকে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হচ্ছে আনাস। আপনার ছোট্ট খাদেম। আমার পুত্রকে আপনার খাদেম হিসেবে কবুল করুন। ওর জন্য দুআ করুন, ইয়া হাবীবাল্লাহ।। নবিজি দুআ করে দিলেন : ‘আল্লাহ! এর সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দেন। যা যা একে দেবেন, তাতে বরকত দিয়ে দেন।’

উহুদ যুদ্ধের আগ দিয়ে। সেনা তশকিল চলছে। সবাই নিজে থেকে নাম লেখাচ্ছে। কিশোররা পর্যন্ত পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় বড় দেখানোর চেষ্টা করছে। যেন যুদ্ধে যেতে অনুমতি মেলে নবির। এক মা এলেন হন্তদন্ত হয়ে। ‘ইয়া নবি, আমার বাপ-ভাই-স্বামী কেউ নেই যাকে আমি জিহাদে

telegram/ t.m/BoierSomahar

পাঠাবো আপনার সাথে। কেবল এই ৬ মাসের সন্তান আছে। একে আপনি নিয়ে যান জিহাদে।'

'এতটুকু বাচ্চা জিহাদে কী কাজে আসবে?'

'যখন শত্রুরা আপনার দিকে তীর মারবে, একে আপনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন।'

ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ হচ্ছে খাদীজা, আর এ হলো হামযা। আপনার দ্বীনের জন্য খাদেম-খাদেমা নিয়ে এসেছি। ওদের জন্য দুআ করে দেন। আল্লাহ যেন ওদেরকে তাঁর দ্বীনের জন্য খর্চা করেন। বড় কঠিন সময়, হাবীবী। সন্তান মানুষ করা নিয়েও আপনার উম্মত পেরেশান। সন্তান মুসলমান থাকবে কি না, তা নিয়েই টানাটানি।

'বাবা, বাবা। জানো?'

'কী, মা?'

'আমি কাল গাড়িতে আসার সময় নবিজিকে স্বপ্নে দেখেছি।'

'আরে তা-ই নাকি? কী দেখেছো মা, বলো তো।'

'আমি জেদ্দা থেকে আল্লাহকে বলেছি। আল্লাহ, তোমার নবিকে দেখতে চাই। গাড়িতে ঘুমাচ্ছিলাম। তখন দেখেছি।'

'কী দেখলে?'

'নবিজি লাল ফর্সা। চারপাশে অনেক আলো। অন্যদিকে ফিরে এক বাটি দুধ খাচ্ছিলেন। আমি হেঁটে হেঁটে গেলাম। তখন আমার দিকে তাকালেন।'

'কী বললেন নবিজি?'

'জিগ্যেস করলেন : তুমি খাদীজা? আমি বললাম : জি, আমি 'অন্য' খাদীজা। এরপর ঘুম ভেঙে গেল।'

:

telegram/ t.m/BoierSomahar

জান্নাতের বাগান

শনিবার। প্রতি শনিবার ইশরাকের সময় মসজিদে কুবায় গিয়ে নবিজি নফল পড়তেন।[১৫] দুই রাকাতে নফল উমরার সওয়াব।[১৬] অন্যসময়, অন্যদিনে পড়লেও একই সওয়াব। তবে অনুকরণ করলেই না লোকে পাগল বলে। পাগল হতে চাইলে অনুকরণ করতে হবে। কতো পাগল বাইরে ধোপদুরস্ত, ফিটফাট। চলছে ফিরছে অফিস করছে। ভিতরে ভিতরে পাগল। ভেতরে ছটফটাচ্ছে, তড়পাচ্ছে, গড়াচ্ছে, মাথা ঠুকছে, আছাড়িপিছাড়ি করে কাঁদছে, আবার হাসছে, স্বপ্নমাখা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। মদীনা থেকে ফিরলে আপনার অবস্থা হবে অমন। মনে হবে এখনও মদীনাতেই আছেন। মনে হবে, ঐতো। রিকশা করে দুটো মোড় ঘুরলেই সবুজ গম্বুজ।

পরিবার সাথে ছিলো বলে শান্তর পাগল হওয়া হলো না। ওদের বিদেয় করতে করতে যুহর। যুহরের পরগে' কুবায় ২ রাকাতের তাওফিক হলো। মদীনায় যতটা সম্ভব একা একা থাকলে ভালো। ২০ রিয়ালে একটা বিছানা ভাড়া করবেন। বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন ছাড়া। পরিচিতজনের সাথে মোলাকাত হলেই ২/৪ ঘণ্টা চলে গেল। আড্ডার চেয়ে কিছু না করে সবুজ গম্বুজের দিকে চেয়ে থাকলেও সময় উসুল। মদীনার পথে পথে হেঁটে বেড়ালেও পয়সা উসুল। গড়াগড়ি দিতে পারলে বেশি মজা হতো। কিন্তু এতো পাগলামি আবার মুমিনের শানের খেলাফ। মনে

১৫. 'নবী কারিম (সা.) প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনও পায়ে হেঁটে, কখন আরোহণ করে।' (সহিহ বুখারি, খণ্ড : ০২, হাদিস : ১১১৯)

১৬. উসাইদ ইবনে খুদাইর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, 'মসজিদে কুবায় নামাজ, উমরার সমতুল্য।' (তিরমিজি, হাদিস : ২২৪; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪১১)

telegram/ t.m/BoierSomahar

মনে গড়াগড়ি দিলেন ধরেন মদীনার অলিতেগলিতে। মনের পর্দাই... থুক্কু, মনের পাগলই বড় পাগল। মদীনায় ছোটো পাগল হবেন কেন? বড় পাগলই হলেন।

কুবা থেকে সোজা মদীনা পর্যন্ত হাঁটার রাস্তা আছে। এই পথেই নাকি নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা গিয়েছিলেন। ৩.৭ কিলোর মতো রাস্তা। রাস্তাটাকে পুরো পাথরের টাইলস বসিয়ে পার্কের মতো করা হয়েছে। মাঝে মাঝে বেঞ্চ, দুপাশে কফিশপটপ, পশ্চিমা বিয়ের গাউনের দোকানটোকান। সৌদি বাচ্চারা ছুটে বেড়াচ্ছে, সাইকেল চালাচ্ছে, কাছেই বাপ-মা মাদুর বিছিয়ে অবসর মানাচ্ছে। কলকল করে হাসির ছটা ছড়িয়ে পার্ক-রাইডে করে চলে যাচ্ছে আরব কিশোরী। দুনিয়ার এতো আয়োজনের ভিতর একজন আনমনা পথিক। বড়ো বেমানান এক পথিক। পথিক এখন ১৪০০ বছর আগের রাস্তায় পথ হারিয়েছে। তোমাদের এই মেকি জবরজং আয়োজন বাপু তার কাছে কারাগার।

পশ্চিমারা সৌদিতে ভোগ্যপণ্যের পসরা বসিয়েছে। বিঘে বিঘে জমি কিনে রোলেক্স, মার্সিডিজের অফিস। উপমহাদেশের রুচি বদলানো হয়েছে উপনিবেশের মাধ্যমে। সৌদি উপনিবেশ ছিলো না। ওদের রুচি বদলানো হচ্ছে এখন। নারীবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা সব শেখানো হচ্ছে। দোকানে দোকানে সৌদি মেয়েরা। ওয়েস্টার্ন বিয়ের গাউন যেহেতু শোরুমে আছে, তার মানে বিক্রিও হয় নিশ্চয়ই। সৌদি মেয়েরাই পরে।

একটা বিশাল বিলবোর্ড। বিলবোর্ডে রুচিবদলের বার্তা। বোরকাপরা এক স্ত্রী আর জোব্বা পরা স্বামী। মাঝে দুটো বাচ্চা। বাচ্চাদুটো একদম বাচ্চা না। বালক-কিশোর বয়েসের। মেয়েটা হাতাকাটা মিনি ফ্রক পরে আছে। আর ছেলেটার পরনে টিশার্ট আর হাফপ্যান্ট। একদৃষ্টে বিলবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলো শান্ত। মেসেজটা যে বুঝবে, সে বুঝবে। এই প্রজন্ম বোরকা-জুব্বা পরলেও, পরের প্রজন্ম বড় হবে পুরোদস্তুর ওয়েস্টার্ন রুচিতে। চিত্রকলা, বিজ্ঞাপনশিল্প, সিম্বল, মাস্কট এসব অনেক কথা বলে দেয়।

আরেকটা ঘটনা ঘটেছে আজ। নামাজের সময় খুব দুষ্টুমি করছিলো এক সৌদি বাচ্চা। বয়স ৭/৮ হবে। নামায শেষে আরেক আরব মুসল্লি তার সাথে খুনসুটি করতে করতে জিগ্যেস করলো :

'তোমার পরিচয় কী?'

'আমি সৌদি।'

telegram/ t.m/BoierSomahar

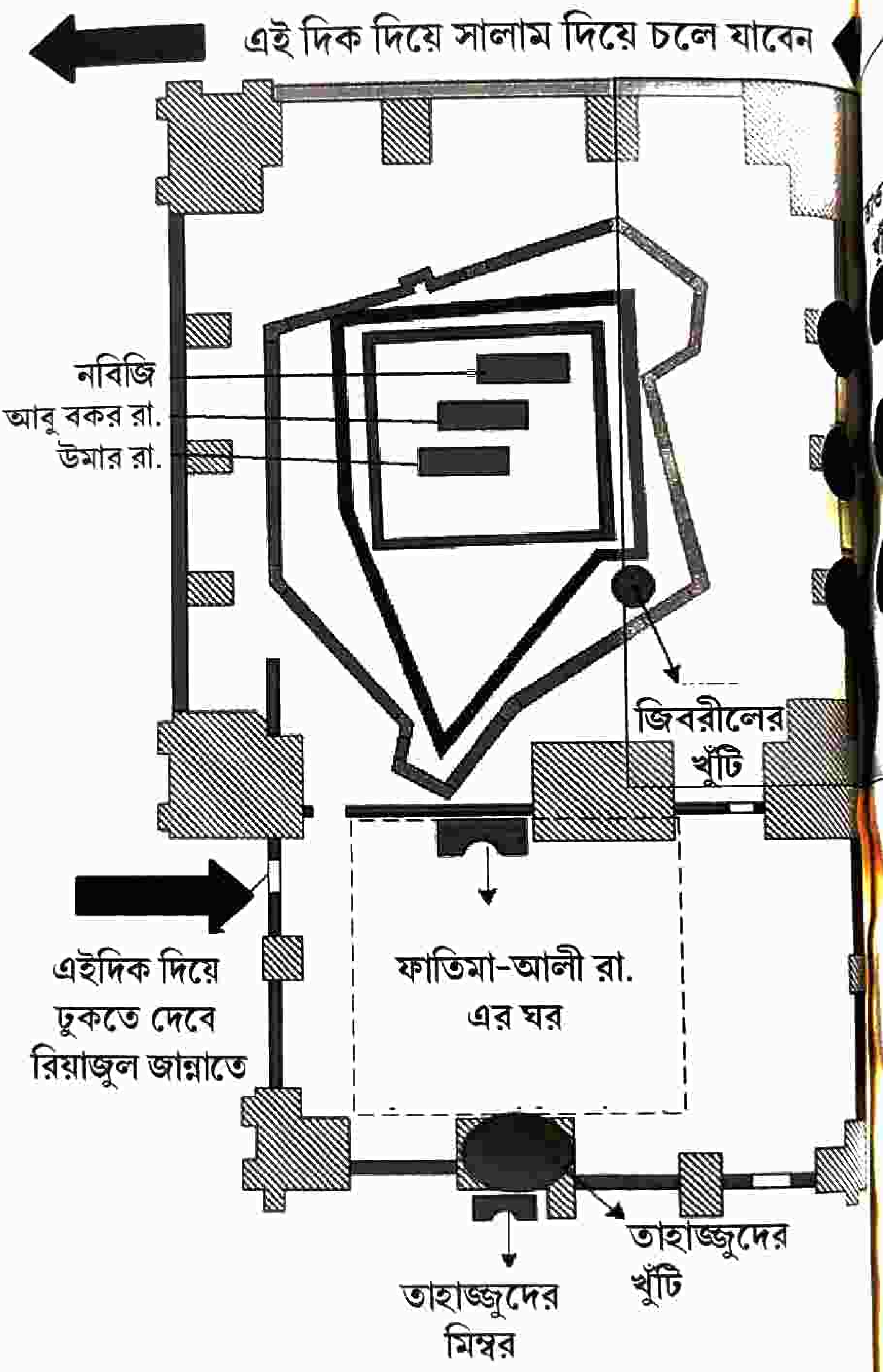

telegram/ t.m/BoierSomahar

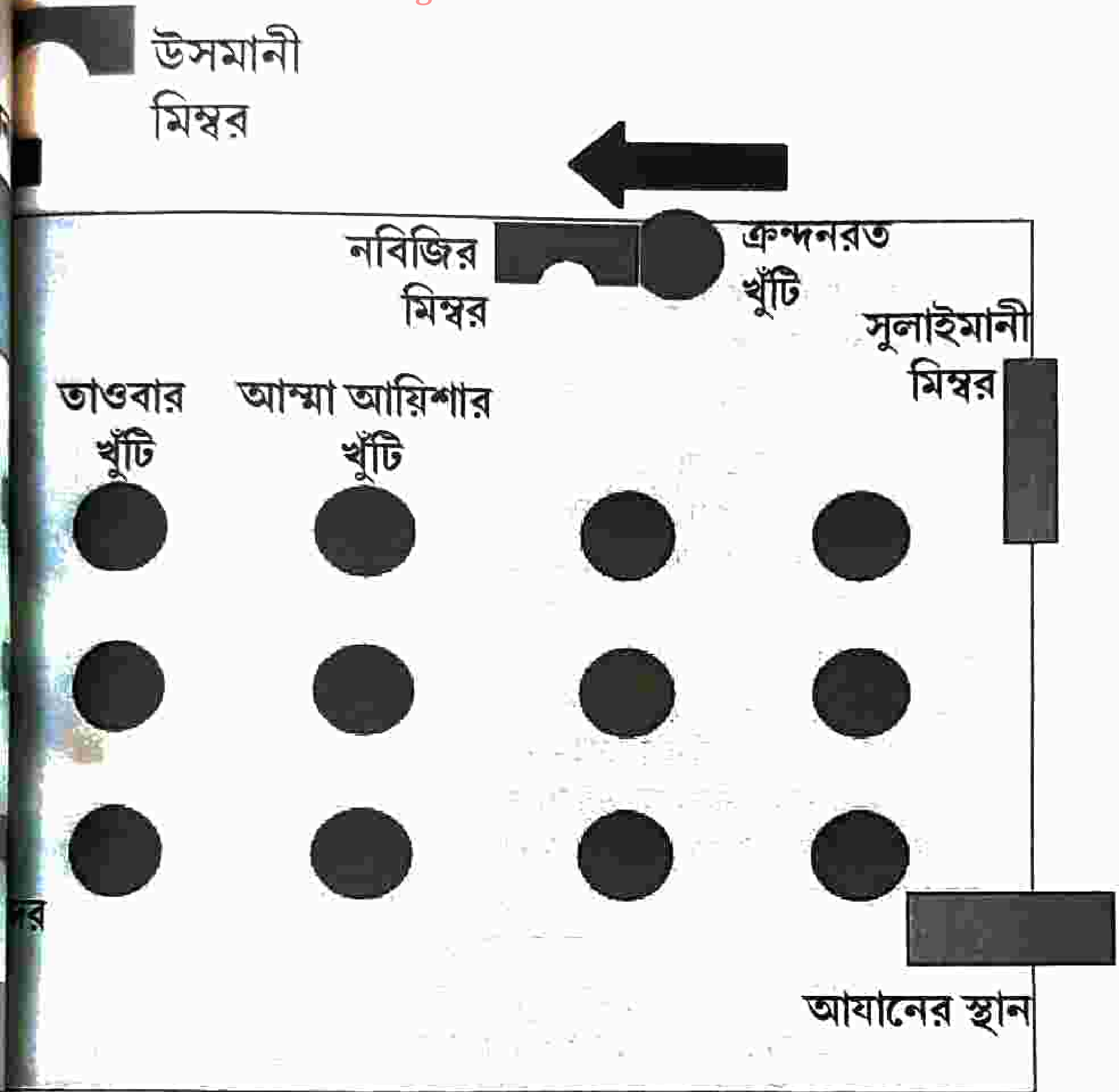

রিয়াজুল জান্নাতের সীমানা

telegram/ t.m/BoierSomahar

'না না, তুমি মুসলিম।'

'আনতা মুসলিম, ওয়া আনা সৌদি।'

ছোট্ট বাচ্চা বিলকুল না বুঝেই বলেছে। কিন্তু এর মাঝে তাদের পারিবারিক ও ফর্মাল শিক্ষার গতিদিক কি টের পাওয়া যায়? মুসলিম পরিচয়ের চেয়ে জাতিবাদী পরিচয়কে ধারণ উম্মতকে শ'টুকরো করে ফেলেছে। যা হোক।

সব মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে ধু ধু মরু। উটে মেলা করেছেন দুজন মুসাফির। সব ফেলে। সব মানে সব। শেকড়-ছেঁড়া দুজন মানুষ। গাছের চারাও নার্সারিতে বিকোয় মাটি-সহ, নিজের মাটি, যে মাটিতে সে বীজ থেকে গজিয়েছে। চিরচেনা মাটি। আর সেখানে তো এঁরা আবেগ-স্বপ্ন-মায়াওয়ালা মানুষ। আত্মীয়-পরিজন, মা-বাবা, বিবি-বাচ্চা, বন্ধুস্বজন, পরিচিত পরিবেশ-গাছ-হাওয়া-রাস্তা। সব ছেড়ে চিরকালের মতো পথে নেমেছেন। আর ফেরার আশা না রেখে। একেবারে। ভাবুন এক বার, কী চলছিল দুজনের মনের ভেতর? চোখের পানি কোনো বাঁধ মানে? 'প্রিয় মক্কা, আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী যদি আমার সাথে এমন না করতো, আমি কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' দীর্ঘশ্বাস বলে দেয় বাকি কথাটুকু। অপরিচিত মানুষদের মাঝে থাকতে হবে বাকি জীবন! ৫০০ কিলো ছায়াহীন উঁচুনিচু মরু পথ। পঞ্চাশোর্ধ্ব দুজন মানুষ। আছে কুরাইশদের হাতে ধরা পড়ার ভয়, ডাকাতের ভয়। আবু বকর, ভয় নেই, ইন্নাল্লাহা মাআনা। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আমাদের ভয় কীসের? সামনে অনেক দায়িত্ব। মুসআব এক বছর মেহনত করেছে মদীনায়। হাজার হাজার মুসলিমের বিশাল সমাজ সেখানে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পরের ধাপ শুরু হবে এখন।

মক্কায় গোপনে গোপনে ব্যক্তি তৈরি। কিছু মানুষ তৈরি হয়ে গেলে এবার প্রকাশ্যে। নির্যাতন আসবে, সইতে হবে। এরপর পরিবারগুলো তৈরি করো। ঘরে-ঘরে কুরআন-হাদিস চর্চা করো। উমারের মতো একটা অংশ হেদায়েত পাবে ঘরোয়া মেহনতে। এবার হিজরত করে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারগুলো একখানে জড়ো হও। একই গলিতে সবাই, বা একই মহল্লায়, একই গাঁয়ে, একই শহরে। ধাপে ধাপে। মুহাজির-আনসার ভাই-ভাই হও। এখন হলো একটা সমাজ। এবার সমাজকে রক্ষা করার জন্য চাই শক্তি। সমাজ পরিচালনার জন্য চাই রাষ্ট্র। মদীনা রাষ্ট্র। এবার রক্ষা করো রাষ্ট্রকে। শত্রু দুর্বল হলে এবার শুরু করো জোড়া। নতুন নতুন এলাকা ও সমাজকে জুড়ে নাও নিজের সাথে। পয়লা দাওয়াত দাও

telegram/ t.m/BoierSomahar

তাদেরকে। না শুনলে জিযিয়া নাও, তাদেরকে ইসলামি ব্যবস্থার আওতায় নাও। ধীরে ধীরে হেদায়াত হোক। তাতেও রাজি না হলে, যুদ্ধ করে জুড়ে নাও। এভাবে দুনিয়ার শেষ প্রান্তের কাঁচাপাকা ঘরে দ্বীনকে পৌঁছে দাও। কিয়ামত অবধি দ্বীন প্রতিষ্ঠার এটাই তরিকা। এদিক-ওদিক ছুটে শক্তিক্ষয়ের চেয়ে বেশি আর কিছু হয়নি, হবেও না।

উটের পিঠে শ্রেষ্ঠ দুজন মানুষ। একজন নবিশ্রেষ্ঠ, একজন উম্মতশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ মানুষের পিঠে শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। হে নবি! দিনে আপনার জন্য লম্বা সাঁতার।[১৭] বিশ্রাম নেবার জো নেই আপনার। বিশ্রামের চিন্তাও করবেন না। হাঁটা কিংবা দৌড়ানোর মাঝে বিশ্রাম নেয়া চলে। অথৈ জলে বিশ্রাম? সুযোগই নেই। নবিজি যেদিন চলে যাচ্ছেন রিসালাতের দায়িত্ব শেষ করে, কলিজার টুকরো ফাতিমার চোখে পানি।

'আমার আব্বুর কতো কষ্ট হচ্ছে।'

'না রে মা, আজকের পর তোর বাবার আর কোনো কষ্ট নেই।'

দাঈর আবার কীসের বিশ্রাম। দাঈর আরাম একবারে কবরের বিছানায়। কেউ বিরক্ত করবে না একদম।

ইয়াসরিবের মানুষ আগেই জেনে গেছে তিনি উপকণ্ঠে এসে গেছেন। যেখানে নেমেছেন, সেখানে মসজিদ তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন, মসজিদে কুবা। যেখানে জুমআ পড়েছেন, সেখানে আজ 'মসজিদে জুমআ' নামে বিশাল মসজিদ। আজ নবিজি শহরে আসছেন। দেহাত (গ্রাম) ছেড়ে বেরোতেই ঐ দেখা যায় শহরের সীমানা। শহর খালি হয়ে গেছে। আনসারদের ছেলেবুড়োরা এসেছে প্রিয়নবিকে বরণ করতে। মুশরিক-ইহুদিরা এসেছে ভুরু কুঁচকে, কে এই ব্যক্তি যার জন্য এতো হাঙ্গামা। রাস্তার দুই ধারে মদীনার শিশুকিশোররা সার বেঁধে। খেজুরপাতার ডাল দুলিয়ে শতকণ্ঠে সুর উঠেছে দফের তালে : ত্বলাআল বাদরু আলাইনা।

মোদের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে ঐ
ওয়াদা' উপত্যকার কোল থেকে
শোকর করা আমাদের জন্য আবশ্যিক
যতক্ষণ কেউ ডাকছে আল্লাহর দিকে

মোদের তরে, ও খোদার প্রতিনিধি!
আনুগত্যের আদেশ নিয়ে
এলেন নিয়ে এই নগরের শরাফত

---

১৭. "নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।" [সূরা মুযযাম্মিল : ৭]

telegram/ t.m/BoierSomahar

মারহাবা!! ও শ্রেষ্ঠ দাঈ।

কেমন লাগছিলো নবিজির? এতো মানুষ তাঁর দ্বীনকে কবুল করেছে। সমাজ দাঁড়িয়ে গেছে। সামনে রয়েছে আরও কতো ঘাত-প্রতিঘাত। এই সমাজের জন্য সবার আগে চাই মসজিদ। সমাজের কেন্দ্র। এরপর চাই অন্য সমাজের সাথে এই সমাজের সম্পর্ক কী হবে, এই সমাজ পরিচালনা হবে কী নীতিতে, সব-সহ লিখিত সংবিধান, মদীনা সনদ।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার মেহমান হন।'
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার।'
'আমি মদীনার সর্দার, আপনি আমার বাসায় থাকবেন।'
নবিজি বললেন : 'আমার উটের রাস্তা ছাড়ো। উটের ওপর নির্দেশ আছে। সে যেখানে থামবে, সেখানেই আমি কিয়াম করবো।'

আজ থেকে ইয়াসরিব হলো 'মাদীনাতুর রাসূল'... রাসূলের শহর, রাসূলপুর। শান্ত শরীরের রোমকূপে অনুভব করে সেদিনের খুশি। খুশিতে শিহরিত সেদিনকার ইয়াসরিব। ঘরে ঘরে জল্পনা। আকাশে-বাতাসে আজও যেন সেই খুশিরা ভেসে বেড়ায় : নবিজি এসেছেন, নবিজি এসে গেছেন আমাদের মাঝে। ইয়াসরিব রে ইয়াসরিব! এ কাকে বুকে নিয়ে তুমি 'মদীনা' হলে। এ কাকে ভুলে গিয়ে আমি বিরান হলাম।

আজ রাতে রিয়াজুল জান্নাতের সিরিয়াল পড়েছে শান্তর। রাত দুটোয়। নবিজির কবর শরীফ থেকে নবিজির মিম্বর পর্যন্ত জায়গাটুকু দুনিয়ায় জান্নাতের অংশ। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে এই অংশটুকু উঠিয়ে জান্নাতে জুড়ে দেয়া হবে। গোসল করে রেডি হলো ও। জান্নাতের অংশে প্রবেশ যেহেতু করবে, ফ্রেশ হওয়া দরকার বৈকি। কী মনে করে আগেভাগে রাত বারোটায় গিয়ে সিরিয়ালে দাঁড়ালো। জান্নাতে ঢুকতে তর সয় কার? লোকে লোকারণ্য। শেষমেশ রাত দুটো নাগাদ ঠাঁই হলো রিয়াজুল জান্নাতে। আমি এখন জান্নাতে? এই নাপাক শরীর জান্নাতের জমিনে? এও কি বিশ্বাস করতে হবে? জান্নাতের ভিতর আমি? ইয়া রহমান, জান্নাতে এক বার যেহেতু নিয়েছো, আর বের করে দিও না মালিক। জান্নাত থেকে আমাকে বের করে দিও না, মাবুদ।

বেশ ঠাসাঠাসি। প্রথম দু'রাকাত পড়ার পর দুয়েক কাতার সামনে গিয়ে আবার দু'রাকাত। এরপর আবার দু'তিন কাতার সামনে গিয়ে আর দু'রাকাত। শেষ

telegram/ t.m/BoierSomahar

দু'রাকাত একদম সামনের কাতারে রওজা ঘেঁষে। মানে কনফার্ম করার জন্য যে, নবিজির রওজা ও নবিজির মিম্বরের মাঝেই আমার সালাতটা হয়েছে। ১০-১২ মিনিট পরই বের করে দিলো। বের হতে হতে আরেক বার নবিজিকে সালাম। ইয়া হাবীবী, আপনার রব্বকে একটু বলেন আমাকে যেন জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। আমার পক্ষে ইস্তিগফার করেন। আপনার রব্বের কসম, আমি আপনাকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। আমলে ফাঁকিবাজি আছে, গুনাহের খায়েশ আছে। কিন্তু আমি যে আপনাকে ভালোবাসি, কসম আল্লাহর এই ভালোবাসার মাঝে কোনো ফাঁকি নেই। আপনার দ্বীনের জন্য, আপনার মিশনের জন্য জীবন দেবার এরাদা রাখি। লক্ষ লক্ষ যুবক তৈরি হয়ে আছি আমরা আপনার দ্বীনের জন্য। আমাদের এক হবার জন্য দুআ করেন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বলেছেন : যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে সে থাকবে। আপনার কাছে থেকে বিদায় নেবো কীভাবে? নেয় কীভাবে? আপনাকে ছাড়া কীভাবে থাকবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ। পরান কীভাবে মানবে?

একটু বেশি সময় থাকা গেল নবিজির কাছে। খুলে বলা গেল মনের অনেক কথা।

telegram/ t.m/BoierSomahar

জান্নাতুল বাকী

রোববার পুরো সকালটা ঘুমিয়ে কাটালো শান্ত। গতরাতে আর ঘুমানোর সুযোগ মেলেনি। যুহর পড়ে ঘুমের বাকি অংশটুকু পুরো হলো। আসরের পর শেষবারের মতো জান্নাতুল বাকী যিয়ারত করলো শান্ত। আর মাত্র কালকের দিনটাই মদীনায়।

এবার ও কায়দা করে বাকীর কিছু ম্যাপ নামিয়ে নিয়েছে। ১৮০৬ ও ১৯২৬ সালে ওয়াহাবি-নজদীগণ জান্নাতুল বাকীর মাজারগুলো গুঁড়িয়ে দেয়। মাজারকেন্দ্রিক আপত্তিকর কার্যক্রমও চালু ছিল। সময়ের দাবি হিসেবে সঠিকই ছিলো স্টেপটা। ১৯২৬ এর আগে কোনটা কার কবর, এটা বোঝা যেতো। উসমান রা., আম্মাজানগণ, ফাতিমা রা.-এর কবরের ওপর গম্বুজ ছিলো। সুতরাং, কোন কবরটা কার, তার রেকর্ড সংরক্ষিতও আছে। চাইলে জানা যায়। ম্যাপ দেখে দেখে কবর যিয়ারত করলো শান্ত এই দফা। ঐ তো আম্মাজানরা একসাথে। মাগো, তোমাদের জন্য সালাম। ঐদিকে ফাতিমা রা.-এর কবর। শিয়ারা বাড়াবাড়ি করে বলে ওদিকে কাউকেই ঢুকতে দেয় না, গ্রিল দেয়া। এদিকে নবিপুত্র ছোট্ট ইবরাহীমের ছোট্ট কবর।

মিসরের রোমান শাসক মুকাওকিস নবিজিকে দুজন দাসী উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। মারিয়া আর শিরিন। দুইবোন। জাতিতে কপ্টিক খ্রিষ্টান। নবিজি মারিয়াকে নিজের জন্য রেখে শিরিনকে দিয়ে দিলেন...। ইসলামি শরীয়তে, পুরুষের জন্য স্বাধীন নারীর শয্যা বৈধ হয় 'বিবাহ' দ্বারা। আর পরাধীন দাসীর শয্যা বৈধ হয় 'মালিকানা' দ্বারা। কেবল 'নিজ মালিকানাধীন' দাসী। অন্যের দাসীর

telegram/ t.m/BoierSomahar

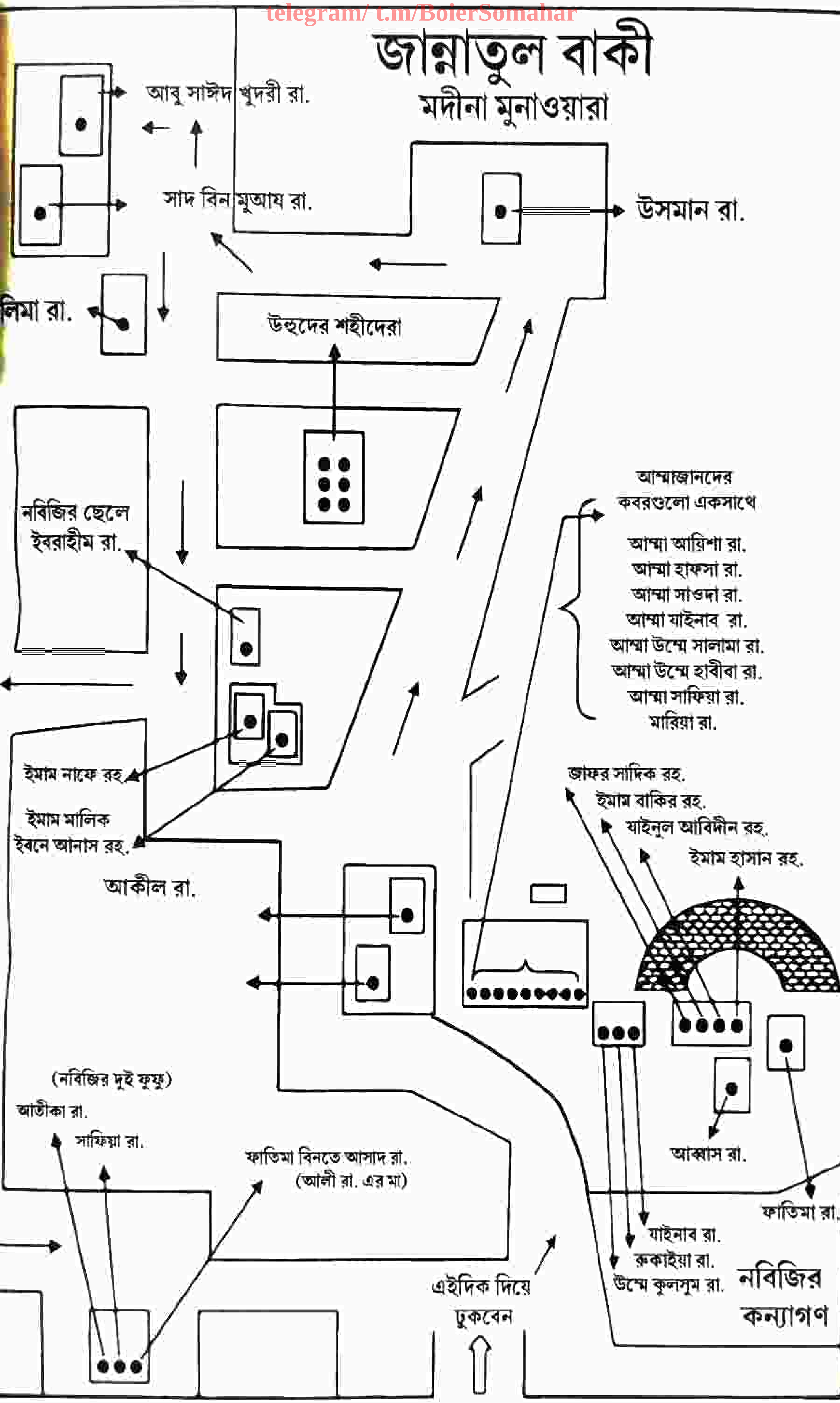

telegram/ t.m/BoierSomahar

[১] ফাতিমা রা.
[২] নবীর ৪ জন বংশধর
(হাসান রা., যাইনুল আবিদীন রহ., ইমাম জাফর সাদিক রহ. ও
ইমাম বাকির রহ.)
[৩] ৩ জন নবীকন্যা
[৪] নবীপত্নী আম্মাজানগণ
[৫] আকিল রা. ও আবদুল্লাহ বিন জাফর রা.

সাথে সহবাস হলো যিনা। নিজ বিবাহিতা স্ত্রী ও নিজ মালিকানাধীন দাসী। দুটোই সমান বৈধ যৌনসম্পর্ক। [১৮]মাসআলাগুলো একই রকম। দুটোতেই ভরণপোষণের অধিকার জন্মে, সন্তান বৈধ ওয়ারিশ। যে দাসী হয় স্ত্রীর মতো, তাকে বলা হয় জারিয়া বা সুররিয়া। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মারিয়া রা. ছিলেন নবিজির সুররিয়া। কেউ কেউ বলেন, পরে বিবাহের মাধ্যমে তিনিও আম্মাজানদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তা না হলেও তিনি মুসলিম হয়েছিলেন, এতটুকু নিশ্চিত। মারিয়া রা.-এর কোল জুড়ে এলো ইবরাহীম। নবিজির পুত্রসন্তানরা সবাই খাদীজা

১৮. দেখতে পারেন লেখকের রচিত 'ইসলামে দাসদাসী ব্যবস্থা: যুদ্ধ-মনস্তত্ব ও জেনেভা কনভেনশন', মাকতাবাতুল আযহার।

৬] ইমাম মালিক ও ইমাম নাফে রহ. telegram/ tm/BoierSomahar
৭] নবীপুত্র শিশু ইবরাহীম রা.
৮] নবীজির দুধমা হালিমা আস-সাদিয়া রা.
৯] নবীজির চাচী ফাতিমা বিনতে আসাদ রা.
১০] আমীরুল মুমিনীন উসমান রা.

জান্নাতুল বাকী (বর্তমানে)

telegram/ t.m/BoierSomahar

রা.-এর গর্ভের ছিলো। সবাই শিশুবয়সেই মারা গিয়েছিলো। এতো বছর পরে আসা ইবরাহীমই ছিলো নবিজির একমাত্র জীবিত ছেলে। বাবার খুব ন্যাওটা ছিলো, বাবাও একমাত্র ছেলেকে অনেক অনেক বেশি স্নেহ করতেন। একবার কোলে করে আম্মা আয়েশার ঘরে নিয়ে গেলেন।

– দেখো দেখো, হুমায়রা। একদম আমার মতন দেখতে।
– কই আপনার মতো? আমি তো কোনো মিল পাচ্ছি না।
– দেখছো না, গায়ের রঙ আমার মতো ফর্সা আর নাদুসনুদুস।
– ও তো যে ভেড়ার দুধ খায়, সেই ভেড়াটা হৃষ্টপুষ্ট, সেইজন্য।[১৯] (আপনার মতো দেখতে বলে নয়। সতিনসুলভ ঈর্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এটা দোষণীয় নয়, বরং নারী ফিতরাতের অংশ।)

হিজরতের দশম বছর। ইবরাহীম টুকটুক করে হাঁটে, আধো আধো কথা বলে। হঠাৎই ছোট্ট শরীরে দুরারোগ্য রোগ। সবাই বুঝে গেল, ইবরাহীম আর বাঁচবে না। নবিজি বার বার দেখতে যেতেন। মৃত্যুর সময়ও পাশেই ছিলেন। রুহ কবজের পর দু'হাতে তুলে নিলেন চোখের মণিকে। টপ টপ করে মুক্তো ঝরছে। খানিক সামলে নিয়ে বললেন :

'আমরা তোমার জন্য দুঃখ করছি ইবরাহীম। আমাদের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, হৃদয় শোকার্ত। কিন্তু আমরা এমন কিছু করবো না, যাতে আমাদের রব্ব অসন্তুষ্ট হন।' মানে আমরা চিৎকার-বিলাপ এসব করবো না।[২০]

আর ফাতিমা রা. ছিলেন নবিজির আরেক চোখের মণি। জিহাদ থেকে ফিরে সব্বার আগে যেতেন ফাতিমার ঘরে। কতোদিন দেখি না আমার কলিজার টুকরোকে। গিয়ে কপালে চুমু দিতেন। মেয়েও এতোদিন পরে বাবাকে দেখে কেঁদে উঠতেন। আলী রা. একবার দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা করছিলেন। শুনে নবিজি বললেন : 'যে ফাতিমাকে কষ্ট দিলো, সে আমাকেই কষ্ট দিলো।'[২১] আলী রা.-এর কানে এ কথা যেতেই আলী রা. ঝটপট এ খেয়াল বাদ দিলেন। সর্বনাশ হয়েছিলো আরেকটু হলেই। বিরাট বাঁচোয়া। আরেকটু হলেই নবিজিকে কষ্ট দেয়া হয়ে যাচ্ছিলো। ঐ তো

---

১৯. মার্টিন লিঙ্গস (আব্দুস সাত্তার), মহানবীর জীবন আলো

২০. সহীহ বুখারী ১২৪১

২১. মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)

telegram/ t.m/BoierSomahar

ফাতিমা রা.-এর কবর। বাকি তিন বোনের কবরও পাশাপাশি : যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম। আমার নবির কলিজার টুকরা-রা, আপনাদেরকে সালাম।

সামনে বেশ খানিক এগিয়ে একটাই কবর দেয়ালঘেরা। আসসালামু আলাইকুম ইয়া যান-নুরাইন, ইয়া খলিফাতা রাসূলিল্লাহ, ইয়া উসমান ইবনু আফফান। খলিফা-হত্যার সেদিনের মদীনা। থমথমে অচেনা এক মদীনা। কী গভীর অন্ধকার সে দিন। সূর্যের কী সাধ্যি সেই আঁধার হটায়! নবিজি গেছেন ২৫ বছরও হয়নি মাত্র। সাহাবিরা সব জীবিত, সাহাবিপুত্ররা জীবিত। শ্রেষ্ঠ প্রজন্মেই এতো মারাত্মক ফিতনা।

১.

সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া রা. বললেন : সিরিয়া থেকে আপনার সাহায্যে বাহিনী পাঠাই?

– 'না। মদীনাবাসীর ক্যান্টনমেন্টের খরচ বহন করতে কষ্ট হবে। তারা অলরেডি আগে একদফা মুহাজিরদের খরচ বহন করেছিলো।'

২.

মুগীরা ইবনু শুবা, তালহা রা. চাচ্ছিলেন যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে।

– 'না। নবিজির খলিফাদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না, যার হাত উম্মতের রক্তে রঞ্জিত।'

বিদ্রোহীরা মদীনা দখল করে ফেলেছে। উসমান রা.-এর ঘর অবরুদ্ধ। খাবার-পানি নিয়ে গেলে আলী রা., আম্মা সফিয়া, আম্মা উম্মে হাবিবা রা.-এর সাথে বেত্তমিজি করছে। এরপরও সাহাবিরা যুদ্ধ করার অনুমতি পেলেন না। রাগে-দুঃখে অনেক সাহাবি মদীনাই ত্যাগ করলেন। এভাবে খলিফাকে মরতে দেখার কোনো মানে হয় না।

৩.

যুবাইর রা. মনোকষ্টে বাইরে চলে গেলেন। বনু আওফের কাছে গিয়ে আরেকবার উসমান রা.-এর অনুমতি চাইলেন : এক বার বলেন শুধু, বনু আওফকে নিয়ে মদীনা শত্রুমুক্ত করি।

– 'না। ওখানেই থাকো।'

telegram/ t.m/BoierSomahar

৪.

বিদ্রোহীরা চাচ্ছে উসমান রা. পদত্যাগ করুক।

– 'তা হয় না। নবিজি আমাকে ওসীয়ত করেছেন : "যদি আল্লাহ কখনও তোমাকে এই দায়িত্ব দেন, আর মুনাফিকরা চায় তোমার পোশাক খুলে নেবে, যে পোশাক খোদ আল্লাহ পরিয়েছেন, তাহলে নিজে সেটা খুলো না।"'
– 'শরীর থেকে মাথা কেটে নিলেও না। তাহলে নিয়ম দাঁড়িয়ে যাবে। শাসক পছন্দ না হলেই প্রমাণ ছাড়াই পদচ্যুত করার রেওয়াজ চালু হবে।'

৫.

হজ শেষ। হাজীরা-সহ নানা এলাকা থেকে বাহিনী আসছে মদীনায়। বিদ্রোহীদের তাড়াতাড়ি করতে হবে যা করার। ১৮ জিলহজ সকাল। খলিফার ঘরে হামলা হলো।

দরজায় পাহারা দিচ্ছিলেন আবু হুরাইরা, হাসান, হুসাইন, ইবনু যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস, মুহাম্মাদ ইবনু তালহা, মারওয়ান, আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.। সবাইকে ভিতরে ডাকলেন খলিফা।

– 'তোমাদের মধ্যে যে আমার আদেশ মানাকে অপরিহার্য মনে করে, সে অস্ত্র সংবরণ করুক। অস্ত্র কোষবদ্ধ রাখুক। চলে যাও সবাই।'

হাসান রা.-এর মন মানছিলো না।

– 'তোমাকে কসম দিচ্ছি, হাসান। চলে যাও।'

যেন তিনি সেদিন দুনিয়াত্যাগের জন্যই উতলা। এসব রহস্য তিনি আগে থেকেই জানতেন। মিলিয়ে দেখুন :

- কুফায় নবিজির রহস্যবিদ হুজাইফা রা.-কে জিগ্যেস করা হলে তিনি বলছেন : 'আল্লাহর কসম এরা তাঁকে শহীদ করে দেবে। তারপর তিনি জান্নাতের অধিকারী হবেন, আর হত্যাকারী জাহান্নামী।'
- পরের খলিফার ওসীয়ত করলেন : 'অন্য কেউ হবার চেয়ে আলী খলিফা হওয়াই আমার অধিক প্রিয়।'
- মৃত্যুর দিন সকালে ২০ জন দাস আজাদ করলেন।

telegram/ t.m/BoierSomahar

- অভ্যাসের খেলাফ পায়জামা পরে নিলেন, যেন মৃত্যুকালে সতর না খোলে।
- একজনকে ডেকে বাইতুল মালের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন।
- আগের রাতে স্বপ্ন দেখলেন, নবিজি বলছেন : 'উসমান, আগামীকাল ইফতারটা আমার সাথে কোরো।'

শুধু প্রিয়তমের সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষা। এ অপেক্ষা অসহ্য। কখন আসবে সেই খন। মৃত্যু তো মেহমান। কখন আসবে মেহমান? যে দুনিয়ায় আমার নবি নেই, সেই দুনিয়ায় আমি কী করছি এখনও? সবচে বড় সুখ 'নবিসঙ্গ', সেটাই যখন নেই; তখন এই দোযখ তো আমি ছাড়তে পারলে বাঁচি। এসো তোমরা, আমাকে আমার হাবীব, আমার প্রিয়তম রাসূলের কাছে পৌঁছে দাও। এসো। প্রেমের ব্যাখ্যা কে কবে দিতে পেরেছে অক্ষরে!

একদৃষ্টে উসমান রা.-এর কবরের দিকে চেয়ে থাকে শান্ত। পুলিশের ঠেলায় সম্বিৎ ফেরে। হাররাক, হাজ্জী। সরো সরো।

হাররার শহীদদের কবরগুলো একসাথে। সে আরেক কষ্টের কাহিনি। কলজে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়। কারবালার জঘন্যতম ঘটনা ঘটেছে কিছুদিন হলো। মদীনাবাসী সাহাবিদের একদল ইয়াজিদের আমন্ত্রণে সিরিয়া গেলেন। ইয়াজিদের কিছু ফাসেকী (কবীরা গুনাহ) চোখে পড়ল। ফিরে এসে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নিলেন। ফাসেক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটা ইখতেলাফী মাসআলা।

কিছু সাহাবি নবিজির আদেশের দরুন বিদ্রোহে সমর্থন দিলেন না।[২২] খন্দকের

---

২২. (১) উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের ওপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত দেখবে। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।"

সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?'

তিনি বললেন, "না; **যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করবে।**" [মুসলিম শরীফ]

(২) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান বলেন, নবিজি ইরশাদ করেন, 'আমার পরে এমন অনেক শাসক হবে যারা আমার আদর্শ গ্রহণ করবে না এবং আমার রীতি পালন করবে না। তাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ থাকবে যাদের অন্তর হলো মানব দেহের মধ্যে শয়তানের অন্তর।'

আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এরূপ অবস্থায় পড়ি তাহলে কী করব?

telegram/ t.m/BoierSomahar

মতো পরিখা হলো। মদীনাবাসী দু'হাজার। সিরিয়া বাহিনী বারো হাজার। অবরোধের সময় বনু হারেসার বিশ্বাসঘাতকতা। মদীনাবাসীরা টের পেলেন পিছনে মদীনা দখল হয়ে গেছে। ইয়াজিদের আদেশ ছিলো মুসলিম ইবনে উকবার প্রতি : তিন দিন লুট করবে মদীনা। তাণ্ডব চললো নবির শহরে। মক্কার মুশরিকরা যা পারেনি, সিরিয়ার মুসলিমরা তা করে দেখালো। ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাও কিছু ঘটে গেল সোনার মদীনায়। কী পরিমাণ লুট হলে শহরে দুর্ভিক্ষ হতে পারে? ৬ সাহাবি-সহ সাহাবিসন্তানদের বড় একটা অংশ শহীদ হয়ে গেল ইয়াজিদের হাতে। কারবালার ঘটনায় যেসব ইতিহাসবিদ ইয়াজিদকে নির্দোষ ভাবতেন, তারাও হাররার ঘটনায় ইয়াজিদকে অভিশপ্ত বলেছেন। সেই সাহাবিসন্তানরা শুয়ে আছেন বাকীতে। আহ, বাকী। কতো দীর্ঘশ্বাস তোমার বাতাসে। এক আল্লাহ, এক রাসূল, এক উম্মত। অথচ কতো খুনোখুনি, কতো ক্ষমতালিপ্সার মর্মন্তুদ ইতিহাস।

তিনি বলেন : তুমি শাসকের কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে, **যদিও তোমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করা হয় এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়া হয় তবুও তুমি কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।''**

এই হাদিস-সহ শাসকের আনুগত্য ও বিদ্রোহ না করার তাকিদ সম্পর্কিত যত হাদিস রয়েছে, সমস্ত হাদিস 'মুসলিম' শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু শাসকের দ্বারা যদি **সুস্পষ্ট কুফর (কুফরে বাওয়াহ)** ও কুফরীতে অটলতা প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে আদেশ ভিন্ন। সেক্ষেত্রে আদেশ হল :

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তাকে বাইয়াত দিলাম। তিনি তখন আমাদের থেকে যে বাইয়াত নেন, তার মধ্যে ছিলো – 'আমরা শুনবো ও মানবো, আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও যোগ্য ব্যক্তির সাথে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল করবো না।' তিনি বলেন, **যতক্ষণ না তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবে এবং তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল থাকবে।'** [বুখারী ও মুসলিম]

telegram/ t.m/BoierSomahar

মদীনা, সোনার মদীনা

কথা হলো মুফতি শাহীন সাহেবের সাথে। উনাদের বাপদাদার ব্যবসা হলো হাজীদেরকে মদীনা শহরটা ঘুরিয়ে দেখানো। বেশ মজার মানুষ। কাল ফজরের পর পুরো শহর যিয়ারত।

হায়! ছবি তো তুলে রেখে দেয়া যায়। মনের মাঝে যে চিত্রবিচিত্র ভাবনার আনাগোনা, তাকে টুকে রাখবো কোন খাতায়। এই পথেই সাহাবিরা হেঁটেছেন। শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো হেঁটেছেন। বাজারসদাই করেছেন, আড্ডা দিয়েছেন, জিহাদে বের হয়েছেন। মদীনায় সাহাবিদের স্মৃতিবিজড়িত ৯৩ টির মতো জায়গা আছে। এর মাঝে বিরাট অংশ ভেঙেচুরে বড় বড় হোটেল হয়েছে। মুফতি বলছিলেন ছোটোবেলায় ৩০-৩৫ বছর আগে আব্বার সাথে এটা দেখেছি, ওটা দেখেছি। এখন আর নেই। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা কোস্টারে করে ঘুরিয়ে দেখালেন শান্তদেরকে। ২০ জনের গ্রুপ। মুফতি সাহেব একটা মাইক্রোফোনে ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন উর্দুতে, দু'চামচ হাসি-মজাক মিশিয়ে।

১.

হারাম চত্বর থেকে বেরোতে বেরোতেই দেখা গেল উসমান রা.-এর ওয়াকফ করা জমিতে ১৫ তলা হোটেল। এর লাভ আজও ব্যয় হয় দান-সদকায়। ১৪০০ বছর ধরে আমলনামায় সদকায়ে জারিয়া যোগ হচ্ছে। বর্তমানে হোটেল Mövenpick-এর মাঝে পড়েছে তাঁর ওয়াকফ করা রুমা কূপ। সদকায়ে জারিয়া যে কীভাবে জারি থাকে, চোখে দেখা হলো।

telegram/ t.m/BoierSomahar

২.

খানিক যেতেই মসজিদে আবু যর। দুনিয়াত্যাগী সাহাবি আবু যর রা. বেশির ভাগ সময় এখানে কাটাতেন।

৩.

পাশেই মসজিদে ইজাবাহ। এখানে নবিজি ৩টা দুআ করেন। গোটা উম্মত যেন দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারিতে ধ্বংস হয়ে না যায়। আর গোটা উম্মত যেন পানিতে ডুবে ধ্বংস হয়ে না যায়। এই দুআ দুটি কবুল হয়েছে। তৃতীয় দুআটি ছিলো : উম্মতে মুহাম্মাদী যেন আত্মকলহ তথা পরস্পরে মারামারি-হানাহানিতে কখনো লিপ্ত না হয়। এটা আল্লাহ কবুল করেননি। হাদিসটি আছে সহীহ মুসলিমে।

সুতরাং মুসলমানের ভিতর দলাদলি কিয়ামত অবধি চলবে। এটা সহই আমরা বিজয়ী ছিলাম। এটা সহই আবার আমাদেরকে বিজয়ী হতে হবে। দলাদলি উম্মতের বিজয়ের পথে বাধা না। সুতরাং ঐক্য ছাড়া আমাদের অবস্থা বদলাবে না, এটা ভুল ধারণা। ভুল কাজে সময়ক্ষেপণ। মতপার্থক্য শেষ হবে না। মতপার্থক্য নিয়েই আমাদে কমন ইস্যুতে একসাথে কাজ করতে হবে। যেভাবে একসাথে নামায পড়ি এক কাতারে। সেভাবে।

৪.

গারস কুয়া। মরুর দেশে একটা পানির উৎসের সন্ধান পাওয়া বিরাট ব্যাপার। পানির দেশের লোকে তা বুঝবেনা। অবশ্য নিজেকে পানির দেশের লোক দাবি করার দিন শেষ হলো বলে। বন্ধুদেশের বন্ধুত্বের দাবি মেটাতে যে হারে সব নদী অকাতরে দান করে দিচ্ছি আমরা, তাতে মরু অভিজ্ঞতা হতে বেশি বাকি নেই।

গারস কূপ খোঁড়া হতেই সবার আনন্দ মিলিয়ে গেল। পানি জন্মের কড়া। এক ফোঁটা মুখে দেবার জো নেই। নবিজি কুলি করে কূপে ফেললেন। হাদিয়ার কিছু মধু দিলেন ঢেলে। ব্যস পানি হয়ে গেল স্বাদু। আজও সেই কুয়ায় পানি আছে। এই পানি দিয়েই নবিজির শেষ গোসল দেয়া হয়। জীবদ্দশায়ও নবিজি খুব পছন্দ করতেন এই পানি।

শান্ত পেট ভরে পানি খেয়ে নিলো। মাথায়-মুখে মেখে নিলো। আহ! সাহাবিরা তো তাঁর ওজুর পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতেন। কোনো কুলি-থুথু মাটিতে পড়তে

telegram/ t.m/BoierSomahar

দিতেন না। সে কপাল তো আমার নেই। ১৪০০ বছর পরে সেই কুলির কী-জানি-কী কোনো ভগ্নাংশ যদি রয়ে যায় এতে। তাই বা কম কীসে। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন কাফিরপক্ষের দূত উরওয়া ইবনে মাসঊদ ফিরে গিয়ে বলেছিল :

> 'হে আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা-বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার, কিসরা ও নাজাশী সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের এতো সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবির হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবিগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের নিকট একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও।'[২৩]

আহ! পোড়া কপাল আমার।

৫.

কালো পাথরে বানানো মসজিদে গামামা। প্রাণের নবি এখানে ৪ ঈদের নামায পড়েছেন। বৃষ্টির জন্য সালাতুল ইস্তিস্কা পড়িয়েছেন। নাজাশীর গায়েবানা জানাজা পড়িয়েছেন। আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে পায়রা। উড়ে বেড়াচ্ছে শত শত পরান।

৬.

মসজিদে সুকইয়া। এই মসজিদেই মদীনার জন্য বরকতের দুআ করেছেন নবিজি : 'হে আল্লাহ! আপনি মক্কার জন্য যে বরকত দিয়েছেন, তার চেয়ে দ্বিগুণ বরকত মদীনার জন্য দিন।'[২৪]

৭.

ফাতিমা বিনতে হুসাইনের সেই বাসা আজও আছে। বৃষ্টি কম হয় প্লাস পাথরের ঘর। বেশ টেকসই। কিন্তু সিমেন্টিং করা তো মাটি দিয়ে। বিশেষ কোনো এলাকার মাটি যেন আঠালো। সেটা দিয়ে সিমেন্ট দেয়া হতো। কী টেকসই বাপরে বাপ। ১৪০০ বছর আগের স্ট্রাকচার আজও সেভাবেই আছে। হুসাইন রা.-এর মেয়ে ফাতিমার ঘর। এমন আরও কিছু হাজার বছর আগের ঘর দেখা হলো।

---

২৩. সহিহ বুখারী, ২৭৩২

২৪. বুখারী : ১৮৮৫

telegram/ t.m/BoierSomahar

আয়েশা রা. এর ভাগ্নে ও ছাত্র উরওয়া বিন যুবাইর রা. এর মহল আছে আধ-ভাঙা। ধনী ছিলেন। প্রচুর লোকে খেত রোজ তাঁর মহলে। মহল বেশ বড়।

আরও টিকে আছে ইসলামের দুশমন ইহুদি কাব বিন আশরাফের মহল। নবিজির নামে কুরুচিপূর্ণ কবিতা গেয়ে বেড়াতো। আনসার মুসলিমা নারীদের নিয়ে অশ্লীল কবিতা গাইতো হাটে-বাজারে। জানোয়ার একটা। বদর যুদ্ধের মাস ছয়েক বাদে ওকে দোযখের টিকেট ধরিয়ে দেন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.। যাহ, রোস্ট ইনটু পিসেস (Roast into pieces)। তার অভিশপ্ত মহলের ভিত্তি কিছু দেয়ালসহ আছে আজও।

১৩০০ বছর আগে পাথরে একজন লিখেছিল : আমার জন্য দুআ করো। আজও সেই লেখা অমনি আছে।

৮.

দূরে দেখা যাচ্ছে জাবালে আনাম। যিনার অপরাধে সাহাবি মায়িজ রা. এর রজম যেখানে হয়েছিল। আখিরাতে বিশ্বাস কেমন হলে নবিজির পিছে ঘুর ঘুর করছে আর বলছে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যিনা করেছি আমাকে শাস্তি দিন। শাস্তি যা হবার দুনিয়াতে হয়ে যাক। আখিরাতের শাস্তি সইতে পারবো না। ৬৯ গুণ আগুন কীভাবে সহ্য হবে। এই ৪০ ডিগ্রী গরমেই প্রাণ আইঢাই? নবিজি তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ব্যাপারটা ইগনোর করতে চাইলেন। মায়িজ রা. আরেক দিক থেকে ঘুরে আবার নবিজির সামনে চলে এলেন।[২৫]

নবিজি ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিতে বললেন : সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ। (পুরো যিনা করোনি)

'না, না। আমি যিনা-ই করেছি। আমাকে সাজা দিন।' নবিজি আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নবিজি চাইছিলেন, এখানেই ব্যাপারটা শেষ হোক। মায়িজ চলে যাক। কিন্তু মায়িজ রা. নিজের গুনাহ মাফ করিয়ে নেবার ব্যাপারে নাছোড়। আবার ঘুরে নবিজির সামনে এলেন।

'হতে পারে তুমি কেবল খারাপভাবে তাকিয়েছো বা খারাপ ইশারা করেছো।'

'না, আল্লাহর রাসূল।' নবিজি আবার মুখ সরিয়ে নিলেন। মায়িয রা. আবার ঘুরে এলেন সামনে।

---

২৫. বুখারী ৬৮২৪

telegram/ t.m/BoierSomahar

'তাহলে অমুকের বাঁদীর সাথে তুমি সঙ্গমই করেছো?'
'জি, হ্যাঁ।'

চার বার স্বীকারোক্তি হয়ে গেলো।[২৬] এর মাঝে এক বার যদি তিনি বলে দিতেন, 'না করিনি।' তাহলেই মাফ পেতেন। গুনাহ মাফ করিয়ে নেবার কি উদগ্র বাসনা। দুনিয়া চলে যাক, আখেরাত যেন আমার হাতছাড়া না হয়।

পরে নবিজিকে জানানো হল : মায়িয রা. পাথরের আঘাতে ও মৃত্যুর স্পর্শে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। এক লোক উটের চোয়াল দিয়ে আঘাত করে। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। নবিজি ম্লান বদলে বললেন : 'তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?'[২৭]

৯.

এই সেই আকীক ও বুতহান উপত্যকা। উটের বাজার বসতো এখানে। কতবার পড়েছে শান্ত এই হাদিস। কতবার তালিমে শুনেছে। তোমার মধ্যে কেউ সকালে বুতহান কিংবা আকীক বাজারে গিয়ে গর্ভবতী উটনী খরিদ করলে, তার চেয়ে উত্তম জিনিস হল : সকালে গিয়ে কুরআনের একটি আয়াত শেখা।[২৮] তবলীগের তালিমে সুবহানাল্লাহ, এ সেই জায়গা।

১০.

আবার আসা হল মসজিদে কুবায়। এই নিয়ে তিন দফা। এখানে দুই রাকাত নফল, উমরার সওয়াব।[২৯] কুবার কিবলা সবচে সহীহ কিবলা। জিবরীল নিজে কিবলা দেখিয়ে দিয়েছেন। পাশেই মসজিদে যিরার। মদীনার মুনাফিকরা একাট্টা হয়ে এটা বানিয়েছিল। মূল হোতা ছিলো কট্টর শত্রু খ্রিষ্টান পাদ্রী আবু আমের রাহেব। ওরিয়েন্টালিস্টদের আদিপিতা। আবার উদ্বোধনের জন্য নবিজিকে দাওয়াতও দিয়েছে। নবিজিও সরল মনে হ্যাঁ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ওদিকে ঘটনা জানিয়ে দিলেন আর নবিজিকে মানা করে দিলেন যেতে :

---

২৬. তিরমিজি : ১৪২৭

২৭. তিরমিজি : ১৪২৮

২৮. সহীহ মুসলিম ৮০৩, আবু দাউদ ১৪৫৬

২৯. রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে কুবার মসজিদে এসে নামাজ আদায় করবে, সে উমরার সওয়াব পাবে।' (ইবনে মাযাহ)

telegram/ t.m/BoierSomahar

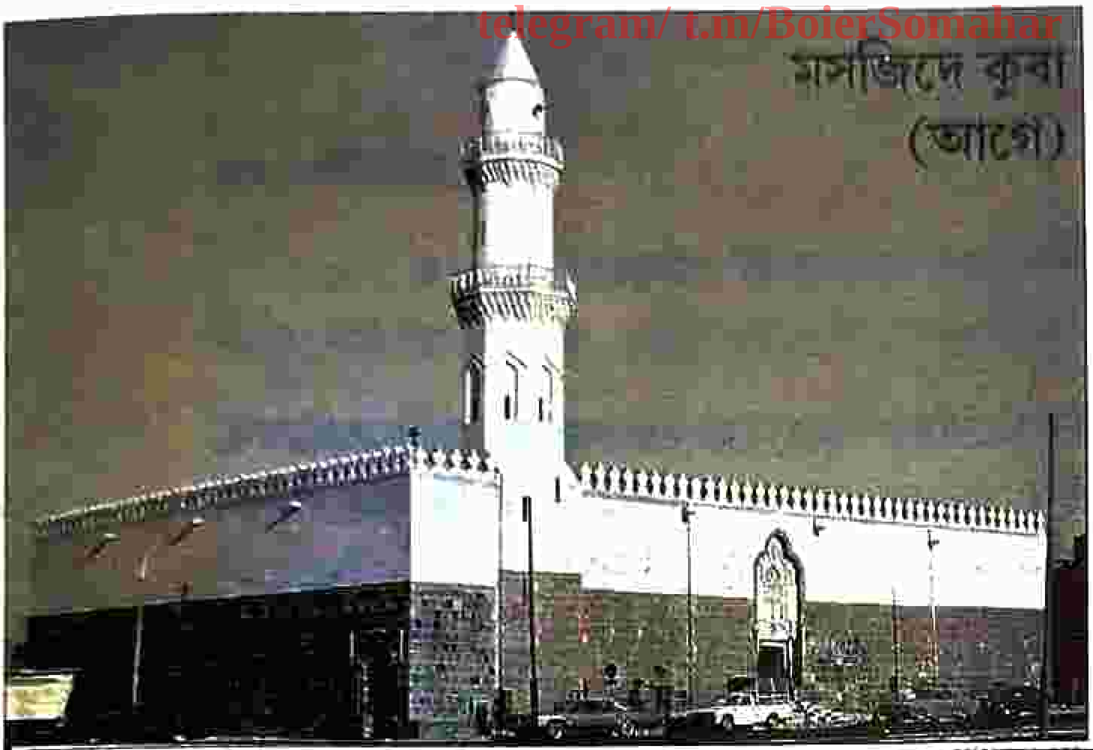

'আর যারা একটি মসজিদ স্থাপন করলো ক্ষতিসাধনের ও অবিশ্বাসের জন্য, আর বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর এর আগে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তার ঘাঁটি হিসেবে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, "আমরা তো ভালোই করতে চেয়েছি।" আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

'(হে নবি) তুমি সেখানে কখনো (সালাত কায়েম করতে) দাঁড়িও না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর (মসজিদে কুবা) সেটাই বেশি উপযুক্ত যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।'[৩০]

পরে নবিজি সেই আখড়া ধ্বংস করে দেন। সেটা অবশ্য এখন কুবা মসজিদেরই টয়লেট। এখানে একটু প্রাকৃতিক কর্ম না সারলে কি চলে?

১১.

পাশেই মসজিদে জুমআ। বনু সালেম গোত্রের আবাসস্থল। পাশেই থাকতো বনু কায়নুকা। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে প্রথম জুমআর সালাত পড়েন।

---

৩০. সুরা তওবা, আয়াত : ১০৭-১০৮

telegram/ t.m/BoierSomahar

১২.

মদীনায় খেজুরের জায়গা। প্রধান ফসলই এখানে খেজুর। ৬০ ধরনের খেজুর ফলে এখানে। আমাদের দেশী গাছের চেয়ে এই গাছগুলো ঝাঁকালো, প্রচুর পাতা। আজওয়া, আনবারা, বারহি, খুদরি, মাব্রুম, সুক্কারি— কী সুন্দর সুন্দর নাম। আমাদেরও এককালে সুন্দর সুন্দর নামের ধান ছিল। অঞ্জনলক্ষ্মী, আকাশমণি, রান্ধনিপাগল, বেগুনবিচি, বাবুইঝাঁকি, কটকতারা, খেজুরঝুপি, দাদখানি, ফুলমুক্তা, মহিষদল, কলসকাটি, সোনামুখী।[৩১] ঐরকম আরকি।

সুওয়ালা নামে এক খেজুরবাগান দেখা হল। এই বাগানটা নবিজি দিয়েছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. কে। আজ পর্যন্ত উনার বংশধররাই মালিক। কাবার চাবিও আজ অব্দি উসমান বিন তালহা রা. এর বংশধরদের কাছেই আছে। অউপবিনেশের নীতি-নৈতিকতা সুরক্ষিত। উপনিবেশের নৈতিকতাও আক্রান্ত ও নষ্ট। অভাবে স্বভাবই নষ্ট করে থুয়ে গেছে ফিরিঙ্গিরা।

১৩.

ঐ তো খন্দকের ময়দান। খন্দকে মুসলিম শিবির যেখানে ছিল, সেখানটা জুড়ে ৭টা মসজিদ পরপর। মসজিদ মানে কেবল মেহরাবটুকু আরকি। একটা মার্কিং-এর মতো। নবিজির তাঁবু, আলী-উমার-সালমান-আবু বকর রা.-দের তাঁবু যেখানে যেখানে ছিল, সেই জায়গাগুলো মার্কিং করে মেহরাব বানানো।

৩১. রাকিব হাসনাত (৮ অক্টোবর, ২০২০), স্থানীয় জাতের ধান : বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে ১০ হাজার দেশীয় জাতের ধান, বিবিসি বাংলা

পূর্ণবৃত্ত মানে নবিযুগের মসজিদ

অপূর্ণ মানে পরবর্তী কালের মসজিদ

telegram/ t.m/BoierSomahar

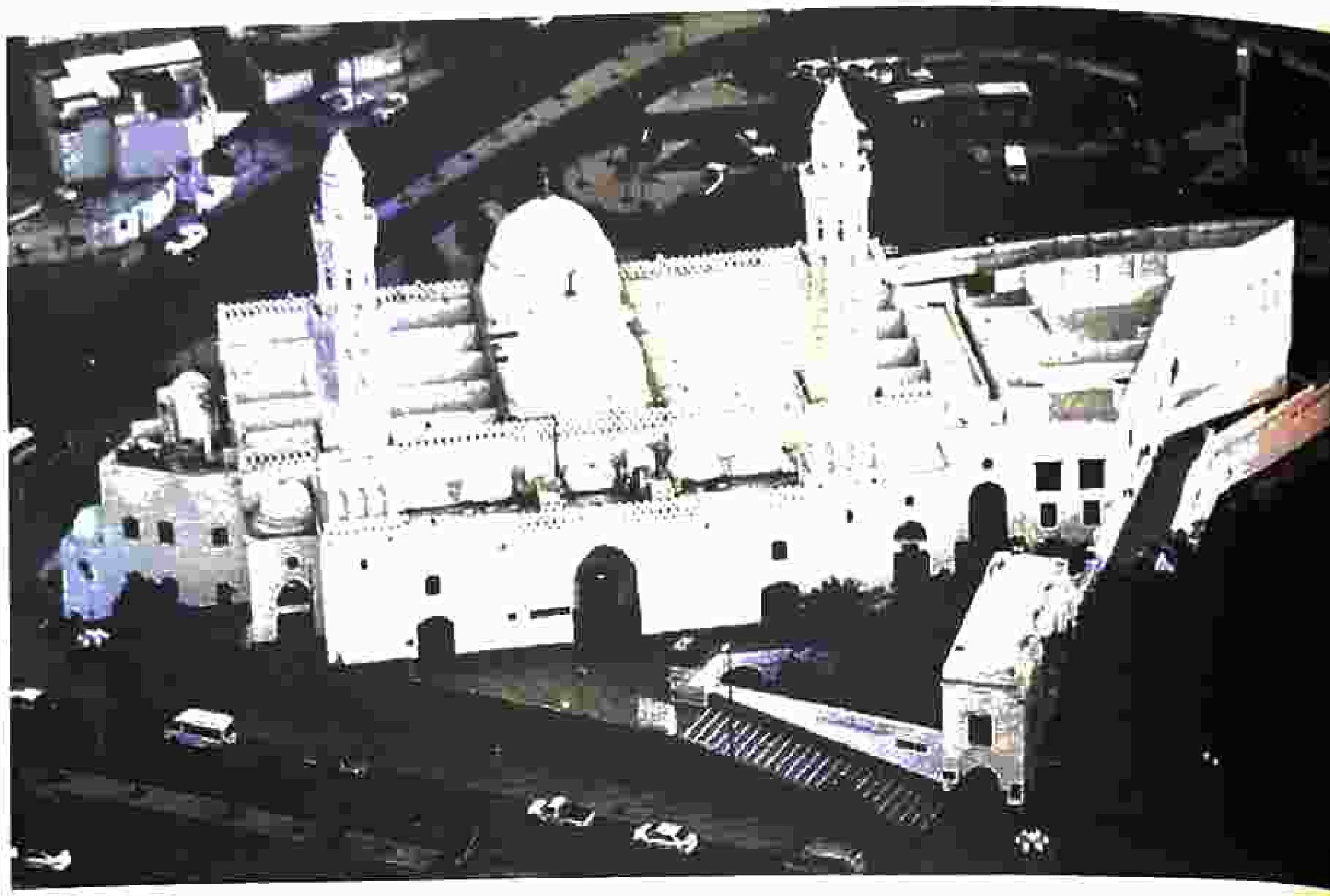

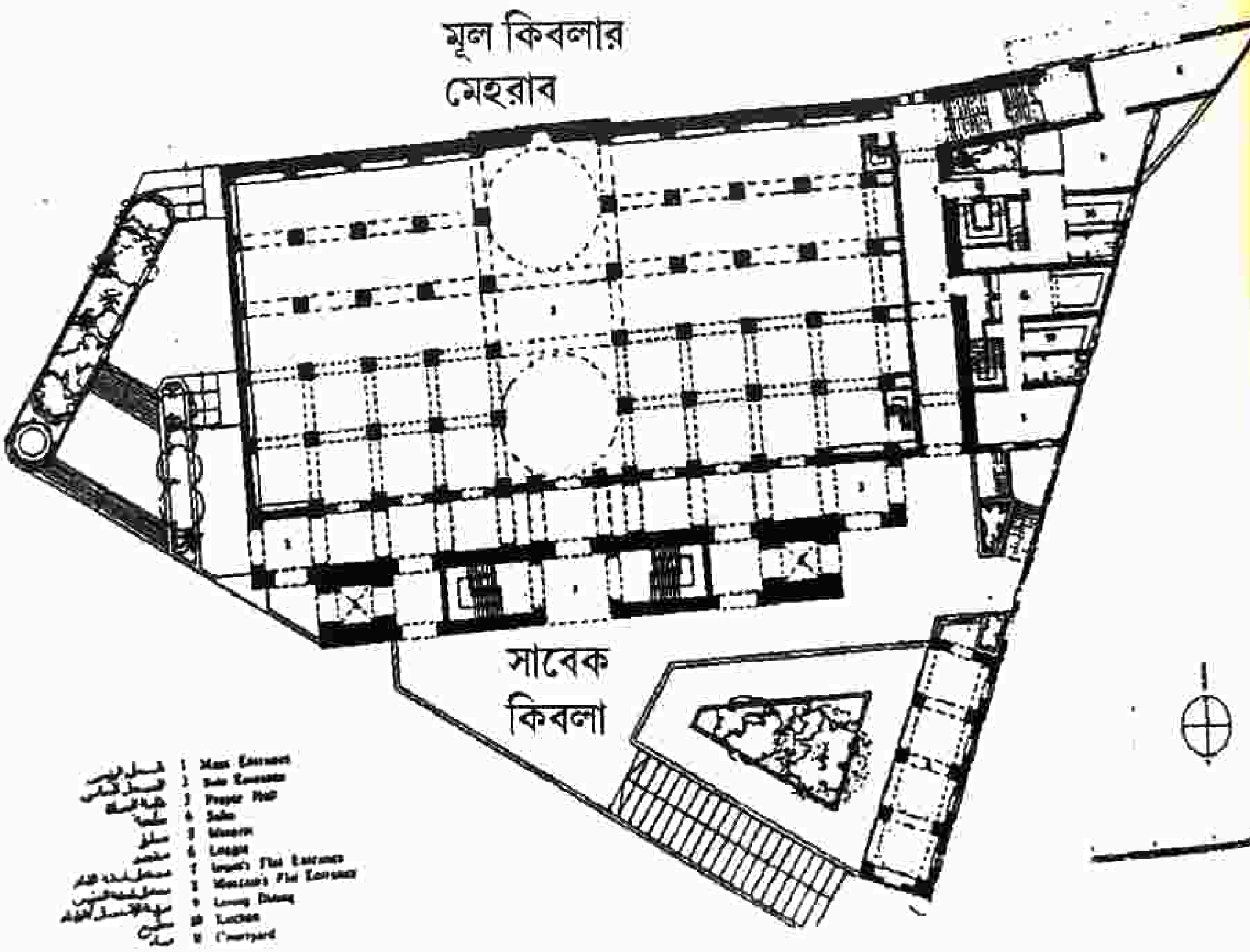

মসজিদে কিবলাতাইন

telegram/ t.me/BoierSomahar

নামাযের জন্য মসজিদে খন্দক পরে তৈরি। ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে। যে মসজিদগুলো পুরনো, সেগুলোর গম্বুজের উপরে চাঁদটা গোল, পূর্ণবৃত্ত। আর নতুন মসজিদগুলো, যেগুলো পরে হয়েছে, সেগুলোর চাঁদ হল বাঁকা। বৃত্ত ইনকমপ্লিট। জান্নাতুল বাকীতে পুরুষদের কবরগুলো মাথার দিকে একটা পাথর দেয়া। আর নারীদের কবরে মাথা ও পায়ের কাছে দুটো পাথর দেয়া।

১৪.

মসজিদে কিবলাতাইনে দু'রাকাত পড়ার সুযোগ হল। কী আনন্দে উদ্ভাসিত সেদিন ঐ চাঁদমুখ। আসরের জামাত চলছিল। বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে। উত্তরমুখে। নামাজ চলাকালেই ওহি নামলো। নবিজি পেছাতে পেছাতে চলে গেলেন কাতারের একদম পিছনে। এরপর সটান উল্টো ঘুরলেন। সাহাবিরা নিজ নিজ জায়গায় উল্টো ঘুরে গেলেন। দক্ষিণ মুখে। বদলে গেল কিবলা। এখন থেকে কিবলা জেরুসালেম না। প্রাণের মক্কা। উত্তরে ছিল, এখন থেকে দক্ষিণে। দুনিয়ায় আল্লাহর প্রথম ইবাদতখানা। আজ থেকে আমাদের কিবলা।

মসজিদের নাম কিবলাতাইন। দুই কিবলার মসজিদ। নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে অনেকদিন অব্দি এই মসজিদে দুটি মেহরাব (ইমামের দাঁড়ানোর স্থান) ছিল। একটা ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে (উত্তর), আরেকটা কাবার দিকে (দক্ষিণ)। পরে সংস্কারের সময় আগেরটা ভেঙে শুধু বর্তমানটা রাখা হয়। তবে সাবেক মেহরাব বরাবর দোতলায় একটা চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

১৫.

সকিফায়ে বনু সাঈদা হল ঐ জায়গাটা যেখানে আবু বকর রা. এর বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। জায়গাটা গাছপালা লাগিয়ে একটা বাগানমত করা। আমাদের ইতিহাসে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

নবিজির শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ। এই কিছুক্ষণ আগেই যখন আলী রা. দেখে গেলেন, তখনও বেশ সজীব ছিলেন। কথাবার্তা বললেন।

- দুপুরের পর থেকেই দ্রুত অবনতি। কয়েকবার সংজ্ঞা হারালেন। শেষ মুহূর্তের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। বার বার বলছেন : 'নামায... নামায... আর দাসদাসী' (এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্ন নিও তোমরা)। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

- চোখ মেললেন বহুকষ্টে। তাজা মিসওয়াক দেখে চেয়ে রইলেন। আম্মা আয়িশা বুঝতে পেরে মিসওয়াক নিয়ে চিবিয়ে নরম করে পবিত্র হাতে তুলে দিলেন। ভালো করে মিসওয়াক করলেন। ফিরিয়ে দিতে গিয়ে হাত কেঁপে পড়ে গেল।
- প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে কষ্ট। পাশেই রাখা পানির পাত্র। বার বার হাত ভিজিয়ে চেহারায় নিচ্ছেন। বললেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... নিঃসন্দেহে মৃত্যুর কষ্ট সত্য। মৃত্যুর এই কষ্টে আমাকে সাহায্য করুন, আল্লাহ!'
- বাবার এই কষ্ট দেখে ফাতিমা রা. ফুঁপিয়ে উঠলেন : 'হায় আমার আব্বাজানের কতো কষ্ট!' ক্ষীণস্বরে হাবীব বললেন : 'মা গো! আজকের পর থেকে তোর বাবার আর কোনো কষ্ট নেই।' আরো কয়েকবার জ্ঞান হারালেন।
- ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি। উপরে হাত বাড়িয়ে বিড় বিড় করে বললেন : 'আল্লাহুম্মা রফীকিল আ'লা... ফী রফীকিল আ'লা... ফী রফীকিল আ'লা (পরম বন্ধুর পানে)।' হাত পড়ে গেল জমিনে।

নবুওয়াতের অকল্পনীয় বিশাল দায়িত্ব শেষ। আল্লাহ ফিরিয়ে নিলেন তাঁর সবচে প্রিয় সৃষ্টিকে। নিজের কাছে। হাবীবকে। হাবীব আর খলীলের মাঝে কী পার্থক্য। খলীল হলেন তিনি, যিনি আল্লাহর খুশির তরে সবকিছু করতে তৈরি। আর হাবীব হলেন তিনি, যাঁকে খুশি করতে অমুখাপেক্ষী সর্বশক্তিমান সবকিছু করতে প্রস্তুত।

পিছনে রয়ে গেল হাতে গড়া সোয়া লক্ষাধিক কর্মী। রয়ে গেল লিখিত ও মুখস্ত ওহি। রয়ে গেল ওহির প্র্যাক্টিক্যাল ডেমো— সুন্নাহ। রয়ে গেল ওহির বাঁধনে গাঁথা মালা; কিয়ামত তক আনেওয়ালা বিলিয়ন বিলিয়ন এতীম উম্মত। রয়ে গেল মডেল মানুষ, মডেল সমাজ। মডেল রাষ্ট্র, যা আরও মডেল মানুষ তৈরির ফ্যাক্টরি। রেখে যাওয়া এই ভারি দাওয়াহ-যন্ত্রের ভার কে বইবে এখন?

কাল মদীনা ছেড়ে যাবে, ভাবতে শান্তরই উন্মাদের মতো লাগছে। যতবার মনে হচ্ছে কথাটা, বুক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রাস্তার উপরই শুয়ে পড়ি। চোখের দু'কূল উপচে উঠছে বার বার। তাহলে সেদিন বিকেলটা সাহাবিদের কেমন গেছে। সব আছে, শুধু আমার নবি নেই। তাহলে তো কিছুই নেই। আকাশটা আর আকাশ নেই। বাগানগুলোও আর বাগান নেই। রঙগুলো রঙিন নেই। সব বরাবর। সব স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন। উসমান রা.-কে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি না কিছু দেখছেন, না কিছু শুনতে পাচ্ছেন। আলি রা. নিথর বসে আছেন।[৩২] সাড়া নেই,

৩২. তাবাকাতু ইবনি সাদ ২/৩১২ সূত্রে মুসলিম উম্মতের ইতিহাস বিশ্বকোষ ২/৭৯

telegram/ t.m/BoierSomahar

শব্দ নেই। বাকিদের অবস্থা আরও খারাপ। মুনাফিকদের চোখে মুখে আনন্দের ঝিলিক। উমার রা. একে তো নিজের অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছেন এই সংবাদে, তার ওপর মুনাফিকদের সহাস্য মুখ। উমার রা. নিয়ন্ত্রণ হারালেন। রাগে থর থর করে কাঁপছেন। খাপ থেকে তরবারি বাগিয়ে চিৎকার করে উঠলেন : 'নবিজি তাঁর রব্বের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন। যেমন মূসা আ. গিয়েছিলেন তুর পাহাড়ে।। আল্লাহর কসম তিনি জীবিত। যে মুনাফিক বলবে, তিনি মারা গেছেন, হাত-পা কেটে নেবো তার।'

আবু বকর রা.। যুহরের পর নবিজি থেকে অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে, মদীনার বাইরে। খবর শুনে ফিরে এলেন। ঢুকলেন হুজরায়। চাদর সরিয়ে হাবীবের কপালে চুমু খেলেন। টপ টপ করে পানি পড়ে পোশাক ভিজে যাচ্ছে। সাহাবিদের প্রিয় কথাটুকু উচ্চারণ করলেন শেষবার : ফিদাকা আবী ওয়া উম্মী। আমার বাবা-মা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি জীবিত অবস্থায় যেমন সর্বোত্তম ছিলেন, মৃত্যুতেও সর্বোত্তম।

বেরিয়ে আবু বকর গেলেন মসজিদে। সেখানে ভিড়ের মাঝে উমার রা. বেপরোয়া। সবাইকে থামিয়ে শীতল কণ্ঠে বললেন : হে লোকসকল! যারা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করতে, তারা জেনে নাও : তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর উপাসনা করতে, তারা সান্ত্বনা গ্রহণ করো : আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। এটুকু বলে তিনি তিলাওয়াত করলেন :

> আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে ? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।[৩৩]

উমার রা. এর এবার বিশ্বাস হল : নবিজি আর আমাদের মাঝে নেই। আসলেই নেই। এই দুনিয়ায় আর তিনি নেই। বিহ্বল হয়ে শোকের ধাক্কায় সেখানেই বসে পড়লেন।[৩৪]

সোমবার বিকেলেই মদীনায় নেমে এসেছিল মধ্যরাত। সুনসান। থমথমে নৈঃশব্দ্য। একটু পর নেমে এলো সত্যিকার রাত। আরও হাজারো অনিশ্চয়তা

৩৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪

৩৪. সহিহ বুখারী ৪৪৫৪

telegram/ t.m/BoierSomahar

নিয়ে। সামনে কী হবে? কাল কী হবে? এখন কী হবে? বনু সায়িদার সকিফা ছিলো খাজরাজ গোত্রের নিয়মিত জমায়েত স্থল। রোজকার মতো সেদিনও তাঁরা বসেছেন। শূন্যপ্রাণ, বুক-ফাঁকা, বাষ্পরুদ্ধ কান্না বুকে চেপে একেকজন। এ-কথা ও-কথায় নবিজির অবর্তমানে উম্মতের দায়িত্ব কে নেবেন, এই আলাপ উঠলো। প্রস্তাব এলো, মদীনার সংখ্যাগুরু হিসেবে খাজরাজ গোত্রেই খেলাফত আসা উচিত। নাকচ করলেন খাজরাজনেতা সাদ বিন উবাদা। কেউ প্রস্তাব দিলেন : মুহাজির থেকে একজন আমীর, আনসার থেকে একজন। এসব আলাপ পৌঁছে গেল আবু বকরের কানে। নবিজির ওফাত হয়েছে দু'ঘণ্টাও হয়নি, উম্মত ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত চলে এলেন বনু সায়িদার সকিফায়। সাথে উমার রা. ও আবু উবাইদা রা.।

বিচক্ষণ আবু বকর রা. দাঁড়িয়েছেন। আনসারদের মর্যাদা ও প্রশংসার প্রতিটি হাদিস বলছেন। একটিও ছাড়ছেন না। আনসারদের চোখ বাঁধ মানছে না। হাউমাউ করে কাঁদছেন আনসাররা। এই কথাগুলো প্রিয়মুখ আর কোনোদিন বলবে না। শেষে আবু বকর স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রিয়মুখের আরেকটি প্রিয়বচন : নেতৃত্বের জিম্মাদার কুরাইশ। হাদিসটি আপনিও জানেন নিশ্চয়ই, সাদ বিন উবাদা? খাজরাজনেতার মনে পড়ে যায় সাথে সাথে : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনাদের থেকে শাসক, আর আমাদের থেকে উজির।

বশির ইবনু সাদ আনসারী রা. দাঁড়ালেন। স্বগোত্রকে সম্বোধন করে বললেন : আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও রাসূলের আনুগত্য। এর বদলায় আমরা পদ হাসিলের চেষ্টা করবো, এটা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। আরেক আনসারী সাহাবি বললেন : নবিজির স্থলাভিষিক্ত নবিজির গোত্র থেকেই হওয়া উচিত। আমরা তাঁর সহায়তাকারী ছিলাম। এখন তাঁর স্থলাভিষিক্তেরও সহায়তাকারী হবো।

সকলে একমত হয়ে এলে, আবু বকর রা. প্রস্তাব করলেন : তাহলে তোমরা উমার বা আবু উবাইদার হাতে বাইয়াত হয়ে যাও। এদের মর্যাদা হলো : 'আমার পর কেউ নবি হলে সে হতো উমার' আর 'প্রত্যেক নবির একজন আমিন (আমানতদার) থাকে, আমার উম্মতের আমানতদার হলো আবু উবাইদা'।

উমার রা. আর চুপ থাকতে পারলেন না। উচ্চকণ্ঠে বললেন : আপনারা সবাই জানেন, নবিজি ইমামতির জন্য আবু বকর-কেই এগিয়ে দিয়েছিলেন। আপনাদের মাঝে কে আছে, আবু বকরকে পেছনে ফেলে এগোতে চায়? উপস্থিত সকলে

telegram/ t.m/BoierSomahar

সায় দিলেন। এতীম উম্মতের দায়িত্ব পেলেন সিদ্দীকে আকবর, গুহায় নবিজির সঙ্গী, প্রিয়বন্ধু ও শ্বশুর আবু বকর রা.। ভাঙন থেকে সেই সাঁঝের অমাবস্যায় টিকে গেল নবিজির রেখে যাওয়া মডেল। পরদিন মঙ্গলবার মসজিদের মিম্বরে হলো আনুষ্ঠানিক বাইয়াত। হাতের ওপর হাত রেখে বিক্রি হয়ে যাওয়া। আনুগত্যের অঙ্গীকার।

এবার প্রিয়তমের দাফনের আনুষ্ঠানিকতা। মঙ্গলবার যুহরের পর থেকে ছোটো ছোটো দল হুজরায় ঢুকে জানাযা পড়ে আসলো। এটাই ছিলো ওসীয়ত। এক ইমামের পিছনে জানাযাটা হবে না।[৩৫] দাফন হতে হবে যেখানে রুহ কবজ হয়েছে। নবিদের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম।[৩৬] মঙ্গল-বুধের মধ্যবর্তী রাতে দাফন শেষ হল। ক্রন্দসী শহর। পুরো শহর হেঁচকি তুলে কাঁদছে। ফজরের আযান ভেসে এলো মসজিদ থেকে। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পর্যন্ত এসে বিলাল রা. আর সামনে এগোতে পারলেন না। নেই, তিনি নেই। ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। 'হাইয়া আলাস সালাহ' ঢেকে গেল কান্নার আড়ালে। সবাই নিজের পরানখানি মাটিচাপা দিয়ে এসেছে। বুক ফাঁকা। শূন্য দৃষ্টি। ফাতিমা রা. কাঁদছেন আর বলছেন : আনাস! তোমার পক্ষে কী করে সম্ভব হলো, তুমি তোমার রাসূলকে মাটিচাপা দিয়ে রেখে এলে?

নবিজির ওফাত হয় সোমবার বিকেলে। জানাযা শুরু হয় মঙ্গলবার যুহরের পর। আর মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হেরার চাঁদকে ঢেকে নিল মদীনার মাটি। দেরির কারণ ঘটনার শোকাতুর স্তব্ধতা। আর উম্মতের দায়িত্বের জিম্মাদার নিষ্পত্তি করা। যা ব্যত্যয় হলে নবুওয়াতের মিশনই হুমকির মুখে পড়ে যেত। নবিদের মৃতদেহ যে পচে না, এ কথা জানে না, এমন কেউ সেখানে ছিলো না। সুতরাং জরুরি কাজ সমাধা করা দরকার তাঁর শেষশয্যা গ্রহণের আগেই। পরে আরও কঠিন হয়ে যেতো। তাঁর প্রতি সকলের ওয়াদা তাজা থাকতে থাকতেই। তিনি চোখের সামনে থাকতে থাকতেই। চোখের আড়াল হলেই তো মনের আড়াল।

১৬.

আবার উহুদ। এই দফা দিনে দিনে। রোদে ঝলমলে পাহাড়। এ কোণ থেকে ও

---

৩৫. "প্রথমে আমার ঘরের লোকজন আমার জানাযার নামায পড়বে। এরপর মানুষ একাকী জানাযার নামায আদায় করবে"। [ইমাম বাইহাকী, দালাইলুন নবুওয়াহ, ৭/২৩২]

৩৬. "প্রত্যেক নবিকে সেই জায়গাতেই দাফন দিতে হয়, যেখানে তার রুহ কবজ হয়"। [প্রাগুক্ত ৭/২৬০]

telegram/ t.m/BoierSomahar

কোণ। কয়েকটা চূড়া। পুরোটাই জাবালে উহুদ। পাহাড়ের পিছন থেকে জনাপঞ্চাশ ঘোড়সওয়ার। নিমেষে বদলে দিল সমীকরণ। নবিজি এজন্যই পাহাড়ের ওপাশটাতে ৫০ জন তীরন্দাজ রেখেছিলেন। যুদ্ধের পয়লা ধাক্কায় মক্কার মুশরিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। পিছনে যত মালামাল, অস্ত্র, পশু। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী সংগ্রহ করছিল সেসব। পাহাড়ে মোতায়েন তীরন্দাজরা এই মুহূর্তে করে ফেললেন বিরাট ভুল। তারা ভাবলেন যুদ্ধ যেহেতু শেষ, আমরাও যাই। কিছু গনিমত সংগ্রহ করিগে'। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো মক্কার কুশলী যুবক খালিদ বিন ওয়ালিদ। বাজপাখির চোখ, চিতার গতি, নেকড়ের সাহস। গিরিপথের পাহারা খালি দেখে অশ্বারোহী দল নিয়ে ঘুরে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে আক্রমণ করল খালিদ। হঠাৎ পেছন থেকে আক্রান্ত মুসলিম বাহিনী। দিশেহারা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সবাই। ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়। পলায়নরত কাফিররাও ফিরে এলো। মুসলিমপক্ষে ৭০ জন শহীদ হলেন। নবিজি ভীষণভাবে আহত। দাঁত মুবারক ভেঙে গেছে, হেলমেট ভেঙে মাথার ভিতর ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণের জন্য নবিজি সংজ্ঞা হারালেন। ময়দানে চাউর হলো : নবিজি মৃত্যুবরণ করেছেন। মুসলিমবাহিনী একেবারে মনোবল হারিয়ে ফেললো। পিছু হটে সবাই উহুদ পাহাড়ে উঠে পড়লো। বদরের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে ভেবে কাফিররা ক্ষান্ত দিল। এই তো সেই প্রান্তর। শান্ত বইয়ে পড়েছে কতো। আজ চোখও দেখলো। উহুদের শহীদরা এখানেই বিশ্রাম করছেন।

বদরে যাওয়া হলো না। বদর এখান থেকে আশি কিলো দূরে। রমজান মাস। পাহাড়ী পথ। পাথুরে মরু। আশি কিলো। অস্ত্রহীন, রসদহীন, পদাতিক। তিনশো তেরো। বদরী সাহাবিরা মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন ইসলামের জন্য কেউ ছিলো না, এই ক'জনা ছিলেন। তাওহিদের একমাত্র ধারক এই দুনিয়ায়। 'ইয়া রাব্বি! এই গুটিকয়েক লোক শেষ হয়ে গেলে দুনিয়ায় আপনার নাম নেবার কেউ থাকবে না।' নবিজির এ দুআ আল্লাহ শুনলেন। যুদ্ধ শুরু। ১০০০ ঘোড়সওয়ার উটসওয়ারের সাথে ৩১৩ জন খালিহাত পায়দল। অসম যুদ্ধ। সাদা চোখে নিরেট পাগলামি। আল্লাহ এইটুকুই দেখতে চান। প্রেমের কানুনই পাগলামি। বান্দা, তুমি আমাকে কতখানি চাও। আমার জন্য তুমি কী কী কুরবান করতে পারো। দেখি তো। আল্লাহ জাস্ট কুরবানি দেখেন। কিন্তু কুরবানি নেন না। ইবরাহীম চোখ বুঁজে ছুরি চালিয়ে ফেললেই আর কুরবানি নেন না। পরীক্ষা শেষ। পাশ। ঝাঁপিয়ে পড়লেই সাহায্য চলে আসে। কেমন ছিলো সে দৃশ্য! খালিহাত খালিপা লোকগুলো হতবাক হয়ে দেখছিল। সফেদ জুব্বার কালো পাগড়ি ঘোড়সওয়ারগুলোকে। এরা তো আমাদের লোক না। আমাদের সাথে তো ঘোড়াই নেই। ৩১৩ জনের ৭০টা উট, ৩টা মাত্র

telegram/ t.m/BoierSomahar

ঘোড়া। তাহলে এরা কারা? এরা আল্লাহর ফৌজ। পরীক্ষা নেয়া শেষ। তোমরা পাশ। বাকি কাজ আল্লাহর ফৌজে করবে। মুসলমানের অন্তর সবচে বড় অস্ত্র।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তরবারি নেই।'
'এই নাও। এটা দিয়ে যুদ্ধ করো।'

বাড়িয়ে দিলেন খেজুরের ডাল। হাত বাড়িয়ে নিলেন।

'পলক ফেলার পর দেখলাম তরবারি হাতে আমি দাঁড়িয়ে। এটা দিয়ে আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। পরে সেটা হারিয়ে যায়।'

মনের অস্ত্র বড় অস্ত্র। যার মনের অস্ত্র নেই, সে বড় বড় হাতিয়ার টেনে কী করবে? মনটা শান দিতে হবে আগে।

১৭.

মসজিদে নববির পাশেই একটা যাদুঘর মতো করেছে। ৫০ রিয়াল টিকিট। দুপুরের পর শান্ত ঢুঁ দিল সেখানে। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত সকল তথ্য ডিজিটালাইজ করেছে বিশাল টাচস্ক্রীনে। আঙুলের চাপে চলে আসছে তথ্য যত আছে। রেফারেন্স সহ। যেন নবিজি কী কী খেতেন। সব দেখিয়ে দিচ্ছে ডিসপ্লেতে। আম্মাজানদের একেকজনা সম্পর্কে যা যা ইনফো আছে লিটারেচারে, সব। নবিজি দেখতে কেমন ছিলেন। ইত্যাদি বহু তথ্য। একজন উর্দুভাষী আলিম বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর একটা থ্রিডি ডকুমেন্টারি দেখালো। থ্রিডি চশমা পরে দেখতে হয়। সেই পুরনো দিনের মদীনার অলিগলি ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। যেন আপনি নিজেই হাঁটছেন ১৪০০ বছর আগের হিজাযে। আরেকটা সুন্দর আইটেম করেছে। ১৪০০ বছর আগের মক্কা-মদীনার মিনিয়েচার। কোথায় কার ঘর ছিল, মোটামুটি ভালোই দেখিয়েছে। কোথায় কোন পাহাড়। কোথায় বাজার ছিল। ভালো। পয়সা উসুল।

বেলাল মার্কেট থেকে মসজিদে নববির সবুজ গালিচার ডিজাইনে জায়নামায পাওয়া যায়। বেশ দাম। ৭৫ রিয়াল। হোক দামী। দেশে নেবার জন্য এর চেয়ে দারুণ কিছু হতে পারে? নামায-যিকির-তিলাওয়াতে মনে হবে, আমি যেন নবির মসজিদেই আছি। এই অনুভূতির কাছে দাম-টাম তো নস্যি। মদীনার ব্যথা জিইয়ে রাখতে এ তো সস্তা সওদা। মদীনা যে বুকে নিয়ে ঘোরে, সে তো মদীনাতেই আছে। তার চে' বড় বাদশাহ আর কে? মায়ের জন্যও একটা নেয়া যাক।

telegram/ t.m/BoierSomahar

বিদায় প্রিয়তম

আজ বিদায়ের দিন। ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠানো হচ্ছে মুআয রা.কে। উটের ওপর বসে মুআয চুপচাপ। আদবের দরুন। নবিজি নীরবে উটের পাশে পাশে হাঁটছেন। কারও মুখে রা নেই। নবিজির এমন অদ্ভুত নীরবতা কেমন যেন ঠেকছে মুআযের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে এগিয়ে দিচ্ছেন আমাকে, কিন্তু আল্লাহর রাসূল কথা কেন বলছেন না। এমন সময় নীরবতা ভাঙলেন নবিজি। শীতল কণ্ঠে বললেন : মুআজ, আল্লাহর কসম তোমাকে আমি ভালোবাসি। তুমি যখন ফিরে আসবে, আমাকে হয়তো আর পাবে না।' ...ধড়াস করে উঠলো মুআয রা. এর বুকটা। বন বন করে ঘুরতে থাকা দুনিয়াটা হঠাৎ থেমে পড়ল। মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন উট থেকে। মানে? মানে কী? নবিজি বলে চললেন : 'সম্ভবত তুমি আমার মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে পার হবে।'

কী বয়ে যাচ্ছিল মুআযের অন্তরে সেসময়? কেমন লাগছিল মুআয রা. এর? উনার কী মনে হচ্ছিল, ধু ধু মরুর বুকে উনি একেলা দাঁড়িয়ে। যতদূর চোখ যায়, কেউ নেই, কিছু নেই। অতীত নেই। ভবিষ্যত নেই। নিঃশ্বাস নেই। হৃৎস্পন্দন নেই। বুকের ভিতর ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড কিচ্ছু নেই। আবার যখন আসবো, সব থাকবে। শুধু আমার নবি নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মুআয রা.। তা কীভাবে হয়। বাঁচবো কীভাবে আমি উনাকে ছাড়া। নবিজি সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন : কেঁদো না মুআয। কান্না শয়তানের তরফ থেকে।[৩৭]

বেলাল রা. তো নবিজির মৃত্যুর পর মদীনা শহর ছেড়েই চলে গিয়েছিলেন। এ শহরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবই না। চারিপাশ নবিময়। মদীনার এই রাস্তা-বাজার-মসজিদ-গাছ-খেজুরবাগান। নবিজির স্মৃতি মেখে বসে আছে সবাই। এর

---

৩৭. আহমাদ ২২০৫৪, সহীহ।

telegram/ t.m/BoierSomahar

চেয়ে মরে যাওয়া সহজ। জিহাদেই চলে গেলেন সিরিয়া সীমান্তে। মৃত্যু, আর কতো দূরে তুমি। এসো, আমাকে নিয়ে যাও আমার প্রিয়তমের কাছে। আমার চাঁদমুখের কাছে। এ জীবন আমি আর বইতে পারছি না। একদিন ঘুমঘোরে এলেন প্রিয়তম। 'বেলাল, এ কেমন ব্যবহার! ভুলে গেলে আমাকে? একেবারেই যে আসছো না আমার কাছে।' শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন বেলাল রা.। আপনাকে কীভাবে ভোলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? চোখের পানিতে বিরহের নাও। ভেসে ভেসে রওনা দিলেন হাবীবের পানে। সাহাবিরা তাঁকে আযান দিতে অনুরোধ করলেন। বহুদিন পর। মদীনার আনাচে কানাচে ধ্বনিত হলো নবিযুগের সুর। কাঁদতে কাঁদতে মদীনা ছুটলো মসজিদমুখে। স্মৃতি, প্রিয়তমের স্মৃতি। দগদগে স্মৃতি।

উহুদের মাঠে হঠাৎ শোনা গেল : 'মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে।' পুরো মাঠে ধ্বনিত হতে লাগলো অসহ্য কথাটি : 'মুহাম্মাদ মৃত'। লাত-উজ্জা-হোবলের প্রশংসায় উল্লসিত কাফির শিবির। হতাশ হয়ে পড়লো মুসলিমরা। 'আর যুদ্ধ করে কী হবে'— ধরনের একটা বিমর্ষতা ছেয়ে গেল বাহিনীতে। দুজন হতাশ মুসলিমকে দেখে এগিয়ে এলেন আনাস ইবনে নজর রা.। তার বাপ কাফির নেতা নজর। এসে দুই হতাশ মুজাহিদকে বললেন :

'কী, এখানে বসে আছো কেন?'

'কী করবো। নবিজিকেই তো হত্যা করা হয়েছে।'

'নবিজি যদি মারা গিয়েই থাকেন, তাহলে তোমরা আর জীবন নিয়ে কী করবে? তিনি যেভাবে মারা গেছেন, তোমরাও সেভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো।'[৩৮]

বলেই চলে গেলেন যুদ্ধের একেবারে কেন্দ্রে। নবিই নেই, আমি থেকে কী করবো। বরং যেখানে নবিজি গেছেন, সেখানে যাই। শহীদ হলেন। শরীরে ছিলো আশিটা ক্ষত। চেনার উপায় নেই। পরে আঙুল দেখে শনাক্ত করেন তাঁর বোন। যে দুনিয়ায় নবিজি নেই, সে দুনিয়ায় থেকে আমি কী করবো? কাজটা কী আমার এখানে? গেলাম আমি। যত দ্রুত এখান থেকে সটকে পরা যায়, তত দ্রুত নবিজির সাথে মোলাকাত। এক দস্তরখানে সবুজ চা। নহরের পাশে একসাথে ময়ূরের রোস্ট আর কর্পূর-মেশানো শরাব। আর পেটভরা গল্প উনার সাথে। মৃত্যু তো মেহমান।

এখন কথা কওয়া নিষেধ। ওহি নাযিল হচ্ছে। ওহি নাযিলের সময় নবিজি দরদর করে ঘামতেন। কপালে মুক্তোর মতো ঘামের ফোঁটা। শরীরের ওজন বেড়ে

৩৮. ওয়াকিদী, ২৮০

telegram/ t.m/BoierSomahar

যেত অনেকগুণ। উটে বসা থাকলে উট ওজনের চাপে বসে পড়ত। একবার এক সাহাবির উরু ছিলো নবিজির উরুর নিচে। সাহাবি বলছেন : চাপে মনে হল আমার পা ভেঙেই যাবে। ওহির হালত কেটে যেতেই উপস্থিত সাহাবিরা নড়েচড়ে বসলেন। মসজিদের বাইরে উঠোনে যারা নানান আলাপ করছিলেন, তাদেরকে ডেকে ভেতরে আনার শোর পড়ে গেল। নতুন সুরা এসেছে। নতুন সুরা নাযিল হয়েছে। উৎসুক চোখগুলোর সামনে নবিজি পাঠ শুরু করলেন : 'যখন এসে গেল আল্লাহর নুসরত ও বিজয়। আর (যখন) আপনি দেখলেন মানুষ দলে দলে আসছে আল্লাহর দ্বীনে। অতঃপর (তখন) প্রশংসার সাথে আপনার রব্বের তাসবীহ বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চান। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।'

সবাই খুব খুশি। দ্বীনের বিজয়ের কথা আছে সূরাতে। দলে দলে হিদায়াত পাবার কথা আছে। শুধু আবু বকরের মুখ শুকিয়ে গেল। তাকানো যাচ্ছে না উনার মুখপানে। যেন ভয়ানক কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলেন। জগতের তামাম আঁধার ভর করেছে আবু বকরের চেহারায়।

'কী ব্যাপার সিদ্দীক! হঠাৎ এতো বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে? অসুস্থ?'

'মাত্র যে ওহি এলো। কী বুঝলে?'

'আমাদের বিজয়ের দিন শুরু। আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন।'

'আরেকটা দুঃসংবাদ আছে এর ভিতর।'

'দুঃসংবাদ? কোথায়?'

'আল্লাহর রাসূল আর আমাদের মাঝে বেশিদিন নেই। রিসালাতের দায়িত্ব শেষ হবার ইশারা এসেছে।'

সব সওয়া যায়। নবিজি থেকে দূরে থাকবো কেমনে? অসম্ভব। এই বিদায় নেয় কীভাবে মানুষ? এই বিচ্ছেদের সাথে কীসের তুলনা দেব? মা-সন্তান? বাপ-বেটা? স্বামী-স্ত্রী? এ এক আজীব বিচ্ছেদ। দুনিয়ার সব ঘা যত সময় যায়, সারতে থাকে। আর এই ক্ষত সময়ের সাথে বাড়তে থাকে। এই শহর ছেড়ে লোকে যায় কীভাবে? এই মসজিদ, এই মায়াবি সবুজ গম্বুজ, এই ঠাণ্ডা হাওয়া, এই সোনালী গ্রীল। যখন ইচ্ছে রওজায় এসে অন্তর জুড়ানোর দিনগুলো শেষ। এতো তাড়াতাড়ি? স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত। এতো দ্রুত তাই বলে?

চলে গেলাম, প্রিয়তম। এ জীবনে আর দেখা হবে কিনা, জানি না। দুচোখ ভরে দেখে গেলাম। চাঁদমুখ দেখা তো এই কপালে নেই। এই সোনালী গ্রিল, এই

telegram/ t.m/BoierSomahar

সবুজ গম্বুজ দু'চোখ ভরে দেখে গেলাম। আপনার উম্মত দেখেন মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া অব্দি ছেয়ে গেছে। কিন্তু আপনি বলেছিলেন : ওয়াহান। সেই ওয়াহান আমাদেরকে শেষ করে দিয়েছে। কিছু করার নিয়ত করে গেলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার রব্বকে বলবেন, আমাকে যেন দ্বীনের জন্য খরচ করে। আপনার দ্বীনের জন্য যেন আমাকে খরচ করে ফুরিয়ে ফেলে। আপনাকে ছাড়া কীভাবে থাকবো ইয়া রাসূলাল্লাহ। পরান কীভাবে মানবে? আল্লাহর কসম, আপনাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। কসম আল্লাহর। হ্যাঁ, গুনাহ করি। আমলে ভেজাল আছে, তওবায় ভেজাল আছে। কিন্তু আপনাকে যে ভালোবাসি, এই ভালোবাসায় এক ফোঁটা খাদ নেই। কোনো 'যদি-তবে-কিন্তু' নেই।

কলজে-ছেঁড়া ব্যথা কাকে বলে, শান্ত টের পাচ্ছে। হৃদয়ে বড়শি গেঁথে হোটেলের দিকে হাঁটে শান্ত। কদমে কদমে টান পড়ছে। আর কী অসহ্য যন্ত্রণা। কোথায় যেন ছিঁড়ে-ফেড়ে যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ, কেন এলাম এখানে? ভালোই তো ছিলাম। এই কষ্ট কেন চেনালে? এক কষ্ট ভুলতে এলাম, এ কোন কষ্ট নিয়ে ফিরছি, মালিক।

'বড় কষ্ট হচ্ছে, আবদুর রহমান।'

'ভাই, সৌদি আবার ডাক্তার নিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। চলে আসেন। ডাক্তারদের মোটা মাইনে দেয় এখানে। নবিজির কাছাকাছি থাকাও হলো, আয় ইনকামও হলো।'

'তা না হয় হলো। তবু ভয় হয়। যদি মদীনায় অভ্যস্ত হয়ে যাই? যদি এখানে থাকতে গিয়ে ব্যথাটুকুই হারিয়ে বসি? তাহলে আমি বাঁচবো কী নিয়ে?'

এরচে' বরং দূরেই থাকি। বছর বছর কলজেয় টান পড়বে। ছুটে এসে বুক ভরে আরও ব্যথা নিয়ে যাবো। সোনার মদীনা, তাহলে ঐ কথাই রইল। তোমার সাথে আমার 'ব্যথার সম্পর্ক'ই থাক।

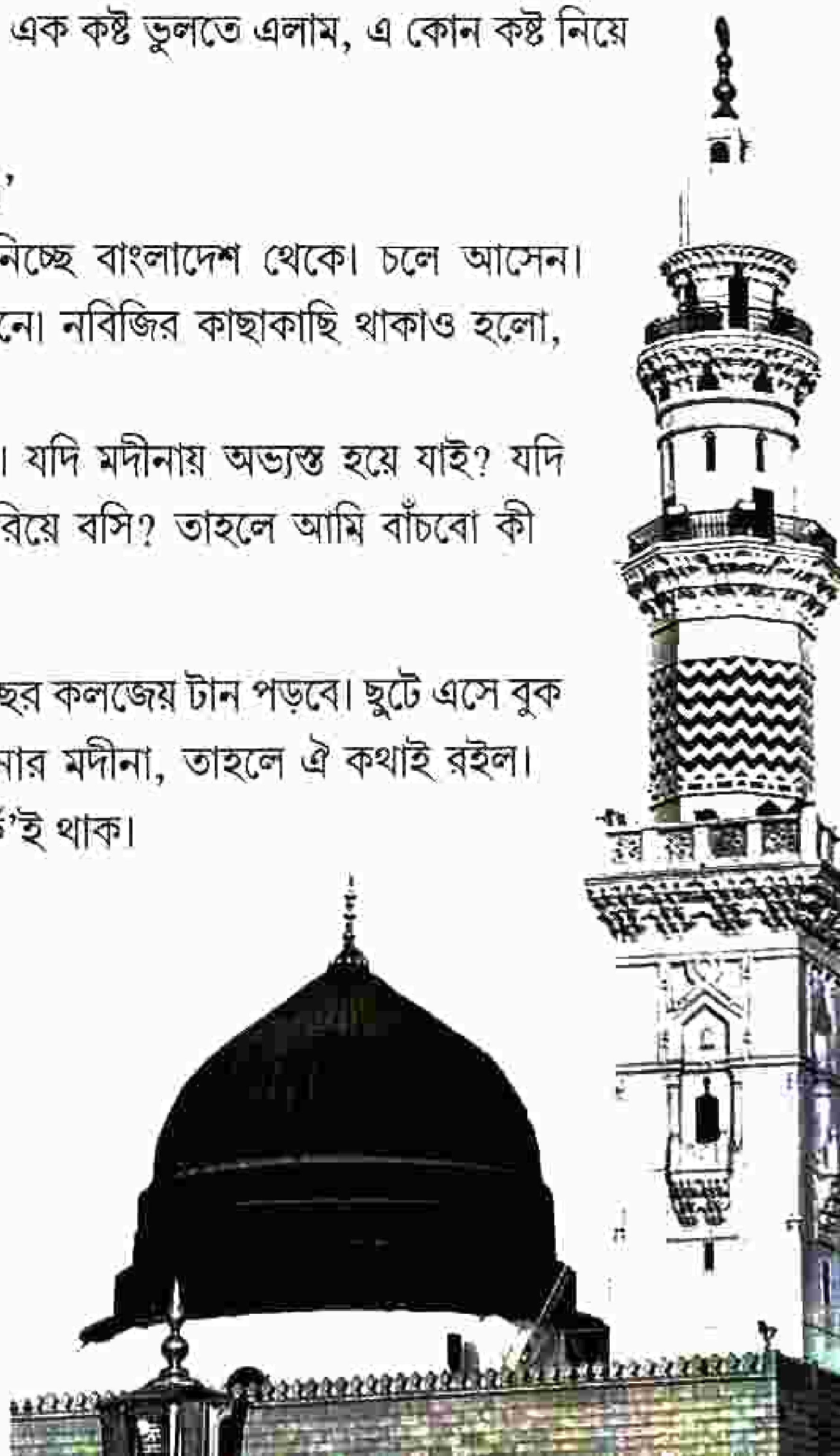

telegram/ t.m/BoierSomahar

ইহরাম

গোসল করে ইহরাম পরে শান্ত। আতর মাখা সুন্নত। আতর মাখবেন গায়ে। কাপড়ে না। দিলের রোখ ঘুরাতে হবে এবার। এতক্ষণ অন্তরে ছেয়ে ছিলেন নবিজি। এখন থেকে অন্তর ছেয়ে থাকবেন নবিজির স্রষ্টা ও মালিক। ভাবাবেগ ছাপিয়ে এক নিরেট বাস্তবতা। আমার বাড়ি আমার জমি। অথচ এই দুই টুকরো কাপড়ছাড়া কিছুই আমার নয়। সহসা এই দুই টুকরো সাদা কাপড় বড় আপন মনে হয়। আসলেই তো। এরাই আমার আপনজন। যেদিন কেউ থাকবে না পাশে, সেদিন এরা দুজনই লেপ্টে থাকবে মমতায়। শীত-বর্ষায়। বিজন আঁধারে। মাটির পেটে। শান্ত ইহরাম গায়ে জড়িয়ে নিলো পরম ভালোবাসায়। অনেকেই হজের ইহরাম দিয়েই কাফন দেবার ওসিয়ত করে। শান্তও করবে। এই ইহরাম ও ধোবে না। এই ধুলা, এই মাটির দাগ, এই ঘাম, এই অশ্রুমাখা ইহরাম নিয়েই ও কবরদেশে যাবে। আবার যদি উমরা বা হজ কপালে জোটে, এটা পরেই আসবে বার বার। জমা থাকবে সব ধুলোমাটি, সব চোখের পানি। রহমানের রহম পাবার প্রতিটা এভেইলেবল খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে হবে।

অবশ্যি শহীদ হওয়া নসিব হলে তো শয়ে-শ'। শহীদকে কাফন-গোসল দিতে হয় না। রক্তমাখা পোশাক নিয়ে অমনি মাটি হয় তাদের। সম্মানের ব্যাজ রক্তলাল দাগ। হাশরের দিন এই রক্ত থেকে মেশকের ঘ্রাণ ভুরভুর করে বেরোবে। সীনা টান করে উঠে দাঁড়াবে শহীদেরা। আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ। জীবনের চেয়ে বড় প্রিয় আর কী। আমার প্রিয় বস্তু তোমার জন্য, স্রেফ তোমার জন্য কুরবান করেছি মালিক। শয়ে শয়ে যুবক তৈরি আছি আমরাও। এক করে দেন আমাদের।

telegram/ t.m/BoierSomahar

নেতা দিয়ে দেন একজন।

মদীনায় ও এসেছে রাতে রাতে। রাস্তার দু'পাশ দেখা হয়নি বড়ো একটা। আজ দেখছে শান্ত। কেমন কী পরিবেশ-টরিবেশ। আজ সেইটে দেখছে শান্ত। উঁচু নিচু পাহাড়ি ল্যান্ডস্কেপ। মাইলের পর মাইল কোনো ছায়াদার গাছ নেই। বৃক্ষ জাতীয় গাছ নেই। বেশ পরে পরে গুল্ম জাতীয় ঝোপঝাড় কিছু আছে। এই ছায়াহীন বিস্তীর্ণ মরু ধরে এসেছিলেন ৫০ বছর বয়সী এক হৃদয়ভাঙা মানুষ। ৪৮৫ কিলো রাস্তা। উটের পিঠে। সাথে বন্ধুকে নিয়ে। আরবের শুষ্ক দাবদাহ। ঘাম-অশ্রুসিক্ত। মন ভারি, চাপা কষ্ট। মাথায় প্রেসার, ওহির দায়িত্ব। বৈরী পরিবেশ, বৈরী রাস্তা।

ওদের গাড়ি এসে পড়েছে যুলহুলাইফায়। এখান থেকেই নবিজি ইহরাম বেঁধেছিলেন। বিশাল মসজিদ। মীকাত মসজিদ। গরম পানি, গোসলের ব্যবস্থা সব মজুদ। শান্ত ইহরাম পরেই এসেছে, এখন কাজ ওযু করে দু'রাকাত নফল পড়া। নফলে এক রাকাতে সূরা কাফিরুন, এক রাকাতে সূরা ইখলাস। তারপর উমরারে নিয়ত করে তালবিয়া পড়তে থাকা। লাব্বাইক। আমি হাজির, মালিক। তোমার পলাতক অপরাধী গোলাম হাজির। আত্মসমর্পণ করছি, মালিক। শাস্তি দেবেন না, প্রভু। আপনার শাস্তি সইবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মাইনি। আপনি এতো বড়, আর আমি এতো ক্ষুদ্র। আপনার ক্রোধ আমি কেমনে সই, বলেন? তওবা করেছি, ফিরে এসেছি। মাফ করে দেন, মালিক।

মাইক্রোতে ফিলিস্তিনি দুই তরুণ। আবদুর রহমান খোশগল্প জমিয়েছে বেশ।

'ও, তার মানে তুমি থাকো ইংল্যান্ডে, রাইট? ভার্সিটিতে পড়ছো?'

'হ্যাঁ। গ্লাসগো।'

'আর তোমার বন্ধু?'

'আরে এটা আমার বন্ধু হবে কেন। ইনি আমার বাবা।'

'হোয়াটটটটট?'

চকিতে ঘুরে তাকায় শান্ত আর আবদুর রহমান। বলে কী? ছেলের চেয়ে বাপ বেশি শাবাব। আসলে যত নচ্ছাড় হলো ভুঁড়ি বাবাজি। হাত-পা শুকনো পাটকাঠি হয়ে লাভ নেই। সীমিত পরিসরে মাঝারি গোছের এক পিস ভুঁড়ি থাকলেই বয়েস বেড়ে যায় হু হু করে। নাহ, ভুঁড়ির একটা হেস্তনেস্ত এবার করবেই শান্ত। এক বেলা ভারি খাবার আর দু'বেলা লো-ক্যালরি অভ্যেসটা ধরে রাখা চাই। সবচে বড় কথা হলো, ভুঁড়িচর্বিসমেত তেলতেলা ফিগার সুন্নতের খেলাফ। নবিজির পেট সীনার

telegram/ t.m/BoierSomahar

চেয়ে সামনে যেত না। এরকম বান্দা আরেকজন পেয়েছিল শান্ত। দুই জময ছেলে আর বাপ। যেন তিন জময ভাই। বাপের বয়স ৫০+, দেখলে মনে হয় তিরিশ টিরিশ হবে। রূপের রহস্য কী? বললেন : পানি খাই বেশি। ফিলিস্তিনির বাপটার দিকে হতাশ বদনে তাকায় ওরা দুজন। ওদের ড্রাইভারটা সৌদি। বয়সে চ্যাংড়া। ১৫০ কিলোতে টানছে। শান্তর চোখ লেগে এলো।

সমস্ত নবী এসেছেন বাইতুল্লাহ-তে। বাইতুল্লাহ। আল্লাহর ঘর। কার? আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তার গোলামির জন্য নির্মিত প্রথম ঘর। নবীরা কাঁদতে কাঁদতে আসতেন। ভয়ে ভয়ে। দায়িত্ব আদায় ঠিকমতো হলো কিনা। কাল হাশরের মাঠেও নবিরা ভয়ে পেরেশান থাকবেন : 'নাফসী নাফসী'। শুধু একজন থাকবেন গুনাহগার উম্মতের জন্য বেচাইন : 'আমার উম্মতের কী হবে!' কী দিয়ে শুধবে উম্মত তাঁর ঋণ? আম্মা আয়িশা একবার বললেন :

'আমার জন্য দুআ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

'আল্লাহ! আয়িশাকে মাফ করে দেন।'

আম্মাজান মহাখুশি। ছোটোমানুষ। খুশিতে গড়াগড়ি অবস্থা। নবিজি শুধালেন :

'তুমি খুশি হয়েছো, হুমায়রা?'

'আপনি আমার জন্য দুআ করলেন। আর আমি খুশি না হয়ে পারি?'

'তুমি জানো, আমি রোজ এই দুআ পাঁচ বার করি আমার উম্মতের জন্য।'

আমরা সবাই গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দিলাম ধরেন। শোধ হবে ঋণ? যিনি আমাদের চামড়া বাঁচানোর চিন্তায় সারা জীবন, সারা বরজখ, সারা হাশর কাটিয়ে দিলেন। আজ তাঁর সুন্নতগুলো আমাদের কাছে সবচে আনস্মার্ট, সবচে অবাঞ্ছিত, সবচে নিগৃহীত। কাফিররাও এতো অপমান করে না নবির সুন্নতের, যতটা আমরা মুসলিমরা করি। দাড়ি-টুপি থেকে নিয়ে লেনদেন-উৎসব পার্বণ। মুসলিমরাই সুন্নতকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে। অমুসলিমরা দাড়ি-টুপিকে ফ্যাশন হিসেবে করে। উৎসব-বিলাসিতায় মিনিমালিজম চর্চা করে। ব্যবসায় করে ভ্যালি-মানসিকতা। লেনদেনে মোরালিটি-অনেস্টির নামে করে। সুন্নতকে ওরা চর্চা করে না বুঝেই। আর আমরা জেনেবুঝেও করি না। অপ্রয়োজনীয় মনে করি। এই স্পর্ধার জরিমানা কী দিয়ে চুকোবে? এতো দরদের নবিও যদি কাল কাওসার কূলে বলেন : 'সুহকান সুহকান! আমার দ্বীনকে বদলেছো। দূর হও!' তাহলে আর কে পক্ষে

telegram/ t.me/BoierSomahar

বলবে সেদিন।[৩৯]

হারামের সীমা উত্তরে তিন মাইল, তিন পাশে সাত মাইল করে। এই এলাকার মাঝে কিছু কাজ নিষেধ। এজন্য নাম 'হারাম শরীফ'। নবিরা এই এলাকায় ঢুকতেন পায়ে হেঁটে। শান্তও আজ পায়ে হেঁটে ঢুকবে। পাগলের মতো ঢুকবে। গায়ে পথের ধুলা, চুলদাড়ি উসকোখুসকো। কাপড় ধুলিমলিন, চোখ ভরা পানি। গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বে। মালিক, এসেছি। মাফ করে দে। কানে ধরেছি, নাকে খত দিচ্ছি, মাফ

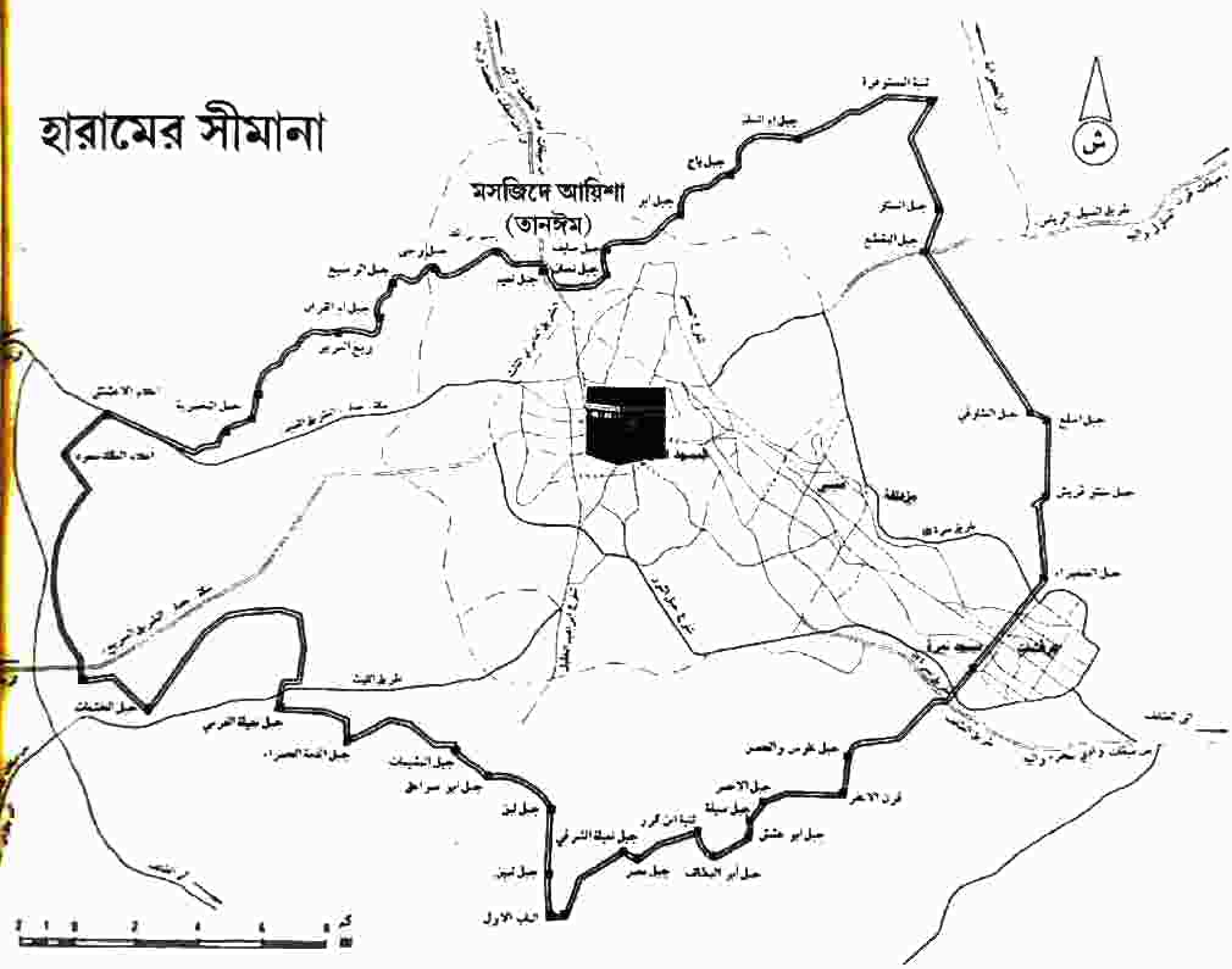

৩৯. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযে কাওসারের কাছে পৌছব। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৌছবে, সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, তারা তো আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সকল নতুন নতুন মত পথ তৈরি করেছে। তা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক (অর্থাৎ এ ধরনের লোক আমার শাফা'আত ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী ৬৫৮৩ ও মুসলিম ২২৯৬)

telegram/ t.m/BoierSomahar

করে দে।

বাচ্চা যেমন মায়ের আশপাশে ঘুরে ঘুরে কাঁদে, আমিও ঘুরতে থাকব যতখন তুমি মাফ না করবা। বাচ্চা যেমন মায়ের আঁচল ধরে আবদার করে, আমিও তোমার ঘরের গিলাফ ধরে ঘ্যান ঘ্যান করবো, মাফ তোমাকে করতেই হবে। মায়ের পা ধরে গড়াগড়ি করে বাচ্চা। মাফ না করা অব্দি তোমার ঘরের দেয়াল ধরে আছাড়িপিছাড়ি করবো। আমার গায়ে-মাথায় ধুলো-মাটি দেখে তোমার করুণা উথলে উঠবে না, মালিক? ও মায়ের-চেয়ে-মেহেরবান রব্ব, বলো, আমাকে দেখে তোমার দয়া হয় না? আমি কি এতোই পর হয়ে গেছি? আমি কি এতোই নাপাক।

সন্তানকে ময়লা-মাটিমাখা দেখলে মা কী করে? মায়ের মমতা উথলে ওঠে। মা পাগল হয়ে যায়। আহারে আমার সোনা মাটিতে আছে কখন থেকে। কোলে নেয়, আদর করে, পরিষ্কার করে। জিন-ইনসান-জন্তু জানোয়ার-মাছ-সাপ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মায়ের সম্মিলিত মমতা মিলে যার মমতার ১%-ও না। সেই মালিকের শফকতে রহমতে জোয়ার না উঠে যাবে কোথায়। বান্দা ফিরে আসতে দেরি, মালিকের মাফ করতে দেরি নেই। অবশ্য তিন মাইল পায়ে হেঁটে ছেঁচড়ে আলুথালু বেশে ধুলোবালি মেখে নাকে খত দিয়ে মালিকের ঘরে যাবার সাধ মিটলো না শান্তর। লাব্বাইক ইয়া গাফফার। লাব্বাইক ইয়া সাত্তার। লাব্বাইক ইয়া আরহামার রাহিমীন। লাব্বাইক ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। লাব্বাইক ইয়া আকরামাল কারিমীন। এসেছি মালিক। তোমার বখে যাওয়া বান্দা ঘরে ফিরেছে। তোমার অবাধ্য গোলাম আত্মসমর্পণ করেছে। আমাকে নাও মালিক, গ্রহণ করে নাও।

ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা ছুটে যায় শান্তর। দূর দিগন্তে ভেসে ওঠে ক্লক টাওয়ার। মক্কা। এই সেই মক্কা। সহস্রাব্দপ্রাচীন নগর। ইয়েমেনে হিময়ারী সাম্রাজ্য থেকে সিরিয়ার নাবাতী সাম্রাজ্যের বাণিজ্যপথ। ওদিকে ক্যালডীয়, ব্যাবিলনী, সুমেরীয় সভ্যতার মেসোপটেমিয়ার দিকের বাণিজ্যপথ। মাঝখানের পয়েন্ট মক্কা, বাক্কা, মাকোরাবা। হাজার বছরের সাক্ষী। মহাপুরুষ ইবরাহীম আ. এর স্মৃতি, ইসমাইল আ. এর স্মৃতি, তাঁদের বংশধর শেষনবি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতি বুকে নিয়ে গম্ভীর, সৌম্যভাব নিয়ে চেয়ে আছে মক্কা। খলিলুল্লাহ, যাবিহুল্লাহ, হাবিবুল্লাহর শহর। মক্কা।

আলিশান সব বিল্ডিং করতে গিয়ে ধ্বংস করতে হয়েছে অনেক কিছু। আবু কুবাইস পাহাড়-টাহাড় এমন অনেক স্মৃতিবিজড়িত জায়গা। অবশ্য বিশাল মুসলিম

telegram/ t.m/BoierSomahar

উম্মতের জন্য হয়ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। পাহাড় ফুঁড়ে টানেল করেছে বেশ। রাস্তাঘাট পরিপাটি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। থালার মতো চাঁদ উঠেছে একটা। ঐ পাহাড়ের মাথায়। কতকিছুর সাক্ষী এই চাঁদ। নিজের দু'টুকরো হবার অনুভূতি কি ওর আজও জীবন্ত? ব্যথা হয় মাঝে মাঝে গোলগাল শরীরে?

ইবরাহীম খলিল রোডের শেষমাথায় ওদের হোটেল। যুবায়ের ভাই আগেই সব ঠিক করে রেখেছে। খুব সজ্জন মানুষ। মক্কাতেই চাকরি করেন। হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে এশার ওয়াক্ত হয়ে এলো। মালপত্র রেখেই পড়িমরি দৌড়। দুপুরে খাওয়া হয়নি। সামান্য খেয়ে নিতে হবে। শরীর ভারি হয়ে গেলে আবার সমস্যা।

এরপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে হবে, আমি এসেছি মালিক। আমি এসেছি। আমাকে পাকড়াও কইরেন না, শাস্তি পাঠায়েন না। আমি নিজে থেকেই এসেছি। দয়ার মালিককে ভুলে দাস ভালো নেই। গোলাম শেষ হয়ে গেছে, বরবাদ হয়ে গেছে মালিকের থেকে পালিয়ে। আমি ফিরে এসেছি। আর আপনার কাছ থেকে চলে যাবো না। আপনার অবাধ্য হবো না। বহুদূর থেকে এসেছি, বহু দেরি করে এসেছি। এসেছি তো। রাগ হয়েন না, মাবুদ আমার।

telegram/ t.m/BoierSomahar

উমরা

স্বপ্নে ভেসে ভেসে বিহ্বলের মতো এগিয়ে যায় শান্ত। যেন নিজের শক্তিতে না, কোনো অজানা রশির টানে। কেউ যেন টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। পা অসাড় হয়ে আসছে। কিন্তু চলা থামছে না। বাবে ইবরাহীম দিয়ে লাব্বাইক পড়তে পড়তে ঢুকছে সবাই। শান্ত ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঢুকছে। এ আমি কোথায় যাচ্ছি? আমার কি অনুমতি আছে? হায়! আমি কি মাফ পাবো? আব্দুর রহমান বলে উঠলো :

'ভাই নিচে তাকান। ওপরে তাকাইয়েন না। কাবা কিন্তু সামনে। আমি যখন বলবো তখন তাকাবেন।'

প্রথম দৃষ্টি। প্রথম বার কাবা দেখা দুআ কবুলের মুহূর্ত। লাব্বাইক পড়া বন্ধ করে দুআ করা শুরু করতে হয়।

জান্নাতে সেই একদিন। জাহানের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান মালিক মহান আল্লাহ সেইদিন সব জান্নাতীদের তলব করবেন : এসো এসো! আল্লাহ ডেকেছেন তোমাদের।। সৃষ্টিজগত ও আল্লাহর মাঝে ৭০০ নূরের পর্দা। যে একটা পর্দার কাছে ঘেঁষলেও জিবরীল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পর্দা উঠিয়ে দিলে আল্লাহর জালালে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে সৃষ্টিজগত। কিন্তু সেইদিন। আল্লাহ নিজেকে দেখা দেবেন। সেই সৌন্দর্য, সেই তেজ, সেই অসহ্য সুন্দর দৃশ্য দেখে জান্নাতিরা বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

দোতলায় উঠে আবদুর রহমান খোঁচা মেরে অস্ফুট স্বরে বললো : 'তাকান, ভাই।' ডুকরে কেঁদে ওঠে শান্ত। ইস! যদি পালিয়ে যেতে পারতাম। কোন মুখে এসেছি। কোন গুনাহ করতে বাকি রেখেছি। মেহেরবান মালিকের অবাধ্যতার

telegram/ t.m/BoierSomahar

কোনটা বাদ দিয়েছি? যদি এখান থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তারপর আমার কী হবে। চোখের কোণা দিয়ে ভয়ে ভয়ে একটু তাকায় শান্ত। আভিজাত্য। মর্যাদা। ভয়। অন্তরময় এক শান্ত নদী। প্রদীপ্ত সূর্যের নরোম জোছনা। পাপীর ভেজা মন। অবশ শরীর। শেষ আশা। 'আমার' মালিকের ঘর।

তাকিয়েই অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মন। যত দেখতে থাকে তত প্রশান্ত হতে থাকে অস্থিরতা। এ সৌন্দর্যের কাছে সব অসহায়। আবেগের শক্তি আছে বটে। আবেগ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে। বিহ্বলতায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে শান্ত। অপলক। কালো গিলাফ। কী অদ্ভুত গভীরতা ওই কালো রঙে, কী অনাবিল প্রশান্তি ঐ কালোয়। দেখে সাধ মেটে না, পলক ফেলে সময় নষ্ট করতে মনে চায় না। এ আমার মালিকের ঘর। এ আমার শরীরের কেবলা। ঘর শরীরের কেবলা, ঘরের মালিক মনের কেবলা। কতো দেখেছি ফটোতে-ভিডিওতে, আজ নিজের চোখে দেখলাম? আসলেই দেখলাম? এতো সুন্দর কি স্বপ্নরাও হয়?

দুআ করার কথা ভুলেই গিয়েছিল শান্ত। বেশিক্ষণ দুআ করাও গেল না। এশার জামাত দাঁড়িয়ে পড়ছে। হড়বড় করে একগাদা ফরমায়েশ চেয়ে নিল ঘরের মালিকের

telegram/ t.m/BoierSomahar

কাছে। এশার সালাতের পর তওয়াফ শুরু করবে ওরা। মদীনার স্পেশাল আমল নবিজিকে সালাম পেশ করা। আর কাবার স্পেশাল আমল তাওয়াফ। তাওয়াফ যে আঙিনায় করে, তাকে বলে মাতাফ। যত বেশি সম্ভব তাওয়াফ করে নিতে হবে। সারা দুনিয়ায় আর কোথাও এই আমল করার সুযোগ নেই। ঝোলা ভরে এই আমল করে নিতে হবে। কাবার ছবিগুলো ওপর থেকে তোলা হয় বলে খানিক চেপ্টা দেখা যায় ছবিতে। আসলে কাবা লম্বাটে, প্রায় ৩ তলা সমান উঁচু। মাতাফ এলাকাটাও বেশ ছোট। ছবির মতন অতো বড় না।

প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনায় দম বন্ধ লাগছে শান্তর। নিজেকে বিশ্বাস করাতে রীতিমত স্ট্রাগল করতে হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব। মনে হয় স্বপ্ন ভেঙে গেলেই দেখবে বাংলাদেশে নিজের খাটে ও। ওপর থেকে ধুপ করে পড়লো যেন। এরকম পরিস্থিতিতে কোনোদিন পড়েনি শান্ত। এই আজব অনুভূতি ছাপার অক্ষরে কী করে বুঝাই।

তাওয়াফ মূলত 'হাঁটা নামায'। কালো পাথর থেকে তাকবীর বলে এন্টিক্লকওয়াইজ হাঁটতে হবে। আর যত দুআ-জিকির জানেন সব করতে হবে। বাংলায়-আরবিতে-উর্দুতে। আর কাঁদতে হবে। 'মনে মনে বুক চাপড়ে' ইয়া নাফসী নাফসী হয়ে কাঁদতে হবে। কান্না না এলে ভান করতে হবে। এভাবে সাত পাক। পাথরের কাছে এলে তাকবীর বলে হাত দিয়ে ছোঁয়ার মতো ইশারা করে আবেগ নিয়ে চুমো দেবেন হাতে, যেন পাথরেই দিচ্ছেন। ইয়া রব্বা মুহাম্মাদ, ইয়া রব্বাল কাবা, উনসুর উম্মাতা মুহাম্মাদ। মালিক এতোদূর থেকে যখন এনেছেনই, খালিহাতে ফেরত দিয়েন না। এতোদূর থেকে আনলেনই যখন, মাফ করেই দেন।

নিয়ম হলো প্রথম চার চক্করে একটু একটু করে ভিতরে ঢুকবেন। আর পরের তিন চক্করে একটু একটু করে বাইরে বেরিয়ে আসবেন। তাহলে কাবার একদম কাছে যাওয়া হলো, সুযোগ পেলে ছুঁতেও পারা যাবে। অর্ধবৃত্তাকার জায়গাটার নাম হাতীম। এই জায়গাটাও মূল কাবার ভিতরে। আল্লাহর শোকর এটুকু বাইরে রেখেই ঘর তোলা হয়ে গেছে। ফলে আমরা কাবার অংশেই নামায পড়তে পারছি। তবে লম্বা সিরিয়াল। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে পড়া যাবে কোনো এক সময় আল্লাহ চাইলে।

আবদুর রহমানের ডাকে সম্বিৎ ফিরলো।

'ভাই, এদিক আসেন। এই যে মাকামে ইবরাহীম। ঐ দেখেন পায়ের ছাপ দেখা

telegram/ t.m/BoierSomahar

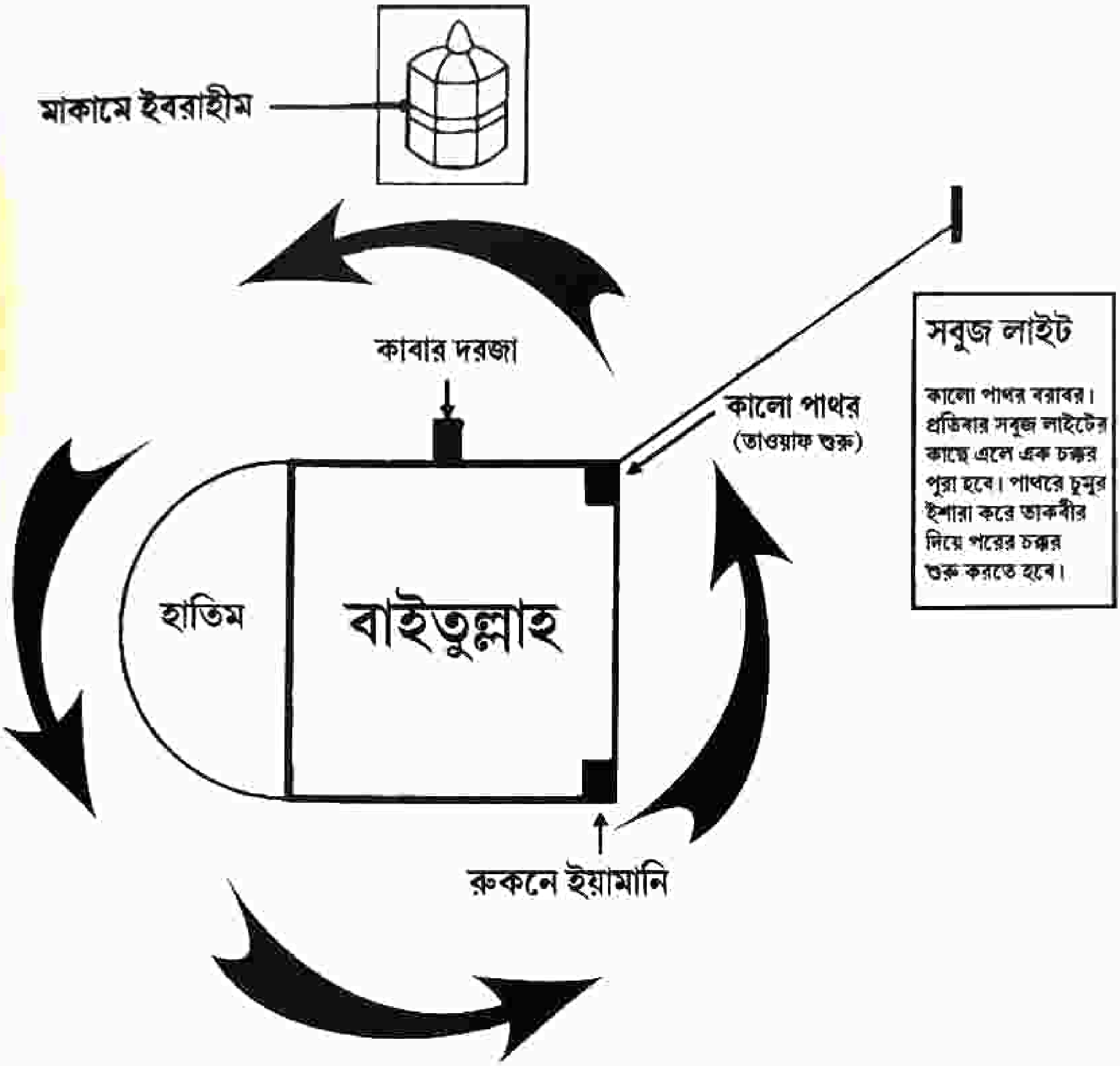

যায়।'

সত্যিই তো। বাবা ইবরাহীমের পায়ের ছাপ। ইসমাইল আ. পাথর আনতেন। আর ইবরাহীম আ. এখানে দাঁড়িয়ে পাথরটা সেট করতেন। কাজ করতে করতে এমন দাগ হয়ে গেছে। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো দাগ রয়ে গেছে আজও। আল্লাহর খলীলের পায়ের দাগ। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীম বরাবর দুই রাকাত নফল পড়তে হয়। তাওয়াফে দুআ কবুল, মাকামে ইবরাহীমে কবুল, তাওয়াফ শেষে জমজমের পানি খাবেন, তখন দুআ কবুল। দুআ না হয় হলো কবুল। আমি নিজে কি হলাম কবুল? জান্নাতে জান্নাতীরা আফসোস করবে : ইসসিরে! দুনিয়াতে আমার একটা দুআও যদি কবুল না হতো। সব দুআগুলো যদি আজকের জন্য তুলে রাখতেন আল্লাহ। নিজেকে কবুল করাতে হবে। আমাকে কবুল করে নাও। আর সব পড়ে থাক। আমাকে নিয়ে নাও। তোমার বানিয়ে নাও।

হাজেরা রা. এর প্রাণটা অজানা আশঙ্কায় চুপসে এলো। এ কোন বিরানভূমিতে

telegram/ t.m/BoierSomahar

এনে রেখে চলে যাচ্ছেন আল্লাহর নবী। তাও এই অবুঝ শিশুসহ। এখানে তো কোনো জনমানব নেই, পানির ব্যবস্থা নেই, ছায়াদার গাছটাছও নেই। বেঁচে থাকার কোনো সবব নেই। কেউ যে সাহায্য করবে, তেমন কেউও নেই। এখানে রেখে যাওয়া মানে এই শিশু আর আমি একটা মেয়েমানুষ। নির্ঘাত মরণ। ওদিকে বাবা ইবরাহীমের অন্তরে কী চলছিল ভাবুন। একদিকে আল্লাহর আদেশ। আরেকদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী, কলিজার টুকরো প্রথম সন্তান। হোক আল্লাহর নবী। মানুষ তো। অন্তরে যুদ্ধ তো চলেই। তবে এতটুকু শীতলতা আছে মনে : আল্লাহ যেহেতু বলেছেন, আল্লাহই দেখবেন। আমাকে আগুনের ভিতরে কে রেখেছিল? আল্লাহই তো। আল্লাহকে তো আমি চিনেই ফেলেছি। পরীক্ষা যতই নাও, মালিক। তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি। আস্থা করে নিয়েছি সব রোমকূপ দিয়ে। ওদিকে হাজেরা রা. ও নবিপত্নী। একদিকে নবীপত্নী হিসেবে আল্লাহর মারেফাত তো আছেই। উল্টোদিকে আছে মাতৃসত্তা, সন্তানের জন্য উদ্বিগ্নতা। এই দেখেন দ্বন্দ্ব। জৈবিক সত্তা আর আবদ-সত্তার মাঝে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব দিয়েই মানুষ তৈরি। এটাই পরীক্ষা। বান্দা, তোমার পাল্লা কোনদিকে ঝোঁকে।

অস্ফুট স্বরে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন। কণ্ঠে ভক্তি। খানিক উদ্বিগ্নতা।

'আমাদের এখানে রেখে যে যাচ্ছেন, তা কি আল্লাহর হুকুমে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান। আল্লাহই আমাদের দেখবেন।'

বাবা ইবরাহীম চলে গেলেন। একেলা মা হাজেরা, শিশু ইসমাইল। কাঠফাটা রোদ, তৃষ্ণায় গলাবুক শুকিয়ে অঙ্গার। পানি না হলেই নয়। সাথে থাকা পানি শেষ ঢের আগেই। ঐ পাহাড়ে উঠে দেখা যাক, যদি কোনো মরুদ্যান, কোনো বসতি চোখে পড়ে। শ্রান্ত ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত হাজেরা বহুকষ্টে উঠলেন পাহাড়ে। শ্রান্তি-ক্লান্তির সাথে যোগ হলো হতাশার যন্ত্রণা। কিচ্ছু নেই। দূর দূর তক কেবল পাথুরে মরু ছাড়া কোনো কিছুর ছায়াও নেই। আচ্ছা ঐ পাহাড়টায় উঠে ওদিকপানে দেখি। নামলেন সাফা পাহাড় থেকে। মাঝের জায়গাটুকু 'মায়ের মতো' দৌড়ে পেরোলেন। সকল প্রাণীর মায়েরা যেভাবে সন্তানের জন্য পড়িমরি করে দৌড়োয়। বাচ্চাকে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছেন, সেখানে হাতপা ছুঁড়ছে শিশু। দেখে মা আরও বেচাইন। মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন কষ্ট করে। আবারও হতাশ। কিচ্ছু নেই। ধু ধু মরু মুখব্যাদান করে টিটকারি করলো। আচ্ছা, মনে হলো আগের পাহাড়ে কিছু একটা দেখেছিলাম। দেখেছিলাম নাকি? এক উতলা নারী, সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া এক মা, তৃষ্ণার চূড়ায়, ক্লান্তির প্রান্তসীমায় একবার না, দুইবার না। সাত সাতবার ওঠানামা করলেন

telegram/ t.me/BoierSomahar

পাহাড় থেকে পাহাড়ে।

আল্লাহর রহমে-করমে তুফান উঠল। সরাসরি জান্নাত থেকে জারি করে দিলেন পানি। ঠিক শিশুর পায়ের গোড়ালি মৃদু আঘাত করছে যেখানে, ওখানেই। ঝাঁপিয়ে পড়ে মা তুলে নিলেন কাছে কাছে টুকরো টুকরো পাথর। পানির ধারাটুকু ধরে রাখতে পাথর তুলে গোল করে দেয়াল তুললেন। আর বললেন : 'জম... জম...। জমো জমো। পানি, তুমি জমে থাকো।'

আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কোটি লিটার পানি তুলছে আর সাধ মিটিয়ে পান করছে, নিয়ে যাচ্ছে, ওজু করছে। পাঁচ হাজার বছর ধরে শেষ হয়নি। এমন জায়গায়, যেখানে শত মাইল দূরে সাগর। নেই কোনো নদী, নেই কোনো বৃষ্টি। ভূ-গর্ভস্থ কোনো পানির সোর্স থাকার নেই কোনো সম্ভাবনা। কোত্থেকে আসছে এই কোটি গ্যালন পানি। কেউ জানেনা, বিজ্ঞান সুরাহা পাচ্ছে না। আর কোটি কোটি মানুষের ওপর আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন মা হাজেরার এই উতলা ব্যাকুল 'মা-দৌড়'। পাহাড় থেকে পাহাড়ে। সাফা থেকে মারওয়ায়।

জমজমের পানি খেয়ে খানিক জিরিয়ে নিল ওরা। রইল বাকি সাঈ। এবার যেতে হবে সাঈ করতে। এখন সাঈর জায়গাটা তেতলা। পাহাড়ে ওঠানামাও করতে হয় না। মূল পাহাড়ের কিছু অবশিষ্টাংশ ১ম তলায়। সেখানে লোকে বসে আছে, কেউ অল্প ঐ একটু জায়গায়ই নামায পড়ছে। বরকত নিচ্ছে। ১ম তলায় অবশ্যি বেশ ভীড়। ওরা দ্বিতীয় তলা দিয়ে সাঈ শেষ করলো। সবুজ লাইটের

telegram/ t.m/BoierSomahar

জায়গায় পুরুষমানুষ একটু দৌড়ে পার হবে। প্রতিবার পাহাড়ে স্টপেজে গিয়ে কেবলামুখী দুআ পড়তে হয় :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আমি তা দিয়ে শুরু করছি যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন।

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَر
لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيئٍ قَدِيْر
لَا اِلَهَ اِلَّا الله وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন, তাঁর দাসকে সমর্থন করেছিলেন এবং একা সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেছিলেন।

আর হাঁটতে হাঁটতে যত দুআ-দরুদ মনের কথা আছে সব বলতে থাকতে হয়। কাঁদবেন আর হাঁটবেন। হাঁটবেন আর কাঁদবেন। বাচ্চা যেমন মায়ের পিছে পিছে হাঁটে আর ঘ্যানঘ্যান করে। অমন। মনের যত কথা, আবোল তাবোল যা মনে আসে। আল্লাহ, মাফ করে দেন। মাফ করেন, করেন, করেন। মাফ না করলে আপনাকে ছাড়ছি না। করেন মাফ। কই যাবো মালিক তুমি মাফ না করলে।

তাওয়াফ-সাঈ দুটোই বেশ শারীরিক শক্তির কাজ। তাওয়াফে নিজে শক্তি না খাটালেও। শক্তির স্রোতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যে শক্তি লাগে, তাও কম না। যত কাবার কাছে যাবেন, তত শক্তিপরীক্ষা। তাও এখন শীতকাল। হজের সময় তো ঝলসানো গ্রীষ্ম। এখানে স্বাভাবিক তাপমাত্রাই ৪৫-৫০ ডিগ্রি। কাবার দূর দিয়ে তওয়াফ করলে দূরত্ব একেবারে কম না। অন্যান্য দেশের লোকজন সব ইয়াং বয়সে আসে। ইন্দো-মালয় দেশে পাত্রের মজবুত যোগ্যতা যে, পাত্র হজ বা উমরা করেছে। তুর্কী ও তুর্কীয় মুলুকেও সব তাগড়া নওজোয়ান টানটান চামড়ার লোকজন এসেছে ওমরায়। আর যত হুইলচেয়ার-ওয়ালা অধিকাংশ সব উপমহাদেশের। আমাদের দেশের মেজাজই হল, সারা জীবন হারাম কামিয়ে চামড়া

telegram/ t.m/BoierSomahar

টিল হলে হজ-উমরা করা, চেয়ার-টেবিলে নামাজ পড়া। একদম শেষ বয়সে হজে গিয়ে কী হজ যে করে আসে একেকজনা, আল্লাহ মালুম। যেখানে জোয়ানমর্দ মানুষেরই জিবে বেরিয়ে যায়। তবে আলহাজ্বটা কিন্তু আবার না লাগালেই নয়।

সাঈ শেষে দু'রাকাত নফল পড়লেই উমরা শেষ। এবার চুল ফেলে দিলেই হালাল হয়ে গেলেন। এতক্ষণ ইহরাম বাঁধার কারণে যে যে জায়েয কাজগুলো হারাম হয়েছিল, এখন সব আবার হালাল হয়ে গেল। চুলটা ফেলে দেবার পরই একটা পাগল-পাগল ভাব চলে এল। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখবেন পাগলটাগলদের ধরে ন্যাড়া করে দেয়। ইহরাম শেষে টাকমাথা হলেই কমপ্লিট আল্লাহর পাগল। মনে মনে ছিলো, এবার বাইরে বাইরেও। মালিক রে, আমি গুনাহগার রে মালিক। আমি গাদ্দার, তুই গাফফার রে মালিক। আমি পাপী, তুই সাত্তার। এতবার একই গুনাহ করেছি, যে নিজের চোখের পানিকেও আর বিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনার সত্তার কসম, আমি আপনাকে ভালোবাসি মালিক। এই ভালোবাসায় কোনো মুনাফেকি নেই, কোনো খাদ নেই, কোনো ভেজাল নেই। এই পাগলামিতে কোনো নেফাক নেই, আমার আল্লাহ। ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।

রাত ১২টা নাগাদ ওদের উমরা শেষ। দুপুরে না-খাওয়া। এশার আগে যৎসামান্য মুখে দিয়েছিল, শরীর ভারি হয়ে যাবে বলে। ভালোমতো পেটে পড়েনি কিছু। এবার কিছু না খেলে আর চলছে না। ১৫ রিয়ালের মটন-রেজালা সাথে ফ্রি হাতরুটি খানকয়েক মেরে হোটেলে ফিরে দে ঘুম। এতটুকুতেই শরীর আর চলছে না। বাঙালির শুধু মুখে বড় বড় কথা। এই করবো, ঐ করবো, শরীয়া কায়েম করবো। ফিটনেসের অবস্থা একেকজনের যাচ্ছেতাই। হয় একেবারে বাতাসে উড়ে যায়। নয় বহরে বেশি। বাঙালির সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। তুর্কীরা যে আসলেই শাসক জাতি দেখলেই বুঝা যায়। ঢাল-তরবারি ফিগার। উচ্চতা ৬ ফিট, কাঁধ ২ ফিট। ঢাল ৫ কেজি, তরবারি ৫ কেজি নিয়ে কমসেকম ২/৪ ঘণ্টা তো ময়দানে খাড়া থাকতে হবে, নাকি? অথচ আমরা কিন্তু এমন ছোট্ট ছোট্ট ছিলাম না। আলেকজান্ডারের সেনাপতি মেগাস্থিনিস জানাচ্ছে, বাঙ্গালী সেনাদের ভয়ে আলেকজান্ডার আর বঙ্গে অভিযান আগে বাড়াননি। লর্ড মিন্টো ১৮০৭ সালে পত্র লিখছে :

> I have seen more handsome a race... are full, muscular, athletic figures, perfectly shaped, with the finest possible cast of countenance and features. Their features are one if the most classical european models with great variety at the same time.

telegram/ t.m/BoierSomahar

[আমি আরও হ্যান্ডসাম একটা জাতি দেখেছি (মাদ্রাজীদের তুলনায়)। তারা বলিষ্ঠ, পেশল, এথলেটিক ফিগারওয়ালা, সুগঠিত। তাদের মুখশ্রী যতটা সুশ্রী ও সৌষ্ঠবময় হওয়া সম্ভব। তাদের গড়ন অনেকটা ক্ল্যাসিকাল ইউরোপীয় (গ্রীক-রোমান) মডেলের মতো, বরং আরও বৈচিত্র্যময়।]

কী আমরা কী হয়ে গেছি। ৬ প্রজন্মব্যাপী লাগাতার মন্বন্তর আমাদেরকে পুষ্টিহীন ভেতো (rice-only) বাঙালি করে দিল। চোখের সামনে না খেয়ে ৪ কোটি বাঙালির মৃত্যু পরের প্রজন্মগুলোয় এপিজেনেটিক্স বদলে দিলো। মাইক্রোএভোলুশন প্রক্রিয়ায় আমরা হয়ে গেলাম লিলিপুট। দুবলা এক জাতি। অথচ এককালে আমরাও শাসক ছিলাম। নেপাল থেকে আরাকান, উড়িষ্যা-জৈনপুর থেকে কামরূপ অবধি বাঙালি শাসন করেছে। আজ সেই ব্রিটিশের প্রতি আমাদের কোনো রাগ নেই। ধর্ষকের প্রতি ধর্ষিতার একরাশ মুগ্ধতা। 'লাশটা আজও তার খুনিকে ভালোবাসে।'

'ভাই বুঝলেন, আমরা মুসলিম পুরুষরা এক ফিতরাত বিরোধী জীবনযাপন করি।'

'কেমতে, আবদুর রহমান?'

'এই দেখেন, কাফিররা দেদারসে খায়েশ পুরা করে। একেকজন এভারেজে ...জন নারীর সাথে রাত কাটায়। কেননা পুরুষের হরমোনই এমন। ইতিহাসে কোনো সমাজে কোনো যুগে পুরুষ একবিবাহ করেনি। রোমান সমাজ একবিবাহ আইন করেছিল। কী হয়েছিল জানেন?'

'কী?'

'পতিতাবৃত্তি আম হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীরাও মেনে নিয়েছিল।'

'বলো কী?'

'আমরা তো কাফিরদের মতো যিনা করতে পারি না। ওদিকে আল্লাহ যে হালাল সুযোগ রেখেছেন, তাও গ্রহণ করতে পারি না। কী এক শাখের করাত।'

'তবে জানো আবদুর রহমান, আশা হয়। আল্লাহ এজন্যই আমাদের মাফ করে দেবেন। যা বান্দা, দুনিয়ায় কষ্ট করেছিস। যিনা করিসনি। যা, জান্নাতে ঢোক।'

'তা ঠিক, আমরা নাহয় বেঁচে গেলাম। তবে আমাদের প্রথমাগুলো কিন্তু আটকে গেল। হিসেব দিয়ে পার পেতে হবে। কেন আমার বিধানকে অপছন্দ করতে দুনিয়ায়, বলো?'

'ওরাও ফিতরাতের বাহানা দিয়ে মাফ পেয়ে যাবে। আমরাও ফিতরাতের বাহানা দিয়ে পেয়ে যাবো। কুল্লু খালাস।'

telegram/ t.m/BoierSomahar

তুমি আর আমি

কখন চোখ লেগে গিয়েছিলো, ওরা জানে না। ফজরের পর এক বার তাওয়াফে ঢুকার চেষ্টা করেছিল। জানা গেল ইহরাম পরা লোকেরাই শুধু তাওয়াফ করতে পারবে। অগত্যা ফিরতে হলো হোটেলে। রাতে ঘুমও হয়েছিলো কম। শরীরও ক্লান্ত। যুহর অবধি আর হাঁকডাক নেই। সাউন্ড স্লিপ।

এশার সময় ওরা এলো ইহরাম পরে। নফল তাওয়াফ হলো এক দফা। হাশরের মাঠে নারীপুরুষ সব একসাথে। কারও শরীরে পোশাক থাকবে না। পুরুষ থাকবে খতনাবিহীন। আম্মা আয়িশা রা. অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন আবার : 'পোশাক থাকবে না?' নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'হ্যাঁ। তবে সেদিন কেউ কারও দিকে তাকানোর মতো অবস্থায় থাকবে না।' হাশরের মাঠের একটা ডেমো আপনি পাবেন মাতাফে। সবাই একসাথে ভিড় করে তাওয়াফ করছে। কিন্তু ওখানকার সাইকোলজি কারও দিকে তাকানোর সুযোগ দেয় না। তবে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনার অভিযোগও আসে। আধুনিক ফিতনার যুগে তাওয়াফের সময়টা নারী-পুরুষ আলাদা করে দিলে আল্লাহ নারাজ হবেন না আশা করি। নবিজির যুগে প্রয়োজন ছিলো না, তাঁদের তাকওয়া-দ্বীনি আবেগ আমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিলো। পুরুষ সারা দিন রোদের মধ্যে তাওয়াফ করবে, নারীরা সারা রাত। বেশি কঠিন কিছু না।

এক মালয়েশিয়ানকে ডাকল শান্ত। বেচারার বউটা তার পিঠ ধরে ঝুলে ঝুলে তাওয়াফ করছে। আর ঠ্যালা-ধাক্কা খাচ্ছে। পাশের এক আরবের দিকে ইশারা করে

telegram/ t.m/BoierSomahar

শান্ত দেখালো : 'ধুর ভাই, বউকে এভাবে সামনে নেন। আর দুই হাত দিয়ে এভাবে ব্যারিকেড দেন।' মালয়ী থাম্বস আপ দিয়ে পিছন থেকে সামনে নিলো বউকে। শান্ত ইশারায় বললো : 'থাম্বস আপ দিয়া লাভ নাই, দুআ করো আমার জন্য।' মালয়ী অস্ফুট স্বরে কী যেন দুআ করলো। স্ত্রী-সহ গেলে পিঠের ব্যাগটা স্ত্রী নেবেন সামনে ঝুলিয়ে। আর আপনি থাকবেন স্ত্রীর পিছনে। আপনার দুই হাত থাকবে স্ত্রীকে ঘিরে সামনে। ব্যস। এইবার ভিড়ের মধ্যে গেলেও সমস্যা নাই।

তাওয়াফের একপর্যায়ে শান্ত লক্ষ করলো একটু সরে গেছে গেলাফ। সেখান থেকে ধূসর ইট উঁকি দিয়েছে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে মনে হচ্ছে। শান্ত বাইতুল্লাহ ছুঁয়ে মিনিটখানেক দুআ করে নিতে পারলো। হুড়পাড়ের মাঝে থেকে অন্যকে কষ্ট দেয়ার ও নিজে কষ্ট পাওয়ার কোনো মানে নেই। যেকোনো আমল দ্রুত শেষ করে অন্যকে সুযোগ দিলেই বরঞ্চ লাভ। নিজেরটাও পেলাম, যাকে করার সুযোগ দিলাম তারটাও পেয়ে গেলাম। মুমিনের কোনো লস নেই। লাভই লাভ। নবিজি বলেন : 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাই মুমিনের ব্যাপারে। ...

রাত দুটো। ঘুম ভেঙে গেল শান্তর। আবদুর রহমান বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। এই তো সুযোগ। মালিক আর আমি। আমি আর মালিক। ওযু করে ইহরাম পরে দিলো হাঁটা। মাঝে এক পেয়ালা কফি মেরে দিতে হবে। তারপর শুধু আমি আর তুমি। তুমি আর আমি। তোমাকে ভুলে গিয়ে আমি তো শেষ হয়ে গেলাম মালিক। আমাকে মাফ করে কাছে টেনে নাও।

প্রথম দুদিন খরচই করতে পারছিলো না শান্ত। কফি খাবো, ৩ রিয়াল। মানে (৩×৩০) = ৯০ টাকা। ৯০ টাকা দিয়ে কফি? থাক বাপু। খেয়ে কাজ নেই। পরে টের পাওয়া গেল, সবকিছুতেই এই হিসেব করলে কিছুই কিনতে পারবে না ও। বরং যদি এভাবে মনে করা যায় : কফিটা ৩ রিয়াল, মানে ৩ টাকা। ওয়াও, ৩ টাকা কফি। দ্যাও দ্যাও।

মালিক, আমি এসেছি। একা এসেছি। আসলে তো আমরা একাই। আর দুটুকরো কাপড়। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। জনাকীর্ণ নিরালা। সবকে সাথ হোকার ভি সবসে জুদা হ্যায়। নিজের গভীরে এক বার ডুব দেন না। দিয়ে অনুভব করেন অসীম মালিকের অসীম দান। তিনি আমার কে হন? আমি তাঁর কী হই? কেন তিনি আমাকে আকুল হয়ে ডাকছেন : বান্দা রে, কই গেলি? ফা আইনা তাযহাবুন... কেন তিনি বলছেন : ওরে মনুষ্যি, কার জন্য নিজের মেহেরবান

telegram/ t.m/BoierSomahar

রব্বকে ছেড়ে গেলি? কে তোকে আমার থেকে দূরে নিয়ে গেল রে? মা গররাকা বিরব্বিকাল কারীম... ও নবি, আমার বান্দারা যখন তোমাকে জিগ্যেস করবে, আমি কোথায়? এই যে আমি... ফা ইন্নী কারীব। এই যে আমি সবরকারীদের সাথে। এই যে আমি মুহসিনীনদের সাথে। ডাকলেই পাবি আমাকে। আমি সাড়া দেবো তুই ডাকামাত্র। তোরা ঘুমিয়ে থাকিস বেঘোরে। আমি তোর মালিক ঘুমাই না। ঝিমাই না। পয়লা আসমানে এসে আমি ঠিকই ডাকতে থাকি : কে আছিস গুনাহগার, মাফ চেয়ে নে। কে আছিস অভাবী, অভাব মিটিয়ে নে। কে আছিস দেনাদার, ঋণ শুধে নে। তুই বান্দা বেঘোরে ঘুমাস রে, বান্দা।

মালিক আমার। এই পাপের বোঝা আমি আর সইতে পারছি না। আমার সব সুখ শেষ হয়ে গেছে। আমার সব শান্তি শেষ। আমি বরবাদ হয়ে গেছি। তোমার বান্দা বরবাদ হয়ে গেছে, মাবুদ গো। আমার গুনাহ আমাকে তোমার থেকে দূরে বহুদূরে নিয়ে ফেলেছে। মাফ করে দেও, গাফফার। এই এনে ফেললাম ঘাড়ের বোঝা। এই বিছিয়ে দিলাম নাপাক কলব। সাফ করে দেও রহমতের পানি দিয়ে। আর বইতে পারি না গো আল্লাহ।

লাব্বাইক... লাকা ওয়াল মুলক। তোমারই রাজত্ব। সুবহানা যিল জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আযমাহ। পবিত্রতা সেই সত্তার যিনি পরাক্রমের মালিক, রাজ্যের মালিক, বড়ত্ব ও দৃঢ়তার মালিক। আয় মালিক, তোমার রাজত্ব। তোমার জমিন। অথচ তোমার বান্দারাই কষ্টে আছি। এইটা একটা হইলো কিছু? তোমার দেশে কীভাবে ওরা আমাদের অত্যাচার করে? আমরা তোমার মনমতো হইতে পারি নাই। কিন্তু আমরা তৈরি আছি। লক্ষ যুবক আমরা তৈরি তোমার দ্বীনের জন্য জানবাজ। আমাদের জানকে কবুল করো।

এক বার তাওয়াফ পুরা করে দুই রাকাত নামায পড়ে নিলো শান্ত। এবার আরেক দফা। যত বার পারা যায় করে নিতে হবে। তাওয়াফের ইবাদতটা করার জায়গা সারা দুনিয়ায় এই একটাই। এইবার শান্ত তাওয়াফ করবে অন্য কারও পক্ষ থেকে। কার পক্ষ থেকে করা যায়? পেয়েছি। ইয়া আল্লাহ, কোটি কোটি মুসলমান অন্তরে আপনার ঘরে আসার বাসনা রাখে। মরার আগে এক বার বাইতুল্লাহয় আসার তামান্না রাখে। অতৃপ্ত সে আশা নিয়েই তারা কবরে শুয়ে আছে। আয় মালিক, আমার এই তাওয়াফ সকল জীবিত-মৃত মুসলিমদের পক্ষ থেকে, যারা কামনা করে; কিন্তু আসার নসিব হয়নি। তাদের সকলের পক্ষ থেকে এই তাওয়াফ

telegram/ t.m/BoierSomahar

কবুল করো। যারা আসতে চেয়েছিলো কিন্তু পারেনি, তাদের পক্ষ থেকে এই তাওয়াফ।

সারা রাত তাওয়াফ চলে। এক লহমা খালি যায় না। হাজারে হাজারে মানুষ, কাঁদে আর ঘোরে। মাফ না করা অবধি মালিক তোর আশেপাশে ঘুরবো। ঘুরবো আর কাঁদবো। না ঘুরেই বা কী করবো? আর তো কোনো দরজাই নেই যেখানে ক্ষমা মিলবে। একটাই দরজায় ক্ষমা মেলে। ফিরিয়ে দিলেও এখানেই ঘুরঘুর করবো। না ঘুরেও তো আর কিছু করার নেই। একটাই আশা : এই দরজার আশপাশে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন যদি মাফি মেলে।

তাহাজ্জুদের আযান হয়ে গেল। সার বেঁধে সকলে দাঁড়িয়ে গেছে। অপূর্ব সুন্দর কালো গেলাফ। ছোটো অচেনা কোনো পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। জনম জনম পার করে দেয়া যায় ঐ কালোর দিকে চেয়ে। বিহ্বল করে দেয়া রূপ নিয়ে ঝলমল করছে কাবা। এই টান অমোঘ, অনিবার্য। নবিজি তড়পাতেন বাইতুল্লাহর টানে। হিজরতের সময় বারে বারে করুণ চোখের চাহনি পেছনপানে। ও আমার মক্কা, আমার স্বজাতি যদি আমার সাথে এমন না করতো, আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। কখনো না।

হুদাইবিয়া। কতো আশা নিয়ে এসেছে নিরস্ত্র কাফেলা। এই কাবারই টানে। জানের পরোয়া করেনি, নিরস্ত্র এসেছে মুশরিকের নাগালে। মালিকের ঘরটুকু দেখে নয়ন জুড়োবে। এ আমার মালিকের ঘর। ভালোবাসার আশ্রয়। বজ্রপাতের মতো ফয়সালা হলো, এ বছর কাবাদর্শন মুলতবি। সামনের বছর হবে। হৃৎপিণ্ড ধরে আছাড় মারলো কেউ। হায় হায়, এতো কাছে এসেও পেলাম না। এতো কাছে তুমি, আমার চোখটাই শুধু জুড়োলো না। যে কাবা দেখেনি, সে বুঝবে না মুহাজির সাহাবিদের কলজেয় বড়শির টান। সে বুঝবে না, কাবা একটি বার দেখার আকুতি কেমনতর হয়। পরান যার বন্দি হয়নি, সে কীভাবে বুঝবে শেকলের টানে হৃদয় কতো গভীরে কাটে? যে নবির মুখে আল্লাহর পরিচয় শোনেনি, সে পাগলপারা হবে কী করে ঘরখানি এক নজর দেখার জন্য? আনসারদের মন খাঁ খাঁ করে উঠলো। হঠাৎ করে সবকিছু শেষ হয়ে গেল। বিহ্বল বিমূঢ় একেকজন। নবিজির কথাও কানে যাচ্ছে না কারও। নবিজি বলে চলেছেন, ‘পশু জবাই করো, চুল ফেলে হালাল হও।’ কেউ শুনছে না। শোকে উমার রা. বুড়াভালা বলে বসেছেন নবিজিকে : ‘আপনি কি সত্য নবি নন? তাহলে কেন আমরা পরাজয় স্বীকার

telegram/ t.m/BoierSomahar

করছি?' উমার রা. পরে একদিন বলেন : 'সেদিন যা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তে বাকি সারা জিন্দেগী সদকা করেছি আমি।' এই ঘরের প্রেম, ঘরের মালিককে পাবার বাসনায় পাগল সব।

ফতেহ মক্কার পর সাধ মিটিয়ে সাহাবিরা ইবাদত করছিলো। ইসলামের জানের দুশমন (পরে সাহাবি) হিন্দা (আবু সুফিয়ানের বউ) বলে উঠলো : 'আজকের আগে কাবায় আল্লাহর এমন ইবাদত আমি কোনোদিন দেখিনি।'

তাহাজ্জুদ-ফজর সব শেষে রুমে ফিরলো শান্ত। ফিরে ঘুম।

মাঝনদীতে ডুবলো তরী
জীবনস্রোতে ভেসে
দেখিয়াছে তোমার তটে এসে।
বিপুল মহিমা তোমার, অসীম গরবে
বিরাজিছো। নাদান ক্ষুদ্র এক...অসম সাহসে
কী দিয়ে খুশি করিবে?

তোমারি বিশালতায়
নগণ্য নজরানা মোর
নিয়ে নাও মৃদু হেসে, অমনি ভালোবেসে।
অবলীলায়।
এরপরও কেন জানি, লড়ে চলে একই তালে
ক্ষমায় আর আমার কপালে।
কোন শত্রুতায়?

telegram/ t.m/BoierSomahar

মক্কা যিয়ারত

এক ঘুমে ১০টা বেজে এলো। আজ বৃহস্পতিবার। ওদিকে এক ড্রাইভার ঠিক করা ছিলো, তিনি এসে ফোন করছেন। ওরাও ফ্রেশ হয়ে ঝটপট রেডি। গাড়িচালক বাংলাদেশি। '৯২ সাল থেকে মক্কাতে গাড়ি চালান।

'ভাই, এতোগুলো বছর। এর মাঝে মক্কা এমন সবুজ আর দেখেছেন?'

'না ভাই। এমনিতে ২/৩ দিন টানা বৃষ্টি হয়েছে মাঝেসাঝে। কিন্তু এবারই পয়লা সাত দিন একটানা বৃষ্টি। পাথুরে পাহাড়টাহাড়, মরু উপত্যকা সব সবুজ হয়ে গেছে।'

'কিয়ামতের আলামত কিন্তু এটা, শান্ত ভাই। কিয়ামতের আগে মক্কা হয়ে যাবে সবুজে ভরা।'

'তা-ই তো হচ্ছে এখন।'

১.

ঐ দেখা যাচ্ছে জাবালে সাওর। মক্কা থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে। এখন সবুজ পাহাড়। হিজরতের হুকুম হয়ে গেছে। নবিজি যাবেন উত্তরে, ইয়াসরিবে। কিন্তু গেলেন দক্ষিণে, ইয়েমেনের দিকে। দুই উটে ৩ জন। নবিজি, আবু বকর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর। পিছনে ছাগলের পাল নিয়ে আসছে আমির বিন ফুহাইরা। যাতে উটের পায়ের ছাপ ছাগলের খুরে খুরে মুছে যায়। গিয়ে উঠলেন সাওর পর্বতে। পাহাড়ের একদম ওপরপানে গুহা। আবদুল্লাহ চলে গেল উট দুটো নিয়ে। এক দিন কেটে গেল। পরদিন ভায়ের সাথে আবু বকরের মেয়ে আসমা এলেন খাবারদাবার নিয়ে। আবদুল্লাহ জানালেন : কুরাইশরা ঘোষণা করেছে একশ উট। সেই লোভে লোকজন ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে উনাদের খুঁজতে।

তিন দিনের দিন। গুহার বাইরে হৈহল্লা শোনা গেল। তবে কি লোকজন

telegram/ t.m/BoierSomahar

খুঁজে পেয়ে গেল আমাদের? তবে কি ধরা পড়ে গেলাম? ক্রমেই ওপরে উঠে আসছে তাদের কথার শব্দ। এতোটা কাছে যে, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

আবু বকরের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতা। বার বার নবিজির মুখে চাইছেন। পরান চলে যাবে, আল্লাহর রাসূলের কিছু হবার আগে। মাত্র ২-৩ বর্গমিটার জায়গার গুহা। কেউ উঁকি দিলেই কম্মো সারা।[৪০] নবিজি মুচকি হেসে হাত রাখলেন পিঠে : 'বিমর্ষ হয়ো না। আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন।'[৪১] কে? আল্লাহ। আল্লাহ আছেন। কথার কথা না। বাস্তব অর্থেই, আল্লাহ আছেন তার সাথে, যে আল্লাহর জন্য কাজ করে। আল্লাহর খুশির জন্য কেউ কদম তুলেছে, আর আল্লাহ তার সাথে নেই, আল্লাহ থাকবেন না... এটা আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা। 'আমরা দুজন নই আবু বকর, তৃতীয় জন হিসেবে আল্লাহ আছেন।'[৪২] জগতের স্রষ্টা, নকশা ছাড়া যিনি বানাতে পারেন, যিনি পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান, যিনি কুন বললেই ফাইয়াকুন হয়ে যায়, প্রতিটি কণা যাঁর অধীন, যাঁর কোনোকিছু করতে কোনোকিছুর দরকার পড়ে না। যিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি আমাদের সাথে আছেন। মূসা আ. বলেছিলেন : আল্লাহ 'আমার' সাথে আছেন।[৪৩] আর নবিজি বললেন : 'আমাদের' সাথে আল্লাহ আছেন। মানে এই উম্মতেরও যে নবির মিশন নিয়ে দাঁড়াবে, তার সাথেও আল্লাহ আছেন, যেভাবে নবিদের সাথে ছিলেন। সরাসরি।

মক্কার লোকগুলো অনেকক্ষণ গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনোভাবে তাদের মন নিশ্চিত হয়ে গেল, গুহার ভিতর কেউ নেই। সুতরাং ভেতরে ঢুকে দেখাটা নিতান্ত বেদরকারি। সুতরাং ফিরে যাওয়া যাক। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তাদের আওয়াজ। নবিজি ও আবু বকর গুহার মুখে এলেন দেখতে। এ কী! আরে

---

৪০. Hannan Miah, Inside The Cave of Thawr (or Jabal Thawr) Makkah HD, Youtube

৪১. সূরা তওবা : ৪০

৪২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা.)-এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম, আমি মুশরিকদের পদচারণা প্রত্যক্ষ করছিলাম, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কেউ যদি পা ওঠায় তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে, তিনি বললেন, আমাদের দুজন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? আমাদের তৃতীয় জন হলেন-আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি আমাদের সাহায্যকারী।' —সহিহ বোখারি ও মুসলিম

৪৩. যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল- 'আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম।' মূসা বলল, 'কিছুতেই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।' [সূরা শুআরা ২৬ : ৬১-৬২]

telegram/ t.m/BoierSomahar

সুবহানাল্লাহ! এই গাছটা ছিলো কোথায়? পুরো গুহার মুখ জুড়ে ডালপালা মেলে আছে এক মানুষ সমান বাবলা গাছ। কাল এটা কোথায় ছিলো? কাল একবারও নজরে এলো না যে! আর ডালপালা ও দেয়ালের মাঝে এতো মাকড়সার জাল এলো কীভাবে। এ জাল না ছিঁড়ে না ঢোকা সম্ভব, আর না বেরোনো। আর একমাত্র পাথরটা, যেটাকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে গতদিন গুহায় ঢুকতে হয়েছিল, তার ওপরে ডানা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসেছে এক পাহাড়ি ঘুঘু। রীতিমতো খড়কুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে ফুলে ফুলে বসেছে। যেন ডিমে তা দিচ্ছে। গুহায় ঢুকতে হলে—

এক. পাখিটাকে সরাতে হবে। সিঁড়িটা ফাঁকা করতে হবে পা রাখতে হলে।

দুই. ঐ দিকে দেয়াল আর ডালপালার মাঝে মাকড়সার জালটা ছিঁড়তে হবে।

তিন. এদিকে ডালপালাও কিছু ভাঙা পড়বে। [৪৪]

এইজন্যই মুশরিকরা ভেবেছে ভেতরে কেউ নেই। আল্লাহর সাহায্য এসেছিলো বলে রেহাই। এই গাছ, এই মাকড়সারা আর এই ঘুঘু। আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর খাতিরে কদম ফেললেই সাহায্য হাজির। আল্লাহর জন্য কিছু ছাড়লে সাহায্য দেখা যায়। হারাম চাকরি, ঘরবাড়ি, হারাম প্রেম, হারাম ব্যবসা, সুদী লেনদেন। ছেড়ে দিলে আল্লাহ এমনভাবে হাত বাড়ান, চোখে দেখা যায়, মন ভরে যায়। ঈমান বাড়ে।

২.

জাবালে সাওর থেকে মাইল সাতেক দূরে আরাফার ময়দান। জাবালে রহমত কাছে গিয়ে দেখে এলো ওরা। হজের সময় লোকে লোকারণ্য থাকে। তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। দশ-বিশ লাখ মানুষ। দেখা হলো মসজিদে নামিরা। এই মসজিদের ইমামই হজের খুতবা পড়েন। মসজিদে নামিরাও আরাফাতের ময়দানের ভিতরে। সীমা দেয়া আছে। এই সীমার ভিতরে ৯ই জিলহজ সূর্যাস্ত অবধি থাকতে হবে। এই থাকাটাই (ওকুফে আরাফাহ) মূলত হজ। নবিজির ভাষায় 'আল হাজ্জু আরাফাহ'। এর কোনো কাযা নেই, কাফফারা নেই। এসেছি, মালিক... লাব্বাইক বলতে বলতে সারা দিন এখানে হাজিরা দিতে হবে। সন্ধ্যার পর মুজদালিফা গিয়ে

---

৪৪. মাকড়সার জালের উল্লেখ আছে ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে (হাদিস নং ২৩৪১)। তবে হাদিসের সনদের ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ আছে। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এবং ইবনে কাসির রহ. একে 'হাসান' বলেছেন (বিদায়াহ ৩/২২২)। আলবানি রহ. বলেছেন 'যঈফ'।

আর ঘুঘুপাখির উল্লেখ ইবনে কাসির রহ. ইবনে আসাকিরের সূত্রে করেছেন এবং সনদকে 'গরিবুন জিদ্দান' বলেছেন। [সূত্র: ইসলাম কিউএ]

telegram/ t.me/BoierSomahar

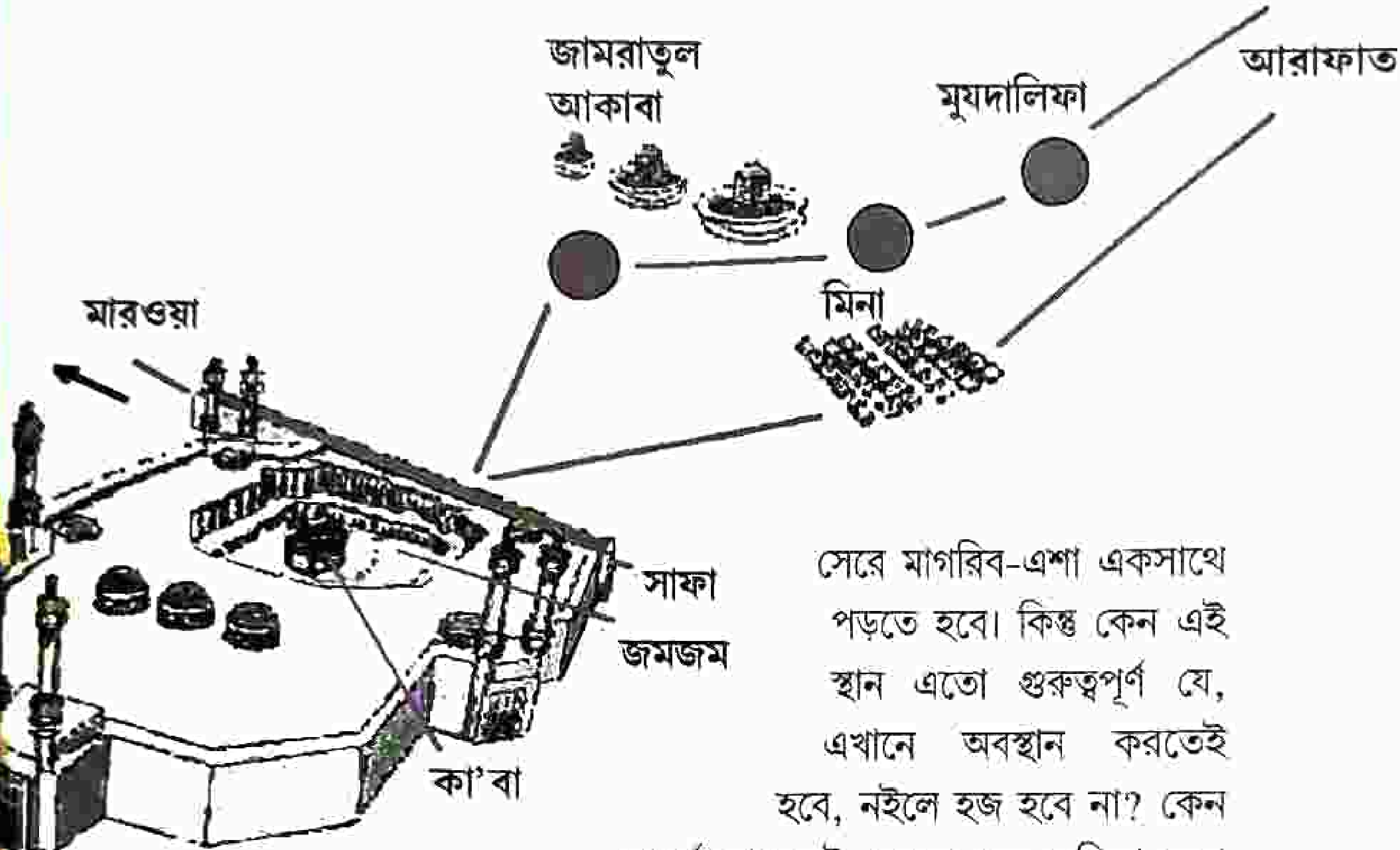

সেরে মাগরিব-এশা একসাথে পড়তে হবে। কিন্তু কেন এই স্থান এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এখানে অবস্থান করতেই হবে, নইলে হজ হবে না? কেন সামর্থ্য থাকলেই এখানে এসে হাজিরা দেয়া ফরজ? করতেই হবে? থাকতেই হবে এখানে এসে?

না জানি কতকাল আগে। এই জায়গাতেই আমরা একাট্টা হয়েছিলাম। বাবা আদমের সব সন্তানদের আল্লাহ এখানেই একত্র করেছিলেন। এ সেই জায়গা। কিয়ামত অবধি যারা যারা আসবে। সব্বাইকে। পিঁপড়ার মতো।[৪৫] এরপর আল্লাহ বললেন :

'আমি কি তোমাদের রব্ব নই? আমিই কি পালি না তোমাদের?'

'জি, মালিক। নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই আমাদের পালেন। (আপনিই আমাদের রব্ব)।'

'এই প্রতিজ্ঞা এইজন্য নিলাম, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পারো,

---

৪৫. আরাফার দিনে নু'মান নামক জায়গায় মহান আল্লাহ আদম-সন্তান হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আদম (আঃ)-এর সকল সন্তানকে তার পৃষ্ঠদেশ হতে বের করলেন এবং তাদেরকে নিজের সামনে (পিঁপড়ের আকারে) ছড়িয়ে দিলেন ও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি তোমাদের রব (প্রভু) নই।' সকলে বলেছিল, بَلَىٰ شَهِدْنَا অবশ্যই, আমরা সকলেই আপনার রব হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। [মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ২/৫৪৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২৩নং]
দুনিয়ায় এমন মহাপুরুষও জন্ম নিয়েছেন, যাদের এ ঘটনা দুনিয়ায় আসার পরও স্মরণ ছিল, যেমন হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে তাঁর এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, সে প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে যেন এখনও তা শুনতে পাচ্ছি (মাআরিফুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)।

telegram/ t.m/BoierSomahar

"আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।"[৪৬] কিংবা তোমরা যেন না বলো, "আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে অংশী স্থাপন করেছে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি মিথ্যাবাদীদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?[৪৭]"'

সেদিনের সেই তাওহিদের স্বীকৃতি। সেই বিশ্বমানবসম্মেলন। এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আরাফাতের ময়দানের এই আয়োজন। মুসলিম উম্মতের মহাসম্মিলনকেই করা হয়েছে হজের প্রধান অনুষ্ঠান।

'ভাই রে ভাই, এই খোলা মাঠ। হজের সময় তো পুরো গরমকাল। তার ওপর মক্কার রোদ। আমাদের মুরব্বিরা এখানে থাকে কীভাবে?' শান্ত খানিক অবাক।

'তাও তো গাছগুলো আছে বলে বাঁচোয়া। এতো ঝাঁকালো ছায়াদার গাছ তো মক্কায় নজরে আসে না।'

'ও এই গাছ? এ তো পরে লাগিয়েছে হাজীদের জন্য।'

'কী গাছ দেখেন তো?'

'নিম নিম লাগছে।'

'রাইট, নিমগাছ। বাংলাদেশের নিমগাছ। জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ থেকে।'

'আমাদের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। জিয়াউর রহমান। হাজীদের রোদে কষ্ট হয় বলে পাঠিয়েছে। আজও ছায়া দিচ্ছে আল্লাহর মেহমানদের।'

'দেখেছো আবদুর রহমান। এই হলো সদকায়ে জারিয়া। মেজর জিয়া তো বাঁচার রাস্তা করে নিলো, দেখলে?'

'আর্মির লোক তো। খুব সেয়ানা। এস্কেপ রুট বানিয়ে গেছে। পুরুষ রাষ্ট্রপ্রধানরা তো কাবার ভিতর সাফ করার জন্যও আসে। উনিও এসেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, এরশাদ চাচাও এসেছিলেন।'

৩.

সেখান থেকে মিনা বেশি দূরে না। বিশাল এলাকা। হাজার হাজার এসি তাঁবুর

৪৬. সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৭২

৪৭. সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৭৩

telegram/ t.m/BoierSomahar

স্ট্রাকচার। মিনার পাশেই জামরা। শয়তানকে প্রতীকী পাথর ছোঁড়ার জায়গা। আগে এই জায়গায় অনেক হাজী মারা যেতেন শুনেছি। পদপিষ্ট হয়ে। পাথর মাথায় লেগে। এখন আর সেসব সমস্যা নেই। ট্রাকে ট্রাকে শিমের বিচি সাইজের পাথর এনে রাখে সৌদি সরকার। হয়েও গেছে ৩ তলা। কাছেই পাহাড়ের ওপর আলীশান ভিআইপি রেস্ট হাউস। সৌদি রাজপরিবার ও রাষ্ট্রীয় অতিথিরা মিনায় অবস্থানকালে এখানে থাকেন। জায়গাগুলো দেখে গেল শান্ত একদফা। হজ করা কপালে আছে কি নাই, আল্লাহ মালুম। যে খরচ বেড়েছে এখন। তবে মূল হজের আগে এক বার চেনাশোনা হওয়া ভালো।

মিনা মসজিদ। মসজিদে খাইফ। বছরে ঐ হজের ৫ দিনই খোলা থাকে। ৭০ জনের বেশি নবি এখানে নামায পড়েছেন।[৪৮] এখানেই নবিজি বলেছিলেন : 'যার প্রধান উদ্দেশ্য আখিরাত হয়, আল্লাহ তার সমস্ত কার্যক্রম ঠিক করে দেন। আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দেন এবং দুনিয়া অপদস্থ হয়ে তার সামনে হাজির হয়। আর যার লক্ষ্য দুনিয়া হয়, আল্লাহ তার কার্যক্রমকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, দারিদ্র্যের ভয় তার সামনে দিয়ে দেন আর দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই পায়, যতটুকু তার তাকদিরে আছে।'[৪৯] হাজীরা এখানেই আজ থেকে আর গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেন।

৪.

ফেরার সময় দেখা গেল সেই পাহাড় যেখানে ইবরাহীম আ. জবেহের জন্য নিয়েছিলেন বড় ছেলে ইসমাঈলকে। একটা মনুমেন্টের মতো করে চিহ্নিত করা আছে জায়গাটা। ভুল একটা কথা প্রচলিত আছে আমাদের মাঝে। বাবা ইবরাহীম আ.-কে নাকি বলা হয়েছিল 'প্রিয়বস্তু' কুরবানি করতে। এমন না ব্যাপারটা। সরাসরিই বলা হয়েছিল পুত্রকে কুরবানি করতে। 'হে প্রিয় বৎস! **আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি,** এখন তোমার অভিমত কী বলো?' সরাসরি ওহি।[৫০]

---

৪৮. মাজমাউয যাওয়ায়েদ।

৪৯. তাবারানি।

৫০. এই সন্তান (যাবিহুল্লাহ) কি বড়ছেলে ইসমাঈল নাকি ছোটোছেলে ইসহাক, সেটা নিয়েও আবার খ্রিস্টান-ইহুদিদের সাথে আমাদের বিরোধ। বাইবেলের মতে এই ছেলে ইসহাক আ., বনি ইসরাঈলের আদিপিতা। আমাদের সালাফদের এক অংশের মতেও ইনি ইসহাক আ.। কিন্তু অধিকাংশ আলিম ও সালাফদের মতে ইনি বড়ছেলে ইসমাঈল আ.। সূরা সফফাতের আয়াতগুলো (৯৯-১১৩) দেখলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

telegram/ t.m/BoierSomahar

নবিদের স্বপ্নও ওহি। আমাদের মতো অহেতুক স্বপ্ন তাঁরা দেখেন না। ৯০ বছর চোখের পানি ফেলার পরগে' আল্লাহ একটা সন্তান দিলেন। কলজে ঠান্ডা হলো। বাবা ডাক শুনে পরান জুড়োলো। বাপের সাথে আঙুল ধরে হাটেবাজারে যায়, মসজিদে যায়। মায়া মায়া চেহারা। আধো আধো কথা শুনে বাপের মায়া উথলে ওঠে। আমার রক্ত, আমার বংশের বাতি। শরীরের গড়ন, হাঁটাচলা, চলনবলন হুবহু আমার কপি। আমার সন্তান। যেন ছোট্ট একটা আমিই।

[তিনি বললেন, "আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই হেদায়াত করবেন। হে আমার রব! **আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন**। অতঃপর আমরা তাকে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

অতঃপর তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইবরাহীম বললেন, হে প্রিয় বৎস! **আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি,** এখন তোমার অভিমত কি বল? তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করলেন। তখন আমরা তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! আপনি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলেন!—এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমরা তাকে মুক্ত করলাম এক বড় যবেহ এর বিনিময়ে। আর আমরা তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম; **আর আমরা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের**, তিনি ছিলেন এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আর আমরা ইবরাহীমের ওপর বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাকের উপরও; তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুহসিন এবং কিছু সংখ্যক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।]

দেখুন, দুজন সন্তানের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়জন ইসহাক। ১ম জনের নাম নেই, ইনিই যাবিহুল্লাহ। বাইবেলও স্বীকার করে ইবরাহীম আ. এর দুই পুত্র : ১ম জন হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল; এর ১৪ বছর পর সারার গর্ভে ইসহাক। [আদিপুস্তক ১৬ :১৬ ও ২১ : ০৫] বাইবেল এ কথাও বলছে,

এই সমস্ত কিছুর পরে ঈশ্বর ঠিক করলেন যে তিনি অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা করবেন। তাই ঈশ্বর ডাকলেন, "অব্রাহাম!"এবং অব্রাহাম সাড়া দিলেন, "বলুন!"

তখন ঈশ্বর বললেন, "**তোমার একমাত্র পুত্র যাকে তুমি ভালবাস** সেই ইসহাককে মোরিয়া দেশে নিয়ে যাও। সেখানে পর্বতগুলির মধ্যে একটির ওপরে তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও। আমি তোমাকে বলব কোন পর্বতের ওপর তুমি তাকে বলি দেবে।" [আদিপুস্তক ২২ :০২]

ইসহাকের পক্ষে কখনোই একমাত্র পুত্র হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইসমাঈল তো ১৪ বছর অব্দি ইবরাহীম আ. এর একমাত্র পুত্রই ছিলেন। সুতরাং বাইবেল ও কুরআন উভয় থেকেই প্রমাণিত হয়, এই যাবিহুল্লাহ ইসমাঈল আ.-ই ছিলেন।

telegram/ t.m/BoierSomahar

মায়া বসে যাবার পর আল্লাহ্ আবার সেই সন্তান ফেরত চাচ্ছেন? তাও আবার আমারই হাতে? নিজহাতে নিজের রক্ত কীভাবে বহাই? একদিকে পিতা, আরেকদিকে নবি। আবার প্রাণি-সত্তা আর দাস-সত্তার মাঝে দ্বন্দ্ব। কিন্তু বাবা ইবরাহীম তো আল্লাহ্‌র খলীল। আল্লাহকে তাঁর চেয়ে বেশি আর কে চেনে। সন্তানও মাশাআল্লাহ। 'গুলামুন হালীম', সর্বংসহা পুত্র, ধৈর্যের পাহাড়। সেও জানে বাবা আমার সাধারণ কেউ না, আল্লাহ্‌র খলীল। ছেলের স্মার্ট উত্তর : 'আব্বাজান! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন, তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।' এভাবেই আমাদের সন্তানদের চেনাবার কথা ছিলো আল্লাহকে, আল্লাহ্‌র সকল সিফাতকে। আমরা আল্লাহকে চেনাই 'ভিলেন' হিসেবে, নাউযুবিল্লাহ। এই করলে আগুনে দিয়ে দিবে, ঐ করলে গযব পাঠাবে। আল্লাহকে আর ভালোবাসা হয়ে ওঠে না, শুধু ভয়ই পেতে শেখে। বরং এভাবে বলা দরকার ছিলো : শয়তান আমাদেরকে আগুনে নিতে চায়, আল্লাহ্ আমাদেরকে জান্নাতে নিতে চান। আল্লাহ্ তোমাকে এই দিয়েছেন, ঐ দিয়েছেন, আরও দিবেন জান্নাতে।

নবির ছেলে, খলীলের ছেলে। সেও আল্লাহকে চেনে শ'য়ে শ'। সে জানে, আমি আল্লাহ্‌র বানানো জিনিস, আল্লাহ্‌র দাস। আমার বাঁচা-মরা সবই আল্লাহ্‌র। মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আমার কিছুই না। কিছুই আমার ইচ্ছা না, সবই উনার ইচ্ছা। উনার ইচ্ছায় মরে গেলেই আমার লাভ লক্ষ বছর অবাধ্যতায় বেঁচে থাকার চেয়ে। আব্বা, আল্লাহ্ যা বলেছেন ঐটাই করেন। আমি মন-দেহ সহকারে হাজির আছি।

বাপ-বেটা রওনা হলো। নবি হলেও বাপ তো। নিজেকে দিয়ে কল্পনা করে দেখেন। এইবার সীনে আসলো কে বলেন তো? সীনে এলো শয়তান। একে বাপের মন কাদা হয়েই আছে মমতায়, তার ওপরে শয়তান এসেছে খোঁচাতে। তিন তিন বার মনে উদয় হলো : না করি জবাই। ভিন্ন কোনো হেকমত অবলম্বন করি, স্বপ্নকে তাবীল করি, ব্যাখ্যা করে উসুল বানিয়ে ভিন্ন অর্থ বের করে আনি। নবিরা তো শয়তানকে দেখতেও পান। বাবা ইবরাহীম তিন দফায় শয়তানকে ৭টি করে পাথর মেরে তাড়ালেন। বদের বদ। আমি আমার আল্লাহকেও চিনি, আর তোকেও হাড়ে হাড়ে চিনি। যাহ, দূর হ। বাবা ইবরাহীমকে যে তিনটি স্থানে শয়তান অবাধ্যতার প্ররোচনা দিতে আসে, এই তিন জায়গায় আজও লক্ষ লক্ষ হাজী প্রতীকীভাবে শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাঁর খলীলের এই আমলকে

telegram/ t.m/BoierSomahar

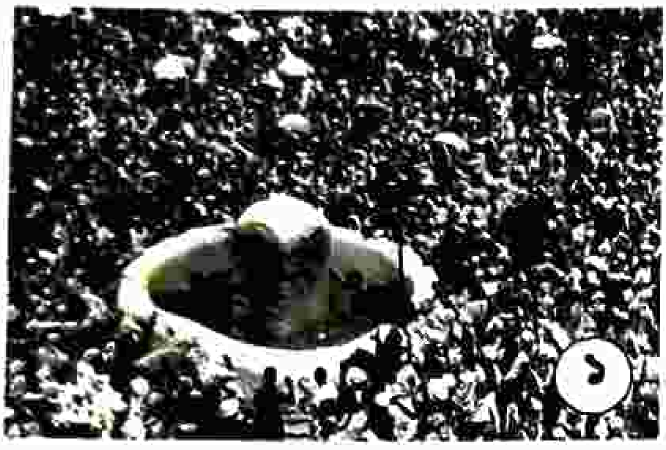

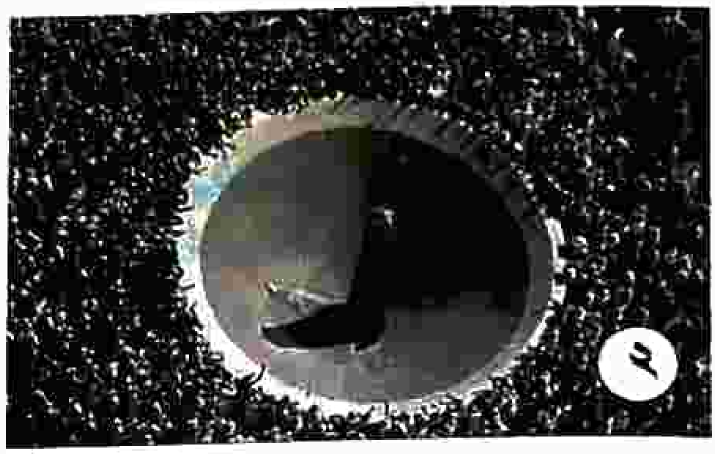

১. ১৯৪২ সালের ছবি

২. ২০০৪ সাল পর্যন্ত

৩. ২০০৪-২০০৬ পর্যন্ত

৪. ২০০৭ এর পর বাইরে থেকে

৫. বর্তমানে ভিতরের দৃশ্য

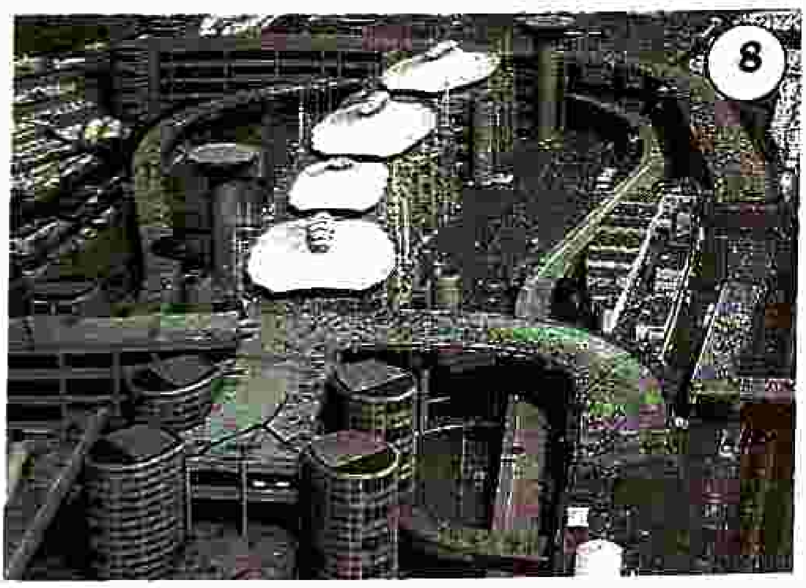

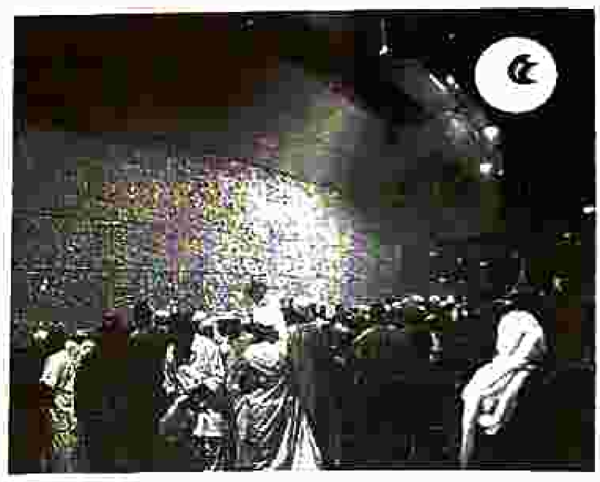

আমাদের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন।[৫১]

জামরাতুন মানে ছোটো ছোটো নুড়িপাথর। স্তম্ভগুলো কেবল স্থান নির্দেশক। এগুলো শয়তান বা শয়তানের প্রতীক-মূর্তি নয়। ইসলামবিদ্বেষীরা একে পৌত্তলিকতার সদৃশ সাব্যস্ত করতে চায়। এটা স্রেফ স্থান নির্দেশ। ১০ জিলহজ শুধু বড়টায় ৭টা, ১১ জিলহজ ৩টাতেই

---

৫১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশনা পালন করতে এলে জামরা আকবার কাছে শয়তান তাঁর মুখোমুখি হয়। ইবরাহীম (আ.) সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। সে জমিনে মিশে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় এলে তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। সে জমিনে মিশে যায়। অতঃপর তৃতীয় জামরায় এলে তাকে ফের সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। সে জমিনে মিশে যায়। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'তোমরা শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ কর। তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর রীতিকে অনুসরণ করছ।' (সহিহ আত তারগিব : ১১৫৬)

telegram/ t.m/BoierSomahar

৭টা করে ২১টা, ১২ জিলহজ্জ ৩টাতেই ৭টা করে ২১টা। এই মোট ৪৯টা পাথর। আগে অনেক মানুষ পদদলিত হয়ে মারা যেতেন হজ্জে। এখন চারতলা হয়েছে। আর আগের মতো কষ্ট হয় না আলহামদুলিল্লাহ।

৫.

আব্বাসী সুলতান হারুন আর-রাশীদ এর স্ত্রী যুবাইদার (মৃত্যু ৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ) নির্মিত সেই নহরও চোখে পড়লো গাড়ির ভিতর থেকে। ১২০০ বছর ধরে হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করেছে এই 'দরবে যুবাইদাহ'। তাঁর ৩য় দফা হজের সময় খুব অনাবৃষ্টি চলছিলো, জমজম কূপের পানি পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। হাজীদের

কষ্টের সীমা ছিলো না সেবার। তা-ই দেখে পুণ্যবতী যুবাইদা বাগদাদ থেকে মক্কা অবধি একের পর এক কুয়া, পানির ট্যাংকি ও পানির নালা (একুইডাক্ট) বানিয়ে দেন। আজও তার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

৬.

জাবালে নূর বেশ দূরে কাবা থেকে। প্রায় ৮ কিলোর মতো। পাহাড়ের চূড়া থেকে দূরে কাবা নজরে আসে। ১৭০০+ ধাপ পেরিয়ে কে আসবে এই চূড়ায়? বেশ নিরিবিলি। নগরজীবনের ব্যস্ততা, কোলাহল, আলাপসালাপ এতো উঁচুতে এসে কুলোয় না। ইদানীং কুরাইশের এক যুবক বেছে নিয়েছে এই নির্জনতা। বা নির্জনতাই খুঁজে নিয়েছে তাঁকে। জাহেলিয়াতের যুগে অনেকেই এমন নির্জনে থাকতো, একে বলা হতো 'তাহান্নুস' বা 'তাহান্নুফ'। তাহান্নুফ মানে ইব্রাহীমি হানিফিয়াতের গভীরে প্রবেশ।[৫২]

বয়েস তাঁর সবে ৩৩। যৌবন সবে শুরু বলা যায়। পরিপূর্ণ সংসার, রূপবতী-

---

৫২. বুখারি, হাদিস নং ৩ ও সীরাতে ইবনে হিশাম (ই.ফা.) ১/২১৪

telegram/ t.m/BoierSomahar

ধনাঢ্য স্ত্রী, সন্তানাদি, বনু

হাশিম ও কুরাইশের নেতৃত্ব, মহান কাবার সেবায়েত উত্তরাধিকার, তুখোড় ব্যবসা-দক্ষতা। সব আছে, সব। তবু কী যেন নেই। এই বয়েসেই জোয়ান ছেলেটা আগ্রহ হারালো। আমাদের মুরব্বিদের ভাষায় : মুত্তালিবের নাতিটা 'গেল'।

এতো ব্রাইট ছেলেটার ফিউচার

telegram/ t.m/BoierSomahar

শেষ। ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমাবেশ, সমাজসেবার প্রতি সব টান অঙ্কুরেই মুড়ে গেল। খ্যানখেনে বুড়োর দল, তোমরা কী করে বুঝবে কে এই ছেলে? এই ছেলে তোমাদের নষ্ট ধর্ম, কলুষিত হজ, ইতর সমাজকে নেতৃত্ব দেবার জন্য আসেনি। এই ছেলে এসেছে সব ভাঙার জন্য। তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস-পরিবার-সমাজ-দুনিয়া সব ভেঙেচুরে তাওহিদের ভিত্তি দিয়ে গড়ার জন্য।

এই অসাড় প্রতিমাপূজা, এই কুসংস্কার-পূর্ণ আচারপ্রথা, এই উদ্দেশ্যহীন হানাহানি, এই নারীজাতি-দাসজাতির ওপর জুলুম-অবিচার, এই আইনকানুন-বিহীন সমাজ-রাষ্ট্র-শাসন। সমস্যার গভীরে কী? মূল কোথায়? যেকোনো গভীর চিন্তাভাবনা—সেটা নিজেকে নিয়েই হোক (মুহাসাবা), আর দেশ-জাতি-বিশ্ব নিয়েই হোক—সংসারের মাঝে থেকে হয় না। একটু মাঝেসাঝে নির্জনে যাবার আসলে বিকল্প নেই। যেতে পারেন তাবলীগে ৩ দিন। তাবলীগ পছন্দ না হলে নিজেরা মিলে দূরের কোনো মসজিদে ২-৪ দিন সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসুন। দেখবেন প্রোডাক্টিভ কিছু বেরিয়ে আসবে। তো, আমাদের সেই যুবকের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ে। সিরিয়া থেকে ইয়েমেন, কোনোখানেই কোনো শৃঙ্খলা নেই। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, অনৈতিকতা থেমে নেই ওহির দাবিদারদের মাঝেও। এর সমাধান কী?

সাত বছর কেটে গেল এভাবে। সেই যুবক খাবার-পানি নিয়ে চলে আসেন জাবালে নূরে। উঠে পড়েন চূড়ায়। হেরা গুহায়। স্মরণ করেন পূর্বপুরুষ ইবরাহীমের উপাস্যকে। গভীর ধ্যান। অন্তরের গহীনে ডুব দিয়ে আকুতি জানান : আমি জানি আপনি আছেন। আপনার খলীলের মতো আমিও ইয়াকীনে জানি আপনি আছেন। এই চাঁদ-সুরুজ, এই নক্ষত্রখচিত আকাশ, প্রকৃতির এই বিপুল শৃঙ্খলা সব আমাকে বলছে আপনি আছেন। আমাকে ধরা দেন। কেন মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা নেই। আমাকে জানান, এসবের সমাধান কী? আমাকে রাস্তা দেখান, হেদায়েত দেন।

খাবার-পানি ফুরিয়ে এলে আবার ফিরে যেতেন ঘরে। গেল ৬ মাস যাবৎ ঘন ঘন আসছেন বেশ। নির্জনে নিভৃতে থাকাই তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। এভাবে বয়েস গেল ৪০ পেরিয়ে। পুরুষের ৪০ এমন একটা বয়েস, যৌবনের ধারও পুরোমাত্রায় থাকে, আবার অভিজ্ঞতার ঝুলিও পুরোমাত্রায় থাকে। পুরুষের গোল্ডেন সময় ৪০+ এর ঘর। উদ্যম-উদ্যোগ-প্রাণময়তা আর ধীর-স্থিরতা, গভীর বুঝ, ধীশক্তি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পক্কতার এক কার্যকর মিশেল। ইদানীং স্বপ্ন দেখছেন ঘন ঘন। স্বপ্নগুলো সত্যি হয়ে যাচ্ছে রাতেরটা দিনে, দিনেরটা রাতে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

ইদানীং আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে উনার সাথে। সালামের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' 'রাসূলাল্লাহ' মানে কী আবার? আশেপাশে কাউকে দেখাও যায় না, কেবল কিছু খেজুর গাছ আর পাথর ছাড়া।[৫৩]

সেবার এক রমজান মাস। চেতনার গভীরে তিনি খটখটাচ্ছেন ইবরাহীমের রব্বের দরজায়। একটু আরাম করে নিচ্ছিলেন।[৫৪] হঠাৎ সেই সত্য স্বপ্নাবস্থা... মানবাকৃতির অতিমানবীয় কেউ। ভয়ে-আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি। সেই অশরীরী বললো : 'আপনি পড়ুন।' কুরাইশী যুবক বললেন : 'আমি তো পড়তে পারি না।' সে এগিয়ে এসে তিন তিন বার জাপটে ধরলো যুবককে, এতো জোরে যে যুবকের মনে হলো প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। প্রতিবার ছেড়ে দিয়ে বললো : 'পড়ুন।' যুবক প্রতিবারই বললেন : 'আমি তো পড়তে পারি না।' শেষ বার যুবক বললেন : 'কী পড়বো?' অশরীরী বললো : 'পড়ুন, আপনার রব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন; আর আপনার রব্ব সবচে সম্মানিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে। শিখিয়েছেন মানুষকে তার অজানা জিনিস।'

ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ার্ত, শঙ্কিত। জীবন্ত স্বপ্ন। গুহা থেকে বের হতেই আকাশ থেকে আওয়াজ : 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আমি জিবরীল।' আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি দেখলেন আকাশ কোণে দাঁড়িয়ে জিবরীল আ.। এবার আর স্বপ্নে না, এবার চর্মচক্ষুতে। আকাশের অন্যান্য প্রান্তেও তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে। নবিজি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন সব শক্তি নিঃশেষ। এই সেই পাহাড়, সেই গুহা। মানুষ উঠছে-নামছে। কেউ কেউ নফল নামায পড়ছে। এ সেই জায়গা যেখানে এসেছেন জিবরীল, যেখানে প্রথম এসেছে ওহি।

---

৫৩. সীরাতে ইবনে হিশাম (ই.ফা.) ১/২১৪ এবং "আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি যা আমাকে নবুওয়াত লাভের পূর্বে সালাম দিতো। আমি আজও এটিকে চিনি।" [মুসলিম, হাদিস নং ২২৭৭]

৫৪. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট **সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিলো নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে।** যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো।...[বুখারি, ওহির সূচনা, হাদিস নং ০৩] রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : যখন জিবরীল আমার কাছে এলেন, **তখন আমি ঘুমন্ত ছিলাম।** তিনি একখণ্ড রেশমী বস্ত্র নিয়ে এলেন, যাতে কিছু লিখিত বাণী উৎকীর্ণ ছিল। তারপর তিনি বললেন : পড়ুন।... আমি এগুলো পড়লাম। এরপর জিবরীল ক্ষান্ত হলেন এবং আমার থেকে চলে গেলেন। **এরপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম।** মনে হচ্ছিল যেন আমার হৃদয়পটে ঐ কথাগুলো অঙ্কিত হয়ে গেছে। এরপর আমি বের হলাম। ... [সীরাতে ইবনে হিশাম (ই.ফা.) ১/২১৮]

telegram/ t.m/BoierSomahar

উমরার আগে শান্তর জীবনে ইসলাম ছিলো বটে। সীরাতের আলোচনা, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, হাদিসের পাঠ। এগুলো মিলে আমাদের অন্তরে ইসলামের একটা ছবি তৈরি হয়। উমরায় এলে সেই ছবিটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই তো সেই শহর, যেখানে অলিতেগলিতে নাযিল হয়েছে কুরআন। এই তো শুয়ে আছেন নবিজি। এই তো এখানে শুয়ে আছেন সীরাতের চরিত্রগুলো। কেউ কাল্পনিক সত্তা না, গল্পের চরিত্র না। শার্লক হোমস বা বাকের ভায়ের মতো বানোয়াট চরিত্র না। ইতিহাসের একেকজন জ্বলন্ত অস্তিত্বমান সত্তা। একেকজন ইতিহাস। এই যে এখানে বদর-উহুদ-খন্দক, এতোদিন যা যা পড়েছি, সব চোখের সামনে। সব জীবন্ত। জীবন্ত এক ইসলাম।

উমরার খরচও আহামরি খুব বেশি না। ২২ হাজার টাকা ভিসা। আগে দিতো ২১ দিনের, এখন দেয় ৬০-৭০ দিনের। আর প্লেনের টিকেট ধরেন ৮০ হাজার আপ-ডাউন। ৬ মাস আগেই করে রাখলে ৭০ হাজারের ভিতর আনা যাবে। আর সে দেশে থাকা খাওয়া বাবদ ধরেন আরও হাজার বিশেক। মানে ১ লাখ ২০-৩০ এ সুন্দরমতো উমরা করে আসা সম্ভব। ফিকহী দৃষ্টি থেকেও উমরা জীবনে এক বার করা সামর্থ্যবানদের ওপর ওয়াজিব মতান্তরে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

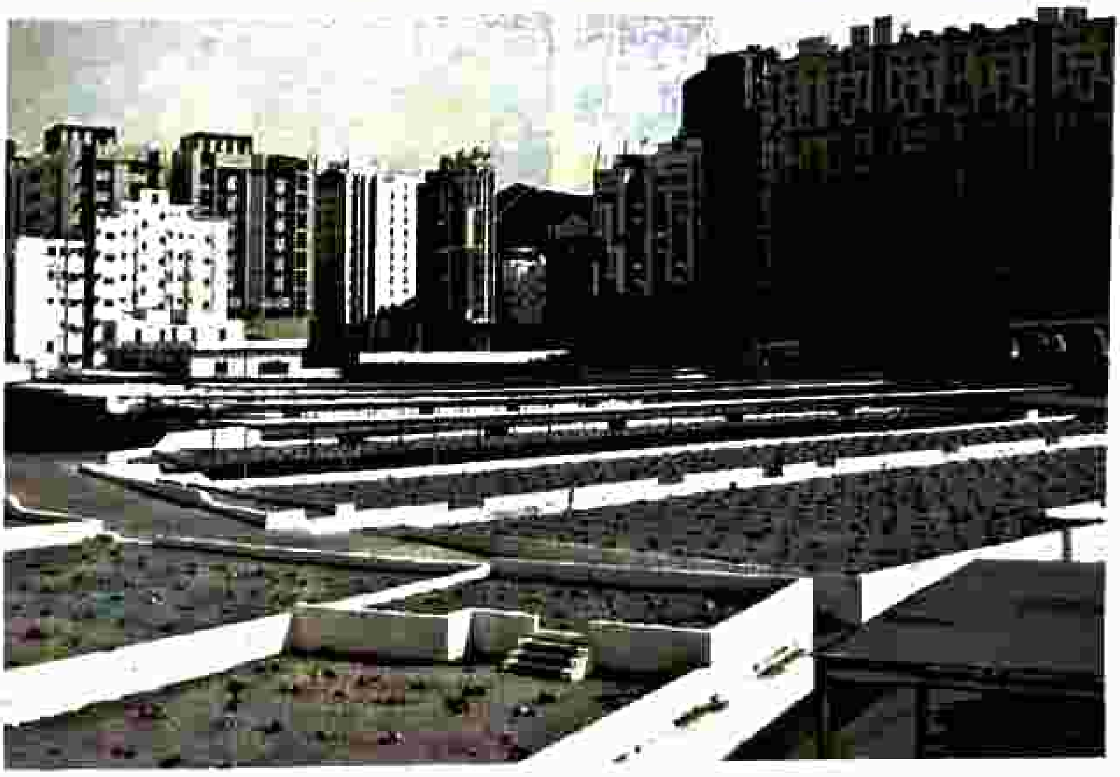

telegram/ t.m/BoierSomahar

তবুও আল্লাহ না আনলে আসা যায়, বলেন? পয়সাওয়ালা কি কম এদেশে?

৭.

জান্নাতুল মুয়াল্লায় ভিতরে ঢোকা গেল না। বাইরে থেকেই আম্মা খাদীজার কবরখানি লোকেট করতে চাইলো শান্ত। কী কঠিন সেই বছরটা, আমুল হুযুন (শোকের বছর)। নবুওয়াতের ৭ম বছর।

হঠাৎ করেই সরে গেল মাথার ওপরকার ছায়াটা। আবদুল মুত্তালিবের পর তাঁর ছেলে আবু তালিব ছিলেন কাবার প্রধান সেবায়েত। কুরাইশের মাঝে সমীহ ছিলো। চাচার দিকে চেয়ে বাকি গোত্রপতিরা কঠোরতা করতো একটা সীমার মধ্যে। চাচার মৃত্যু এক জিনিস, আরও ভারী জিনিস 'হেদায়েত' ছাড়া চাচার মৃত্যু। সব বিপদাপদ থেকে আগলে রেখেছেন, এতীম শিশুকে পিতৃস্নেহে বুকে আগলে বড় করেছেন যে চাচা; তার চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাওয়াটা কি প্রাণে সয়? মুষড়ে পড়লেন নবিজি। কয়েক মাস যেতেই শোকের এক পরতের ওপর আরেক পরত। চলে গেলেন জীবনের

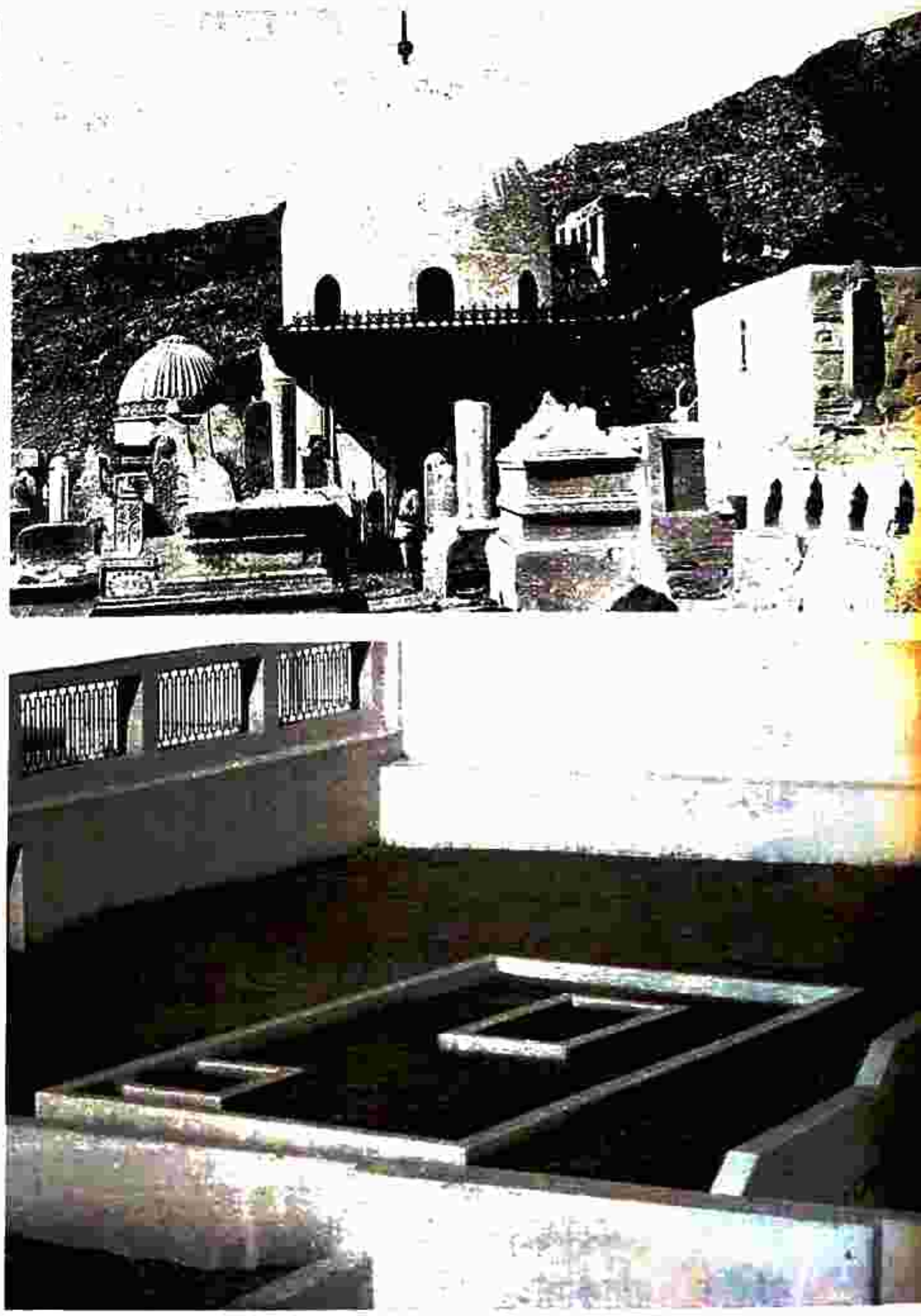

আম্মা খাদীজা রা. এর কবর

telegram/ t.m/BoierSomahar

ঝড়ঝাপটার একমাত্র সাথি খাদীজা রা.।

স্ত্রী একজন পুরুষের জন্য এক মহাসাগরের নাম। এই সম্পর্কটা মাল্টিডাইমেনশনাল। সবচে বড় যে জিনিসটা, সেটা হলো : আবেগিক, মানসিক ও অভ্যাসগত নির্ভরতা। অগোছালো পুরুষকে সে যে গুছিয়ে রাখে, এই গুছিয়ে রাখার ওপর নির্ভরতা। পুরুষ হয়ে পড়ে একদম নির্ভরশীল। এটা স্ত্রী কয়েকদিন ঘরে না থাকলেই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। এজন্য স্ত্রীবিয়োগের পর পুরুষও আর বেশিদিন টেকে না। ধরেন একটা উপড়ানো গাছকে অনেকগুলো ঠেক দিয়ে রেখেছেন। হঠাৎ একসাথে সবগুলো ঠেক সরিয়ে নিলেন। এইটা হলো স্ত্রীবিয়োগ।

এক তো জীবনসাথির সাথে ফিতরাতী মধুরতা। স্ত্রীর কষ্টের আখরে লেখা সন্তান নামক ছোটো ছোটো পিতৃসুখের কবিতা। সেই সাথে ওহির প্রথমদিকে নবিজি যখন এলোমেলো হয়ে যেতেন : এসব কী হচ্ছে আমার সাথে? আমি কি পারবো এতো বড় দায়িত্ব পালন করতে? কুরাইশরা তো আমার কথা শুনছে না। আম্মা খাদীজা তখন গুছিয়ে দিতেন তাঁকে। সাহস দিতেন, মলমের কাজ করতেন। আজ হঠাৎ আশপাশে কেউ নেই। যে মাথায় হাত রাখতো, সে নেই। যে আঁচলে ঘাম-মাটি-মানুষের থুথু মুছে দিতো, সে নেই। যে ঘরদোরের চিন্তা নবিকে করতে দিতো না, পরের দিনের জন্য নবিকে নতুন জ্বালানি দিয়ে তৈরি করতো, সে নেই। যে তাঁর সমস্ত সম্পদ দিয়ে নবির মিশনকে শক্তি যুগিয়েছে, সে নেই। গতকালও ছিলো, আজ নেই। রেখে আসা হলো তাঁকে জান্নাতুল মুয়াল্লাতে। খোদ আল্লাহ যাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন, ফিরে গেলেন নিজ রবের মেহমান হয়ে। আর রয়ে গেলেন আমাদের আম্মা হয়ে, নারীশ্রেষ্ঠা হয়ে, মেয়েদের আইকন হয়ে।

৮.

দেখা হলো মসজিদে জিন। আরেক নাম মসজিদে হারাস। এটাই সেই জায়গা যেখানে জিনদের একটি দল এসেছিল নবিজির কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে। মক্কাতে দুটো ঘটনা আছে, কোন ঘটনার সাথে এই মসজিদটি সম্পৃক্ত আমি নিশ্চিত না।

ইমাম বাইহাকী তাঁর 'দালায়েলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বরাতে একটি ঘটনা আনেন। নবিজি মক্কায় সাহাবিদেরকে বললেন : 'তোমাদের মাঝে কেউ যদি জিনদের দেখতে চাও, আজ রাতে আমার সাথে যেও।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'আমি ছাড়া সে রাতে কেউ এলো না। নবিজি আমাকে সাথে নিয়ে মক্কার একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন। পা দিয়ে একটি বৃত্ত

telegram/ t.m/BoierSomahar

এঁকে আমাকে চক্রের ভিতরে বসে থাকতে বললেন। আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি একটু সামনে এগিয়ে দাঁড়ালেন। এবার তিনি পবিত্র কুরআন পড়তে থাকলেন। হঠাৎ জিনদের বিশাল এক দল তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো যে, আমি নবিজিকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি জিনদেরকে বলতে শুনলাম : "আপনি যে নবি, এর সাক্ষী কে?" কাছেই ছিলো একটি গাছ। নবিজি বললেন : "এই গাছটি সাক্ষ্য দিলে তোমরা মানবে?" জিনেরা বললো : "হ্যাঁ, আমরা মানবো।" এরপর নবিজি গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি কাছে এসে সাক্ষ্য দিলো এবং সব জিন ইসলাম কবুল করলো।' ইবনে কাসীর লেখেন : এই দলের সাথে নবিজি ফজর অবধি কথাবার্তা বলতে থাকেন।

তবে মুসলিম শরীফের হাদিসে আলকামাহ রহ. বললেন, 'আমি ইবনু মাসউদ রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম,

– জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে আপনাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন?
– না, তবে আমরা একরাতে নবিজির সাথে ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা পাহাড়ের উপত্যকায় ও গিরিপথে তাঁকে খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। আমরা মনে করলাম, হয় জিনেরা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে অথবা কেউ তাঁকে গোপনে মেরে ফেলেছে।
  এ রাতটি আমাদের জন্য এতোই দুর্ভাগ্যজনক ছিলো যে, মনে হয় কোনো জাতির ওপর এমন রাত আসেনি। যখন ভোর হলো, আমরা তাঁকে হেরা পর্বতের দিক থেকে আসতে দেখলাম। আমরা বললাম : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আপনার কোনো সন্ধান পাচ্ছিলাম না। তাই সারা রাত আমরা চরম দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। মনে হয় এরূপ দুর্ভাগ্যজনক রাত কোনো জাতির ওপর আসেনি।" তিনি বললেন, "জিনদের পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী আমাকে নিতে এসেছিলো। আমি তার সাথে গিয়েছিলাম এবং তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছিলাম।"

ইবনু মাসউদ রা. বলেন : নবিজি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে জিনদের বিভিন্ন নিদর্শন ও আগুনের চিহ্ন দেখালেন। জিনেরা তাঁর কাছে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করেছিল। তিনি বলেছিলেন, "যে জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে, তার হাড় তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হাতের স্পর্শে তা পুনরায় গোশতে পরিপূর্ণ

telegram/ t.m/BoierSomahar

হয়ে যাবে। উটের বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাদ্য।"

এরপর নবিজি আমাদেরকে বললেন : "এ দুটো জিনিস দিয়ে শৌচকার্য কোরো না। কেননা এ দুটো তোমাদের ভাইদের (জিনদের) খাদ্য।"'[৫৫]

৫৫. সহীহ মুসলিম ই.ফা. ৮৮৯

telegram/ t.m/BoierSomahar

আবার উমরা

আজ জুমআবার। শ্বশুরবাড়িতে এসেছে গতকাল বিকেলেই। মক্কা থেকে জেদ্দা এক ঘণ্টার রাস্তা। গাড়ি চলে ১২০ কিলো বেগে। ড্রাইভারের বাড়ি চট্টগ্রাম, অনেক গপসপ হলো। দুপাশের পাহাড়গুলো ঘন সবুজ।

শ্বশুরসাহেব প্রতি শুক্রবার ড্রাইভ করে মক্কায় জুমআ পড়েন। শান্তর শরীর আর চলছে না। হারাম শরীফে জুমআটা পড়া হলো না। আসলে জার্নির একটা ধকল আছে। দেখবেন এসিগাড়িতে সফর হলেও একটা ক্লান্তি কাজ করে। হতে পারে স্পীডের কারণে ধকলটা হয়। যদিও ঘামছি না, বা ধুলোবালি নেই। স্পীডটাই একটা ক্লান্তিকর জিনিস। শান্তর মনে অন্য প্ল্যান।

শনিবার সারাদিন জেদ্দায় ঘুরোঘুরি হলো বড় ভায়রার সাথে। জেদ্দায় আম্মা হাওয়া আ.-এর কবর। জেদ্দা নামটিও এসেছে 'জাদ্দাহ' থেকে। মানে দাদী। ১৯০৮ সালের ছবিতে দেখা যায় ১২০ মিটার লম্বা একটা কবর। ১৯২৮ সালে নজদী শাসকরা মাজারটি ধ্বংস করে সমান করে দেয়। মানুষজনের অতিভক্তি প্রতিরোধ করতে ১৯৭৫ সালে এরেঞ্জমেন্ট এমনভাবে বদলে দেয়, লম্বা কবরটাই আর টের পাওয়া যায় না। এমনকি এখন তো সেখানে কোনো কবর থাকার কথা অস্বীকার করা হয় মিথ-টিথ বলে।

জেদ্দায় ঘোরাঘুরিতে একটা জিনিস মেহসুস হলো। মোড়ে মোড়ে নেতা-পাতিনেতাদের ব্যানার, বিলবোর্ড নেই। নেই গাড়ির হর্ন। দোকানগুলোতে কেউ চাঁদা তোলে না। পুলিশে ঘুষ নেবে, এতো ক্ষমতা পুলিশের নেই। আকাশে বাতাসে

telegram/ t.me/BoierSomahar

নিয়মকানুনের গন্ধ। লোকাল পোলাপাইন মোড়ে মোড়ে জটলা করছে না। খুন-রাহাজানি-ছিনতাই-মাদক শূন্য। ইসলামের জায়েয পদ্ধতির শাসন রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের চেয়ে রাজতন্ত্র কতদিক দিয়ে উত্তম, সেটা অনুভব করলাম। রাজতন্ত্রে একটা পরিবারই চোর, জনগণ সব কন্ট্রোলে। আর গণতন্ত্র মানে জনগণই যেখানে চোর। গণতন্ত্র মূলত ব্যবসায়ীদের শাসন। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে পুঁজিপতিরা ইনভেস্ট করে। দল ক্ষমতায় এলে সেটা আবার পোষায়। কীভাবে অস্ত্রব্যবসায়ীরা আমেরিকার সিনেটর হয়ে বসে আমেরিকাকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে পাঠিয়েছে আর বিলিয়ন ডলার ট্যাক্সের টাকা বাগিয়ে নিয়েছে, এই ভিডিওটা দেখতে পারেন।[৫৬] যেহেতু ব্যবসায়ীদের সরকার; ব্যবসায়ীরা তাদের মর্জিমতো সিন্ডিকেট করে, পলিসি করে, জনগণকে ভোগবাদী করে। জনগণ ভাবে তারা ভোট দিয়ে সরকার বসাচ্ছে; আসলে তা না। ব্যবসায়ীদের সাথে কমিটমেন্টের দ্বারা সরকার আসে।

বলবেন, উন্নত বিশ্ব তো গণতন্ত্র দিয়েই এতো সুখের পরিবেশ করেছে। আপনার হাতে যখন যথেষ্ট টাকা থাকবে, ভবিষ্যৎ যখন নিরাপদ; তখন আপনি স্বাভাবিক মানুষ হয়ে থাকলে অপরাধ-দুর্নীতিতে জড়াবেন না। আপনি একটা সিস্টেম ডেভলপ করতে পারবেন। জনগণকে শিক্ষিত ও রুচিশীল করতে পারবেন। এই অর্থটা ১ম বিশ্ব ডাকাতি করে এনেছে এবং তা রাজতন্ত্রের আমলেই করেছে। পরে অর্থ জমা হবার পর গণতন্ত্রের সিস্টেম ডেভলপ করেছে। বিশ্বের সব বড় বড় কলোনিয়াল ডাকাতেরা মিলে আমেরিকা রাষ্ট্রের পত্তন করেছে ১৭৭৬ সালে।

গণতন্ত্রবিক্রেতা আমেরিকায় ২০২২ সালে ৬৪৭ জন মারা গেছে Mass Shooting-এ। গোলাগুলিতে মারা গেছে ২০,২০০ জন।[৫৭] সৌদিতে আপনার এই অনিশ্চয়তা নেই।

আমেরিকার **৮১% নারী সারা জীবনে এক বার হলেও যৌন হয়রানির শিকার হয়।** ঘটনাগুলোর মধ্যে পাবলিক প্লেসে নারীদের যৌন হয়রানির শিকার ৬৮%, কর্মস্থলে ৩৮%।[৫৮] সৌদিতে এগুলো পাবেন না। শুধু মদপান দিয়ে দেখাই।

---

৫৬. Johnny Harris. (Mar 23, 2022). Here's Who REALLY Won the War in Afghanistan. YouTube video, 21 :51. https ://youtu.be/mqxgP8WlxJQ

৫৭. Gun Violence Archive.

৫৮. The Facts behind the #MeToo Movement : A National Study on Sexual Harassment and Assault. February 2018

telegram/ t.m/BoierSomahar

- প্রতি বছর সেদেশে ৩০ লাখ ভায়োলেন্ট ক্রাইম হয়।[৫৯] সেই কয়েদিদের ৪০%-ই অপরাধের টাইমে মদ্যপ ছিলো।[৬০] অর্থাৎ, ওই সময় সুস্থ বিবেক থাকলে তারা অপরাধ করতো না। (বিবেক নষ্ট)
- প্রতি বছর আমেরিকায় দেড় লাখ লোক[৬১] মারা যায় সরাসরি মদপানের দরুন।[৬২] এই জীবনগুলো সুরক্ষা পেতে পারতো। (জীবন নষ্ট)
- মায়ের এলকোহল পানে বাচ্চাদের যে ডিফেক্ট হয়, সেগুলোকে একসাথে বলে Fetal Alcohol Spectrum Disorders। আমেরিকায় বছরে ৪০ হাজার শিশু এই সমস্যা নিয়ে জন্ম নেয়।[৬৩] (প্রজন্ম নষ্ট)
- অতিরিক্ত মদপানের দরুন আমেরিকার আর্থিক ক্ষতি ২০০৬ সালে ছিলো ২২৩ বিলিয়ন ডলার। যার ৭২% ক্ষতি হয়েছে কর্মদক্ষতা কমে গিয়ে, ১১% স্বাস্থ্যজনিত খরচে, ৯.৪% হয়েছে অপরাধের বিচার করতে গিয়ে।[৬৪] (সম্পদ নষ্ট)

সৌদিতে এই সমস্যাগুলো পাবেন না। এটা শুধু মদ দিয়ে উদাহরণ দিলাম। এভাবে জুয়া, ব্যভিচার, ড্রাগ, পর্নো, স্ক্রীন আসক্তি, গেইম আসক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি... পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতিটি অসৎ ব্যবসা নিয়ে উদাহরণ দেওয়া যাবে। শরয়ী জায়েয শাসনের (রাজতন্ত্র) বরকত এগুলো। রাজতন্ত্রের শত খারাবি থাকলেও গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো। এটা আমার কথা না, প্লেটো-এরিস্টটলেরই কথা। লেবানিজ খ্রিষ্টান রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ওয়ালেক হাল্লাক বলেছেন : পশ্চিমা যেকোনো লিবারেল রাষ্ট্রের নাগরিক হবার চেয়ে ইসলামি খিলাফতের 'যিম্মি' হওয়া আমার

৫৯. National Council on Alcoholism and Drug Dependence, www.sasc-dbq.org

৬০. Alcohol-Related Violence : Prevention and Treatment, edited by Mary McMurran [15% of robberies, 63% of intimate partner violence incidents, 37% of sexual assaults, 45-46% of physical assaults and 40-45% of homicides (Greenfeld & Henneberg, 2001)]

৬১. Deaths from Excessive Alcohol Use in the United States, CDC

৬২. Alcohol, 9 May 2022, WHO

৬৩. Fetal Alcohol Spectrum Disorders : FAQs of Parents & Families, Vincent C. Smith, MD, MPH, FAAP & Renee Turchi, MD, MPH, FAAP, 8/20/2019, Fetal Alcohol Spectrum Disorders Program, American Academy of Pediatrics

৬৪. Bouchery, E. E., Harwood, H. J., Sacks, J. J., Simon, C. J., & Brewer, R. D. (2011). Economic costs of excessive alcohol consumption in the U.S., 2006. American journal of preventive medicine, 41(5), 516–524.

telegram/ t.m/BoierSomahar

দরবারে ইশক

ইন্দোনেশিয়ানের পিছে পিছে শান্ত। একটু পর পর তাড়া দিচ্ছে : 'পিছিয়ে পড়ছো কেন?' মনের অবস্থা তোমাকে কেমনে বলি, মালয়ী? এর কোনো ভাষা নেই। তোমার ইন্দো ভাষায় বললেও তুমি বুঝতে না। তুমি তো বহুবার এসেছো। এই প্রেমের দরিয়ায় আমি আনাড়ি সাঁতারু। এই পয়লা। ভয় হচ্ছে দরিয়ায় নাবতে। প্রতি স্টেপে শান্তর মনে হচ্ছে, কেন এলাম? কী জবাব দেবো গিয়ে? বরং ফিরে যাই। জমে আসে পাপী পা। থেমে আসে পাপী কলব। আবার ওদিকে কীসের এক দুর্নিবার আকর্ষণ কলজেয় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি কদমে ভয় আর খুশি। শ্রদ্ধা আর প্রেম। হতাশা আর উচ্ছ্বাস।

হঠাৎই রাতের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভেসে ওঠে সবুজ গম্বুজ। চোখকেও সন্দেহ করা যায়? নাস্তিক হাঁদারা বলে : যা দেখি না, তা মানি না। আচ্ছা ভালো। যা দেখা যায়, তারও কি সব মানা যায়? দেখলেও কি বিশ্বাস হয় সবকিছু? আমি নিজেও কি বাস্তব? নাকি কল্পনা? এই গম্বুজ। কতোবার দেখেছে শান্ত ছবিতে, লাইভ টেলিকাস্টে হজের সময়, ইউটিউবে। কতদিন দুআ করেছে : নবির রওজায় না নিয়ে কবরে ডেকো না, মাবুদ। পিসিতে হোমস্ক্রীন সেট করেছে। মোবাইলে স্ক্রীনসেভার। আজ চর্মচক্ষুতে সেই দৃশ্য? পানিতে ঘোলা হয়ে আসে ভিজ্যুয়াল ফিল্ড। চোখ রগড়ে বড়... আরও বড় করে তাকায় শান্ত। ঠিক তো? ঐ গম্বুজটাই তো? নাকি প্রিয়দর্শন বিভ্রম? হ্যালুসিনেশন? অধিক শোকে মানুষ পাথর হয় শুনেছি। অধিক খুশিতেও হয়। অধিক রাগেও হয়। পাথর হওয়াটা বহুমুখী এক্সপ্রেশন। পাথরের শান্তর পাথরের মুখ অস্ফুটে আউড়ায় :

telegram/ t.m/BoierSomahar

স্বার্থপর মানুষ হতে শেখায়, যা দেহমনের জন্যও ক্ষতির, পরিবারকেও ভেঙে ফেলে।

সমাজ গঠন মানুষের ফিতরাত (স্বভাবধর্ম)। ইসলাম শক্তিশালী ও টেকসই সমাজব্যবস্থার কথা বলে। ১০০ জন মানুষের মনকে যদি একটা 'সমাজের মন' ধরেন, সেটা বাই ডিফল্ট কীভাবে ফাংশন করে, সেভাবেই আল্লাহ নীতিমালা দিয়েছেন।[৬৮] বিপরীতে পশ্চিমা ব্যবস্থা সমাজকে ভেঙে বিচ্ছিন্ন মানব তৈরি করে (atomized)। রাষ্ট্র কীভাবে চলাটা মানব স্বভাবের সাথে স্বাভাবিক, সেভাবেই রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি ইসলাম দেয়। কীভাবে মানুষের কল্যাণে বাজার ও অর্থব্যবস্থা কাজ করে, সেই ফিতরাতী পন্থাই ইসলাম বলেছে।[৬৯] বিচার ও আইন কেমন হলে অপরাধ কমবে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে, সেই ফিতরাতী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী আইন দেয়। বিপরীতে ব্রিটিশ কমন ল' শাস্তি দেয়, কিন্তু অপরাধ কমায় না, বাদী খরচের কারণে ন্যায়বিচার পায় না।

ইসলাম কেবল আচার-পার্বণের ধর্ম নয়, যা শুধু আধ্যাত্মিকতার আলাপ করে। ইসলাম একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি (worldview), যা এমন আধ্যাত্মিকতার আলাপ করে, যার প্রভাব পড়বে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-আইন-বাজার প্রতিটি পার্থিব কাজে। কেননা মানুষ একইসাথে একটি জাগতিক (দেহ) ও আধ্যাত্মিক (আত্মা) সত্তা। দু'টোই তার কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে। দু'টো মিলেই মানুষ। এজন্য মানুষের সকল সংগঠনেরও এই দু'টো খোরাক থাকতে হবে। নইলে দেখা দেবে নানান সমস্যা। এক মতবাদ গিয়ে আরেক মতবাদ আসবে; খৃষ্টীয় রাজতন্ত্র গিয়ে গণতন্ত্র আসবে, গণতন্ত্র গিয়ে সমাজতন্ত্র আসবে, মানবজাতি সমাধান পাবে না। কেননা মানুষের ফিতরাতের সাথে মেলেনি যে। ফিতরাত বিদ্রোহ করেছে। ফিতরাতবিরুদ্ধ এসব মানবরচিত মতবাদ হয় স্বাস্থ্যকে নষ্ট করবে, নইলে পরিবারকে ভেঙে দেবে, নইলে সমাজকে অকার্যকর করে দেবে, নইলে রাষ্ট্রকে ব্যর্থ করে দেবে, নইলে বাজারকে অনিয়ন্ত্রিত করে দেবে।

পরশু ফিরতি ফ্লাইট। দেশে বাবা-মা, আত্মীয়দের জন্য সামান্যকিছু কেনাকাটা হলো। শান্তর বউয়ের এখনও উমরা করা হয়নি। একসাথে কাচ্চাবাচ্চা-সহ এক

---

৬৮. লেখকের রচিত 'মানসাঙ্ক' বইটি দেখতে পারেন। ফিতরাতী যুদ্ধব্যবস্থাপনা দেখতে পড়তে পারেন লেখকের 'ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা' বইটি। 'রাষ্ট্রব্যবস্থা' নিয়েও লেখকের আরেকটি কাজ চলমান।

৬৯. পড়তে পারেন 'ইসলামি অর্থব্যবস্থার ইতিহাস' অর্থনীতিবিদ আহমাদ আল আশকার রচিত।

telegram/ t.m/BoierSomahar

বার মালিকের ঘরে যাওয়া দরকার না বলেন? ঝামেলা হলো, ইহরাম বাঁধতে যেতে হবে কোনো এক মীকাতে। অনেক হিসেবনিকেশ করে ঠিক হলো, তায়েফের মীকাতে যাওয়া হবে। ১৮২ কিলো গেলে কারন আল-মানাযিল, সেখান থেকে ৮২ কিলো ফিরে এলে মক্কা। গাড়ি ভাড়া করা হয়ে গেছে। ড্রাইভার তাবলীগেরই সাথি। রাত ১০টায় গাড়ি ছাড়ল জেদ্দা। শান্ত, ওর স্ত্রী, দুই বাচ্চা আর শাশুড়ি সাহেবা। সাথে ল্যাংড়া আমের মতো প্রায় গোল একটা চাঁদ। ঠিক পূর্ণিমা না হলেও দুপাশের ল্যান্ডস্কেপ আলোয় ফুটফুট করছে। তায়েফ যেতে না পারলেও তায়েফ তায়েফ একটা ফিলিংস নেয়া যাচ্ছে শেষমেশ। মীকাতটা তায়েফের একদম কাছে। জানুয়ারি মাস। তায়েফের ভয়াবহ ঠান্ডা নেবে আসছে পাহাড় বেয়ে। রাত ১২টা নাগাদ মীকাত মসজিদে এসে পড়েছে ওরা। অন্যসব মীকাতের মতো এখানেও গরম পানি, নারী-পুরুষ গোসলের বন্দোবস্ত। ইহরাম বেঁধে উমরার নিয়ত করে দুই রাকাত নামায পড়ে আবার গাড়িতে চেপে বসলো ওরা। মক্কা এক ঘণ্টার পথ। হামযাও একটা ছোট্ট ইহরাম পরেছে। ছোট্ট হাজী সাহেব।

আবার সেই ক্লক টাওয়ার। খাদীজা অত্যন্ত এক্সাইটেড। আল্লাহর ঘর দেখবে। তাকে বোঝানো হলো আল্লাহর ঘরে আল্লাহ থাকেন না আসলে। সম্মান বোঝাতে 'বাইতুল্লাহ' বলে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। সালেহ আ.-এর উটনীকে আলাদা করে 'নাকতুল্লাহ' (আল্লাহর উট) বলা হয়, যদিও দুনিয়ার তাবৎ উটই তো আল্লাহর। সম্মান ও গুরুত্ব বুঝাতে আরকি।

রাত একটায় উমরার তাওয়াফ শুরু। মাতাফ বেশ খালি। তাওয়াফ করতে করতে একদম কাছে চলে গেল ওরা। আড়াই বছরের হামযা পুরো তাওয়াফটা একা একাই করে ফেললো। ইবরাহীম আ.-এর পায়ের ছাপ দেখে খাদীজা মহাখুশি। তাওয়াফ শেষে ভরপেট খাওয়া হলো আবে জমজম। মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায-দুআ শেষে এবার সাঈ। হামযাকে কোলে করে সাঈ শেষ করলো শান্ত। আমার পুরো পরিবার নিয়ে এসেছি মালিক। তোমার দ্বীনের জন্য আমাদের খরচ করো। আমাদের মিয়া-বিবিকে দ্বীনের দাঈ হিসেবে খরচ করো। আমাদের সন্তানাদিকে আলিম হিসেবে, জমানার ইমাম হিসেবে কবুল করে নাও। পুরো উম্মতে মুহাম্মাদীকে দাঈ, আবিদ, মুজাহিদ হিসেবে কবুল করো।

বাচ্চা কোলে উমরা করে শান্ত ঘেমে একসা। তাহাজ্জুদ পড়ার পর গোসল না করে থাকাটা নিতান্তই দায় হয়ে গেল। মক্কা এই জানুয়ারি মাসেও বেশ গরম

telegram/ t.m/BoierSomahar

দিচ্ছে। রাস্তার ডিভাইডার থেকে পানি ছিটার ব্যবস্থা আছে, সেটাও পুরো চালু। নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডে গোসলের ব্যবস্থা কিন্তু ছিল। না জানা থাকলে যা হয় আরকি। ওরা জেদ্দা গিয়ে ফজর পড়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এভাবে ঘেমে আঠালো শরীরে আর থাকা যাচ্ছে না। বউবাচ্চা রেখে শান্ত শেষ এক বার ঢুকলো মাতাফের দোতলায়। শেষ এক বার। নয়ন ভরে নিয়ে যাবে কালো গেলাফ। নামাযের মাঝে যেন ফিরে ফিরে আসে ঐ মোহিনী রূপ। নবিজিও ফিরে ফিরে চাচ্ছিলেন সেদিন। কী ঝড় বয়ে যাচ্ছিল অন্তরে? 'হে কাবা! আমার স্বজাতি যদি ষড়যন্ত্র না করতো, আমি কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। কোনোদিন না।'

বিদায় প্রিয় কাবা। যদি সম্ভব হতো, তোমার আঁচল ছেড়ে কোথাও যেতাম না। কিন্তু অনেক কাজ যে বাকি। দেশে গিয়ে অনেক কাজ। ১৯০ বছরের কলোনাইজেশন সাফ করতে অন্তত ১০টা বছর কাজ করার নিয়ত। ৫টা নষ্ট প্রজন্মের বিপরীতে একটা প্রজন্মকে অন্তত দ্বীনের সঠিক মেজাজে ফেরাতে হবে। এক জীবনে এতটুকুই করে যেতে চায় ও। ও কাবা, নয়নজুড়ানো চোখের মণি নয়, বরং দাউ দাউ জ্বালানি হয়েই হৃদয়ে থেকো। চোখ যেন না ঘুমায়, অন্তরের জ্বালা যেন না নেভে।

কাল সকালে ফিরতি ফ্লাইট। এই জমিন ছাড়তে গিয়ে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে পরানটা।

telegram/ t.m/BoierSomahar

কী জানি

আজ এই মধ্য তিরিশে এসে বড় অস্থির ঠেকছে শান্তর। কী করার ছিলো, আর কী করে কীসের নেশায় পুঁজি ফুরোলো। যদিও আশা আর ভয়ের মাঝে ঈমান। মুমিনের জীবনটাই একটা লড়াই। সকালে জয়, তো বিকেলে পরাজয়। আবার তওবা, আবার লড়াই। পরাজয়ের পর আবার চোখের পানিতে অন্তর ধুয়ে ফেলা। রহমের নদীতে গোসল সেরে পরদিন সকালে আবার ময়দানে। লড়াইয়ে হার আসবে, কিন্তু হার মানা যাবে না। এভাবেই একদিন লড়তে লড়তে মুমিনের অবসরের ডাক আসে। বড় আরাধ্য সে ডাক। এরপর আর কোনো লড়াই নেই। বড় ক্লান্ত এক সৈনিকের অখণ্ড অবসর। যেন খরস্রোতা নদী গিয়ে মিশবে প্রশান্ত এক মহাসাগরে।

গুনাহের আগ্রহ সব মানুষের ফিতরাতী। আগ্রহ থাকবে। বাঁচার চেষ্টা থাকবে। যুদ্ধ চলবে। মাঝে মাঝে পরাজয় আসবে। আবার উঠে দাঁড়াবে। আবার ছল ছল চোখে লড়াই চলবে। মালিকের কাছে নিজ অক্ষমতার আফসোস থাকবে। সমস্ত রোমকূপ থেকে নিশ্বাদ তওবার অভ্যাস থাকবে। এই তো জীবন। কোনো ঔদ্ধত্য থাকবে না, গুনাহের জাস্টিফিকেশন থাকবে না, বৈধ করার যুক্তি থাকবে না। থাকবে শুধু শিশুর মতো সরল আত্মসমর্পণ : ভুল হয়ে গেছে মালিক। বললাম তো ভুল করে ফেলেছি। তোমার আরশের গায়ে না লেখা ‘আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত’? আহ! এটা মনে পড়তেই ফিরে এসেছি মালিক।

তবুও মন মানে না। মুমিন আমলে তৃপ্ত হয় না। ভয় তো হয়ই। একাকিত্বের

telegram/ t.m/BoierSomahar

ঘর, পোকামাকড়ের ঘর, অন্ধকার নির্জনতার ঘর। যিনি ছাড়া সেদিন কেউ থাকবে না, তাঁকে মানাতে পারলাম তো? নাকি তাঁকেই শত্রু বানিয়ে ফেলেছি নিজের অজান্তেই। আজ শক্তি আছে, আশপাশে সবাই আছে বলেই কি এতো স্পর্ধা, এতো উদাসীনতা। না চাইতেই দু'হাত ভরে দিয়েছেন বলেই কি এতো অবহেলা?

শফি ভাই একেলা সবুজ গম্বুজের পশ্চিমে ফাঁকা আঙিনাটায়। ভাঁজ করে রাখা স্টীলের অস্থায়ী বেড়াগুলো ধরে দাঁড়িয়ে। গম্বুজ পেরিয়ে ঐ দূর দিগন্তে চোখ মেলে। দূর থেকে দেখছে শান্ত। ভাইয়ের বড় বড় পানির ফোঁটা। ঠিক ফোঁটা না বলে 'ধারা' বললে জুতসই হয়। শান্ত ডিসটার্ব করে না। মিনিট পনেরো ঝরনার নীরব গান শুনলো শান্ত। ঝরনা বলছে :

এতোই কাছে প্রিয় তুমি
তবুও ছোঁবার সাধ্যি নেই
আসি ফিরে ব্যথার কাছে
চোখের যে 'কপালে' নেই

এলাম, দেখলাম। আল্লাহ নিয়ে এলেন, প্রাণ ভরে দেখালেন। এই সবুজ গম্বুজ, এই কালো গেলাফ। আমরা দেখি। দেখি বলেই কি আমরা এতো অবাধ্য? দয়া করে দেখতে দিচ্ছেন বলেই কি এতো স্পর্ধা? দেখতে পাই, এটাই নিয়ামত? নাকি যিনি পান না, সেটাই নিয়ামত? কে জানে?

শফি ভাই ঠিকই বলেছিলেন। তিনি বিল গেটসের চেয়ে ধনী। ঐ ব্যথাটুকু যার আছে, তার আর কোনো সম্পদ না হলেও চলে। রওজার ভিতর সারি বেঁধে লোকে ঢুকছে প্রিয়তমের কাছে। শফি ভাইও এগিয়ে যাচ্ছেন রওজার ভিতরপানে। জনস্রোতে মিশে যাবার ঠিক আগে শান্ত দেখতে পায় শফি ভাইকে। তিনি সেই আগের মতো দূর দিগন্তে চেয়ে। সেখানে কিছু নেই। একরাশ আঁধার ছাড়া। একটু একটু করে এগোচ্ছেন সারির সাথে। ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে খুশি।

সহসা শান্তর মনে পড়ে যায় আগের দিনের কথা। আড্ডার মাঝে ভাই চকচকে আঁধার নয়নে বলছিলেন : 'বছরের পর বছর এখানে কেন পড়ে আছি, জানো শান্ত? একটা কিছু কেড়ে নিলে, আল্লাহ অন্য কিছু দেন। আমি মদীনার ঘ্রাণ পাই।'

শান্ত আর কিছু জিগ্যেস করেনি। এই বিচিত্র দুনিয়ার সবকিছু আমি বুঝবো না। এই কথাটুকু মেনে নিলে কেউ মূর্খ হয় না, এই কথাটুকুই মানুষকে জ্ঞানী করে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

নিজের অজ্ঞতার স্বীকৃতি থেকেই জ্ঞানের শুরু। আর আমি সব জানি, ভাবলেই জ্ঞানের দরজা বন্ধ। নিজেকে পারফেক্ট মনে করা থেকে যত গুনাহের জন্ম। গিবত, অহংকার, বদমেজাজ, কষ্ট দিয়ে কথা বলা, কপটতা, চোগলখুরি, ষড়যন্ত্র—সবকিছুর মূলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ, যোগ্য, পারফেক্ট মনে করা। নিজেকে ছোটো মনে করে চললে মানুষের চোখে আল্লাহ তাকে বড় করেন। নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআও শিখিয়ে গেছেন : আল্লাহুম্মা জাআলনী সবুরাওঁ ওয়া জাআলনী শাকুরা। ওয়া জাআলনী ফী আইনী সগীরা ওয়া ফী আইনিন নাসি কাবীরা। 'আল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বানান। নিজের চোখে ছোটো বানান। মানুষের চোখে বড় বানান।'

শান্ত জানে না, যে হাসিটুকু নিয়ে শফি ভাই লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে এগোচ্ছেন, ঐ হাসির মানে কী। শফি ভাই কি ঘ্রাণ পাচ্ছেন? মদীনাওয়ালার ঘ্রাণ? শান্ত জানতেও চায় না। কারণ ও জানে, ও বুঝবে না। সবকিছু সবার বুঝতে নেই।

আপনারা দেখেন চলতি-ফিরতি মানুষ। হাঁটছে, ঘুরছে, খাচ্ছে, হাসছে। কিন্তু মানুষটা আগাপাশতলা বন্দি। পরানবন্দি। পরানটা ওদের বন্দি ওখানে।

পরানের শহরে।

telegram/ t.m/BoierSomahar

ডা. শামসুল আরেফীন

বাংলাদেশের জনগণের বেশিরভাগই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিজেদের ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় নানাবিধ পড়াশোনার। আর বিস্তৃত এই পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনা নিয়ে এবং বিভিন্ন ইসলামি আদর্শ ও মতবাদমূলক বই রচনা করে সম্প্রতি আলোচনায় এসেছেন ডা. শামসুল আরেফীন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সরকারি চাকরিজীবী হলেও একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামি আদর্শে বলীয়ান হয়ে তিনি রচনা করেছেন বেশ কিছু ইসলাম সম্পর্কিত বই, যেগুলোর কোনোটি রচিত হয়েছে গল্পের আকারে, আবার কোনোটি রচিত হয়েছে প্রবন্ধ হিসেবে।

ইসলাম বিষয়ক এই লেখক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৯ সালে। সাদামাটাভাবে জীবন পার করা শামসুল আরেফীন শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন ক্যাডেট কলেজে। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডা. শামসুল আরেফীন এর বই এদেশীয় মুসলমানদের মাঝে লাভ করেছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। ডা. শামসুল আরেফীন এর বই সমূহ-তে ইসলামি মতবাদ ও আদর্শ প্রকাশের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আসা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামি ব্যাখ্যা ও ইসলামি উপায়ে চলার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানও উঠে এসেছে তাঁর বইগুলোতে।

ডা. শামসুল আরেফীন এর বই সমগ্র এর মাঝে 'কষ্টিপাথর', 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড', 'মানসাঙ্ক' ইত্যাদি অন্যতম। মানুষকে দিনের শেষে সৃষ্টিকর্তার দেয়া সমাধানের পথেই ফিরে আসতে হবে- এ কথাই ফুটে ওঠে তার রচিত বইগুলোতে।

আমাদের অন্তরকে বানানোই হয়েছে এইভাবে। এই দিল অন্যকারও সংস্পর্শে ততটা উজ্জীবিত হয় না, যতটা হয় নবিজির ক্ষেত্রে। আমাদের আবেগ-ভালোবাসা-শিহরন সব উথলে ওঠে এই একটা নামের মধ্যেই। এইখানে এসে আমরা কোনো ছাড় দিতে রাজি না। মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের সম্মান, আমাদের গাইরত। তাঁকে ছেড়ে আমরা জান্নাতে যেতেও রাজি না।

নবি-প্রেমিক অনেক মানুষ সফর করেছেন তাঁর রওজায়। রওজাকে একবার যে স্বচোক্ষে দেখেছে, রিয়াজুল জান্নাতে যে একবার দুই রাকাত নামাজ পড়েছে, সে জানে দিলের হালত কেমন হয়। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে মনে হতে থাকে—হৃদয়টা বাঁধা আছে এই সবুজ গম্বুজের মধ্যে। আর যদি ফেরা না লাগত! কেউ যদি এসে তাড়া না দিত! আহ, কতই-না ভালো হতো! আর বাইতুল্লাহকে দেখে তো চোখের পানি অটোমেটিক ঝরতে থাকে। মনে হয় জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিই। "আমি শুয়ে আছি কাবার ছায়ায়, কেন আমাকে জাগিয়ে দেওয়া হবে! আমি আশ্রয় নিয়েছি জান্নাতের টুকরায়, কেন আমাকে ভিসার কথা বলে তাড়া দেওয়া হবে!" মন মানে না। কিন্তু বেঁধে দেওয়া সময় ফুরিয়ে যায় চোখের পলকেই। দিলের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয়, এই দরজা ছেড়ে দু'কদম সামনে এগোলেই আমি মারা যাব।

এই বইতে এমনই মনোমুগ্ধকর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ভ্রমণকাহিনী হিসেবে লেখক যা তুলে ধরেছেন, সেটা যে-কারও হৃদয়কে গলিয়ে দেবে। বইটি শেষ করে পাঠক বুঝতে পারবেন, মুমিনের পরান আসলে কোথায় বাঁধা আছে। পরানবন্দির জগতে আপনাকে স্বাগতম...